ককবরক ধাঁধাঁ

রবীন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা

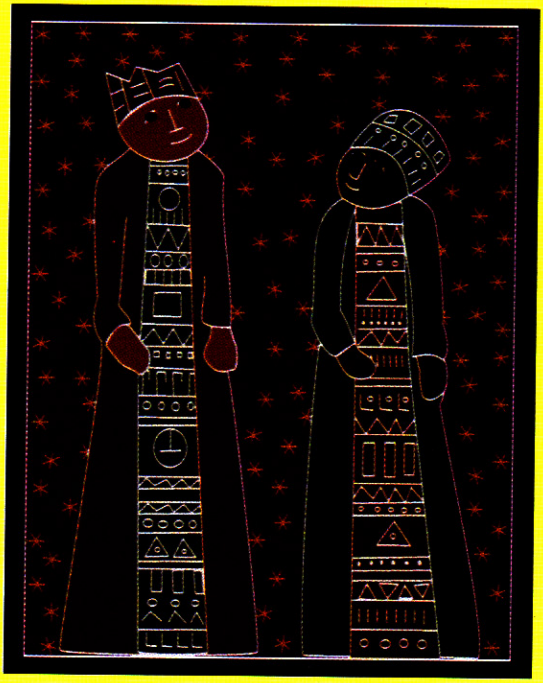

Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

ককবরক ধাঁধাঁ

[ভূমিকা, সংগ্রহ ও সংকলন]

রবীন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা

Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

Published by:
Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

© Publisher

Edition :
June 2005

Cover Design :
Shibendu Sarkar

Processing & Printing :
Parul Prakashani
Akhaura Road
Agartala-799 001

Price : Forty Rupees Only

উৎসর্গ

আমার দিদিশাশুড়ী স্বর্গীয় চন্দ্রবুলি দেববর্মা

ও

দাদাশ্বশুর স্বর্গীয় বৈশাখ দেববর্মার

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

লেখকের কথা

ত্রিপুরার ৮টি উপভাষার সমন্বয় ককবরক একটি সমৃদ্ধ ভাব-ভাবনা, অলঙ্কারযুক্ত এবং উচ্চসাহিত্য সৃষ্টিক্ষম অশেষ গুণসম্পন্ন ভাষা, তার লোকসাহিত্য বিশ্লেষণ-অন্তে এই সত্যনিষ্ঠ কথাটি ব্যক্ত করা যায়। ককবরক লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁ। প্রকৃতি জগৎ থেকে শুরু করে সমাজ-সংসার, ঘর-গৃহস্থালী ইত্যাদি সর্বত্রই ককবরক ধাঁধাঁর অবাধ বিচরণ। তার ভাব, ভাষা, অলঙ্কার, উপমান, উপমেয় ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিপুল সমাহার ও ব্যবহারের চমৎকারিত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়। ইহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণে সক্ষম। একটি জীবন্ত ও সমৃদ্ধ ভাষা এবং উন্নততর জাতির পক্ষেই এরূপ সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব।

বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এবং আহৃত এই ধাঁধাঁগুলিকে নিয়েই আমি "ককবরক ধাঁধাঁ (ভূমিকা, সংগ্রহ ও সংকলন)" এই নামে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছি। ত্রিপুরা সরকারের 'উপজাতি গবেষণা বিভাগ' আমার এই পাণ্ডুলিপি ছাপতে রাজী হয়েছেন। ২০০০ ইং সনেই এই পাণ্ডুলিপিটি সম্পন্ন হয়েছিল। আজ তা ছাপার অক্ষরে বেরোতে যাচ্ছে। আমার এই বই এর দ্বারা বৃহত্তর পাঠকসমাজ বরকভাষী লোকসমাজের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করলে আমি ধন্য হব।

লেখক—
রবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

ভূমিকা

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গবেষণা দপ্তর ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করে চলছে। শ্রীরবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা ককবরক লোক সাহিত্যের অন্যান্য সমৃদ্ধ "ককবরক ধাঁধাঁ" নামক পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশনার জন্য হস্তান্তর করায় আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বইখানি শ্রীরবীন্দ্রকিশোর দেববর্মা ত্রিপুরার উপজাতি সমাজে চিরাচরিতভাবে চলে আসা প্রবাদ-প্রবচন অর্থাৎ "ককবরক ধাঁধাঁ" (ভূমিকা, সংগ্রহ ও সংকলন) খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা বর্তমানে হারিয়ে যেতে চলেছে।

আমি আশা করি উক্ত বইখানি সমস্ত পাঠকবর্গ, গবেষণাকর্মী ও সকল অংশের মানুষের কাছে খুবই আদরণীয় হবে।

(বি দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা, ত্রিপুরা

তাং ১৫/৩/২০০৫

ককবরক ধাঁধাঁ

[ভূমিকা, সংগ্রহ ও সংকলন]

—রবীন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা

ভূমিকা

ককবরকে ধাঁধাঁর পরিভাষা হল ফুমুকমুঙ। আবার অঞ্চলভেদে এটাকে ফেমলকমুঙও বলে। ফুমুকমুঙ এবং ফেমলকমুঙ এই দুটি একই অর্থবাহী শব্দ। তবে বর্তমান লেখকগণ ফুমুকমুঙকেই ধাঁধাঁর পরিভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। আবার ফেমলকমুঙ শব্দটিকে দুটি অর্থে ককবরকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এক ঃ ধাঁধাঁ অর্থে, দুই ঃ ব্যঙ্গ অর্থে। যেমন ঃ 'দ, নানা, ফেমলকমুঙ থাইসা সানাবা।' অর্থাৎ আচ্ছা দিদিমা একটি ধাঁধাঁ বলুনতো। তখন এটা ধাঁধাঁ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার যদি বলা হয়— "দা কসম, মানসেংলা বন' তামসীক ফেমলকখাবা।" অর্থাৎ কদমদা, সুযোগ পেয়ে তুমি তাঁকে এতো ব্যঙ্গ-রসিকতা করেছ কেন? তখন এটি ব্যঙ্গ-রসিকতাবোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই ফেমলকমুঙকে ব্যঙ্গ রসিকতা অর্থে ব্যবহার করে ফুমুকমুঙকেই ধাঁধাঁ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত বলে আমি মনে করি।

বাংলায় আবার ধাঁধাঁ এবং প্রহেলিকার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখা টানা যায়। কিন্তু ককবরকে তা হয় না। বাংলার প্রহেলিকায় বলুন, ধাঁধাঁই বলুন, ককবরকে একটিই তা হলো ফুমুকমুঙ। তবে পরিবেশগতভাবে ককবরকেও ফুমুকমুঙকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। তা হল—এক ঃ সাধারণ ফুমুকমুঙ—সেগুলো সাধারণভাবে সাধারণত সব স্থানেই বলা হয়। দুই ঃ এটি একটু অন্য ধরনের। প্রশ্নোত্তর আকারে জুমক্ষেত্রে কাজের পরিবেশেই এগুলো গীত হয়। তার উত্তরও গানের মাধ্যমেই দেওয়া হয়।

ত্রিপুরীদের প্রাচীন জীবন ছিল আদিম সাম্যবাদী জীবন বা আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় জীবনযাপন। সেই সমাজে পরস্পর পরস্পরকে সাধ্যমতো সাহায্য করা, এক সঙ্গে কাজে যাওয়া, দলবদ্ধভাবে শিকারে যাওয়া অথবা শিকারের প্রাপ্ত মাংস পারস্পরিক ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাওয়া অর্থাৎ মিলেমিশে থাকা এবং খাওয়ার প্রথা চালু ছিল। সেই প্রথার অবশেষটুকু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। অনেক পাহাড়ি জনজাতি এলাকায় এখনও সেই প্রথা পূর্ণমাত্রায় না হলেও কিছুটা চালু আছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ি জনজাতি ত্রিপুরীদের মধ্যে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ফলে তাঁরা সেই আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। ভারতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার ও পুঁজিবাদের অবিসংবাদিত প্রবেশের ফলে ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র

অঙ্গারাজ্য ত্রিপুরা এবং তিপ্রা জনজাতিরা এর প্রভাবে প্রভাবিত হলেন। তাঁরাও আজ বিশ্বপুঁজিবাদের চরম শোষণের শিকার। ফলে এরা আদিম সাম্যবাদী জীবনযাত্রা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। সেই রকম সমাজব্যবস্থার দিনে তিপ্রারা জুমের কাজে একে অপরকে সাহায্য করতেন বলেই একজনের জুমে এক একদিন সবাই মিলে কাজ করার প্রথা চালু ছিল। সম্মিলিত যুবক-যুবতীরা একটিলায় হাসি-মস্করার মধ্যে কাজ করছে, অপর টিলায় হয়তো আরও একদল যুবক-যুবতী কাজ করছে। তখনই একদলের সঙ্গে অপর দলের গানের প্রতিযোগিতা হয়। গানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দুরূহ এবং সহজ কিছু প্রশ্নোত্তর হয়। এটাও এক ধরনের ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁ। যেমন একদল গাইলেন--অ রাঙচাক, স্বর্গঅ বারাই পাতাল' মতমনাই, আব' তৌমা-খুম বুবার সাদি। অর্থাৎ স্বর্গলোকে ফোটে এবং পাতাল পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়—এটা কোন্ ফুল বলতো? উত্তরও সেইভাবেই গানের আকারেই দেওয়া হতো। শুধু তাই নয়, উত্তরদাতা উত্তর দেওয়ার পর উত্তরের সঙ্গে পালটা একটি প্রশ্নও ছুঁড়ে দেন। এটা যদিও ফুমুকমুঙ, তবু সাধারণ ফুমুকমুঙ থেকে এর বৈশিষ্ট্য একটু আলাদা বা এর আলাদা বিশেষত্ব আছে।

সাধারণ ধাঁধাঁ এভাবে ব্যবহৃত হয় না। এর বৈশিষ্ট্যের দিকটিও বড়ই কৌতুককর। যেমন—কোনও গৃহস্থের বাড়িতে বা জুমখেতে ধাঁধাঁর প্রতিযোগিতা শুরু হলো। কোনও ফুমুকমুঙ এর উত্তর একজন অথবা অন্য কেউ দিতে পারেনি। তখন ফুমুকমুঙ কর্তা বা কর্ত্রী উত্তরদাতাকে লক্ষ করে বলেন—দ' মনি সাক্রাইমুঙ মানলিয়াখেবা আন' কুক চারিদিতা। অর্থাৎ তার বাংলা ভাবানুবাদ হল—ঠিক আছে, এই ধাঁধাঁর উত্তর দিতে অপারগ হলে আমাকে 'কুক' খেতে দিতে হবে। 'কুক' এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে 'ফড়িং'। আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে কুক অর্থে এখানে উত্তরের বিনিময় মূল্য বোঝানো হচ্ছে। তা এক ধরনের উপঢৌকন বা বর্তমান ব্যবস্থায় ঘুষ হিসেবেও ধরে নেওয়া যায়। উত্তরদাতা প্রথমে এই কুক বা উপঢৌকন দিতে সহজে রাজি হন না। মনে মনে ফুমুকমুঙ এর উত্তর খুঁজতে থাকেন। তৎসত্ত্বেও অপারগ হলে শেষ পর্যন্ত 'কুক' খেতে দিতে হয়। প্রশ্নদাতার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যেই এই কুক না দিয়ে উত্তরদাতার আর উপায় থাকে না। এই কুক্ খেতে দেওয়া অপর অর্থে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। পরাজয় স্বীকার করে উত্তরদাতা বলেন—দ' নিনি ককন' নাঙথুন, হিনদি আঙ নন' কুকু মাসা রিখা। তব' আন' সাজাদি, অ ফুমুকমুঙ তাম' ঔংনাই। অর্থাৎ ঠিক আছে, তোমার কথা রাখলাম, তোমাকে একটি 'কুক' দিলাম। তবু অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই ফুমুকমুঙ-এর উত্তর কী হবে তা বলে দিন। প্রশ্নদাতা কিন্তু তাতেও খুশি নন। কোন্ ধরনের কুক বা ফড়িং দিতে চায় তা জিজ্ঞেস করে নেন। অনেক ধরনের কুক বা ফড়িং যেমন—কুয়ুঙ, কুকথক, কুকতাখুম ইত্যাদি। এর মধ্যে যে-কোনো একটির নাম উল্লেখ করে দিতে হয়, অনেক ধাঁধাকার আবার নিজের পছন্দমতো

কুক খেতে চান। ধাঁধাঁকারের নিকট থেকে উত্তর প্রাপ্তির জন্য উত্তরদাতা তখন তাঁর পছন্দমতো কুক বা উপঢৌকন দিয়ে থাকেন। এ যেন এক দর কষাকষির ব্যাপার। বর্তমান সমাজের ঘুস প্রথার প্রকারভেদ ও দরকষাকষির কথা এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এটা ছিল কথার কথামাত্র। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-মস্করা উপভোগ করা। এর-মধ্য দিয়ে ধাঁধাঁকার এবং উত্তরদাতা উভয়েই অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। ধাঁধাঁকারের পছন্দমতো উত্তরদাতা শেষ পর্যন্ত একটি 'কুয়ুঙ' উপঢৌকন দিয়ে বললেন—দ' আঁংথুন, নাঁঙ কুয়ুংন চাসিদি। অর্থাৎ তাই হোক, তুমি 'কুয়ুঙ' অর্থাৎ এক ধরনের বড়ো ফড়িং নাও। তারপর ধাঁধাকার বলেন—আঙ বাহান বাহান চাউই নন' বুকুর তেই বেকেরেং সিমি রিনাই। নাঁঙ অ বেকেরেং-বুকুর লাঙগাঅ হরাই নীকীরাজীকবায় তীয়মা আয়াংনার' থাংগীইদে মানন' সাদি। থাংগীই মানখেবা আঙ ফুমুকমুঙনি সাক্লায়মুঙ সাউই মানু, ইয়াঁখে মানয়া। বাংলা ভাবানুবাদ—আমি ফড়িং এর মাংসগুলো খেয়ে তোমাকে শুধু হাড় এবং চামড়া দেব। সেই হাড়-চামড়া একটি লাঙ্গায় (খাড়াতে) ভরে সেই লাঙ্গা মাথায় বহন করে তোমাকে শাশুড়ির সঙ্গো নদী পার হতে হবে। অর্থাৎ নদী পেরোতে হবে। তবেই আমি ফুমুকমুঙ এর উত্তর বলতে পারি, নতুবা নয়। পারবে তো তুমি তোমার শাশুড়িকে নিয়ে নদী পার হতে? এই অবস্থায় উত্তরদাতা বা শ্রোতার আর কী করার আছে! অনেকে ধাঁধাকারের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে উত্তরের আশায় আত্মসমর্পণ করে। অনেকে আবার করে না। তখন উত্তর আর মেলে না।

তবে শর্ত হিসেবে ফড়িংয়ের হাড়, চামড়া লাঙ্গায় ভরে নদী পার হওয়ার সঙ্গী হিসাবেও দুটি বিপরীত লিঙ্গাকে বাছাই করে নেওয়া হয়। আবার বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে এমন ব্যক্তিকে বাছাই করা হয় যার সঙ্গো নদী পার হওয়া সমাজের পক্ষে বেমানান। অর্থাৎ সমাজ যাকে অনুমোদন করে না, যা তৎকালীন সমাজের বা বর্তমান চলতি সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধ, সামাজিক নীতি বহির্ভূত এমন। যেমন—উত্তরদাতা নারী হলে তাকে শ্বশুর সম্পর্কীয় ব্যক্তি বা স্বামীর বড়ো ভাই সম্পর্কিত ব্যক্তি অথবা ছোটো বোন সম্পর্কীয় ব্যক্তির স্বামীর সঙ্গো নদী পার হতে বলা হয়। আবার পুরুষ হলে শাশুড়ি অথবা ছোটো ভাই সম্পর্কীয় স্ত্রীর (উায়জীক) অথবা স্ত্রীর বড়ো বোন সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গো নদী পার হতে বলা হয়। এমনকি শ্বশুরকে ছেলের বৌ-এর সঙ্গো এবং শাশুড়িকে মেয়ের জামাই-এর সঙ্গোও নদী পার হতে বলা হয়। এটা সমাজের নিকট নিশ্চয় গ্রহণীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। নদী পার হওয়া মানে স্বামী-স্ত্রীর মতো ব্যবহার। এর গূঢ় অর্থ হল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে উভয়ের পরশে অনেকদিন থেকে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ সংসারের এবং জীবনের ভবনদী পার হওয়া। তাই অনেকেই এহেন পদ্ধতিতে উত্তর জানার কৌতূহলকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা ও নিয়মপদ্ধতিকে প্রাধান্য দেন এবং লজ্জা শরমবশতঃ এই কঠিন

শর্ত পূরণ থেকে নিবৃত্ত থাকেন ও প্রশ্নকর্তার মুখ থেকে উত্তর জানা থেকে বিরত হন। আবার 'তীয়বারনা' বা নদী পার হওয়া এই শব্দগুচ্ছটি এক্ষেত্রে ব্যাপক সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রূপকের আড়ালে তার প্রকৃত অর্থ হল—স্বামী-স্ত্রীর মতো ব্যবহার। অর্থাৎ বিবাহিত জীবনযাপন। তাই সমাজের অচল প্রথা বা সমাজ যাকে অনুমোদন দেয় না এরকম অসামাজিক জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেকে সকলের ব্যঙ্গ-রসিকতার সম্মুখীন হতে রাজি হন না। আর রাজি হলেও বিপদ। হাসি-মস্করা, ব্যঙ্গ-রসিকতায় উপস্থিত সবাই লুটোপুটি খাবে। তার প্রতি রঙ্গ তামাশা এবং তির্যক বাক্যাবলি বর্ষিত হবে। তার পক্ষে অন্তত কয়েকদিন মুখ দেখানোই দায় হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি জুম বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে এ কাহিনি পল্লবিত হয়ে সকলের নিকট মুখরোচক আলোচনা এবং কিছুদিনের জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্যতম বিষয়ে পরিণত হবে। সঠিক-উত্তর অবশ্যই মিলবে। কিন্তু একটি ফুমুকমুঙ-এর উত্তরের জন্য এরকম বড়ো অপমান হজম করাও কঠিন।

ককবরক ধাঁধাঁকে অনেকটা চিত্তবিনোদনের অন্যতম উপায় হিসেবে অভিহিত করা যায়। চিত্তবিনোদনের জন্য এক বিশেষ অঙ্গের মতো এই জনপ্রিয় পদ্ধতি তৎকালীন যুগে ত্রিপুরীদের মধ্যে খুব বেশি চালু ছিল। যে বাড়িতে দিদিমা, দাদু থাকত, সেই বাড়িতে নাতি-নাতনিরা এই ফুমুকমুঙ-এর রস বেশি বেশি করে আস্বাদনের সুযোগ পেত। সারাদিন বাড়ির টুক-টাক্ কাজ করার পর বিকালে স্নান করে বা হাত মুখ ধুয়ে দাদু দিদিমারা এক ছিলিম তামাক হুক্কায় ভরে খোলামেলা ঘরের উঠোনে তামাক টানতেন। সেই অবসরেই নাতি-নাতনিরা ফুমুকমুঙ বলার জন্য দাদু-দিদিমাদের আব্দারে-আব্দারে জর্জরিত করে ফেলত। বিশেষ করে দিদিমাদের প্রতিই ছিল আব্দারের ইঙ্গিতটা একটু বেশি। তাঁরাও ফোকলা দাঁত নিয়ে হুক্কায় টান দিতে দিতে দম নিয়ে নিয়ে নাতি-নাতনিদের আব্দার পূরণ করতে উদ্যত হতেন।

ফুমুকমুঙ-এর মাধ্যমে এই আব্দার পূরণের কাজ চলে সাধারণত সন্ধ্যার দিকে। কারণ তখনকার দিনে আজকের মতো পড়াশোনার চল্ খুব বেশি ছিল না। তবে অন্যান্য গার্হস্থ্য শিক্ষা বিশেষ করে বেত ও বাঁশের কাজ, সুতো কাটার কাজ, তাঁতবোনা ও ফুলতোলা সহ অন্যান্য জুমিয়া-জীবনের টুকটাক্ কাজগুলো অবশ্যই আয়ত্ত করতে হত। এতসব কাজ করার পরও বাচ্চা বা কিশোর-কিশোরীরা হাতে অঢেল সময় পেত। তাই সন্ধ্যার দিকে ফুমুকমুঙ এর মতো এক আকর্ষণীয় সাহিত্যরস আস্বাদনের সুযোগ তারা যথেষ্টই পেত। আর সেই সন্ধ্যা যদি গরমের কাল ও পূর্ণিমা অথবা শুক্লপক্ষের রাত হয়—তাহলে তো সোনায় সোহাগা। বিরাট বড়ো উঠান, চারিদিক থেকে ঝিরঝিরে বাতাসের ফোয়ারা, চিক্‌চিকে চাঁদের আলো, রহস্যময় প্রকৃতিজাত গাছগাছালি, ঘাস ইত্যাদির বুকে চিক্‌চিকে চাঁদের কিরণের লুকোচুরি খেলা। তার মধ্যে যদি বেশ কয়েকখণ্ড মেঘ দূর আকাশে অজানা উদ্দেশ্যে ভেসে বেড়ায় তাহলে অপরূপ

সান্ধ্যকালীন পরিবেশ ফুমুকমুঙ বলার পক্ষে আরও মধুময় হয়ে ওঠে। চাঁদের শুভ্র আলোয় নাতি-নাতনিদের মন আরও উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। ধাঁধাঁর পরিবেশ আরও রসালো হয়। জমজমাট সেই পরিবেশে ফোকলা গাল থেকে ফুমুকমুঙ এর রস অঝোরে ঝরে পড়তে থাকে। আর বাচ্চারা এই রসগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করে। ফুমুকমুঙ শুনতে শুনতে অনেকেই কখন ঘুমে ঢলে পড়ে তা টেরও পাওয়া যায় না।

আবার ধরা যাক্ জুম জীবনের কথা। যুবক-যুবতী এবং অল্পসংখ্যক বিবাহিত-বিবাহিতা জুমে কাজ করছে। বিবাহিতা মহিলা পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক-যুবতীদের কুমুয় বা জামাইবাবু এবং বাচাই বা বৌদি সম্পর্কের ব্যক্তিই বেশি। সেই সকাল থেকেই তারা কাজে ব্যস্ত। দুপুরের অর্থাৎ মধ্য দিনের ঘণ্টা দেড়েক পূর্বে তারা ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিয়েছে। এর মধ্যেই এক ছিলিম তামাক, দামার (কুঁজা) ঘ্রাণযুক্ত ঠাণ্ডা জল খেয়ে আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জৈষ্ঠ্য মাসের মাঠফাটা অসহ্য রৌদ্র অথবা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের একটানা অঝোরে বৃষ্টি। এর মধ্যে একটানা সমান উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন, বিচিত্র তার আচার ব্যবহার। আলস্যকে তারা এক মুহূর্তের জন্যও দেহ-মনে স্থান দিতে রাজি নয়। কাজের গতির সাযুজ্য বজায় রাখার জন্য তারা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন ধরনের ফুমুকমুঙ এর। একের পর এক ফুমুকমুঙ বলা হয় এবং এর উত্তর খুঁজে বের করা, উত্তর খুঁজে না পেলে সেই পূর্বকথিত শর্ত পূরণ; তাতে হাসি, তামাশা, বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ-রসিকতা ইত্যাদিতে জমজমাট হয়ে ওঠে সারাটা জুম। আবার সেই সঙ্গে চলে পূর্বের মতো অপরিবর্তনীয় কাজের গতি। কখন দুপুর পেরিয়ে যায়, সূর্যদেব মধ্যগগন থেকে পশ্চিম দিকে অল্পখানি সরে পড়ে, তা তাদের খেয়ালও থাকে না। শারীরিক পরিশ্রমও তখন তুচ্ছ মনে হয়। পরিশ্রম ও আলস্যকে অনায়াসে জয় করে তারা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করে চলেছে। এখানেই ফুমুকমুঙ-এর সাফল্য। এখানেই লুকিয়ে আছে চিত্তবিনোদনের মূল চাবিকাঠি। ফুমুকমুঙ হচ্ছে সেই চাবিকাঠি যে চাবিকাঠি শত পরিশ্রম, রোদ-বৃষ্টি এবং ঝড়ের মধ্যেও তাদের হৃদয়কে আনন্দে উদ্‌বেলিত করে রাখে।

আবার সেই জুমের পাশের আর একটি জুমে আরও একদল যুবক-যুবতী কাজ করছে। সময় কাটানোর অছিলায় পাশের সেই জুম থেকে ভেসে এল ককবরক গানের নারীপুরুষের সমবেত কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরগুলো সাদামাটা গান নয়, গানের মাধ্যমে তারা অপরদলের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছে এক দুরূহ প্রশ্ন। যুবক-যুবতিরা পাশের জুম থেকে আগত প্রশ্নকণ্টকিত গানের ধ্বনিতে সচকিত ও বিচলিত হয়ে উঠে। সেই নিক্ষেপিত প্রশ্নের উত্তর যে আবার গানের মাধ্যমেই দিতে হবে। নইলে যে তাঁদের ইজ্জৎ থাকে না, পাড়ার সম্মান বাঁচে না। এই সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে কর্মরত অবস্থায়ও তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে এক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জেদ। অপর

দলের তির্যক মিশ্রিত উত্যক্ত প্রশ্নবাণে জর্জরিত যুবক-যুবতীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা শলা-পরামর্শ করে একজনের মাধ্যমে রীচাবমুঙ বা গানের আকারে সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়েছে। শুধু জবাবই দেয়নি ; আর একটি কঠিনতম প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছে বিপক্ষ দলের প্রতি। এভাবে অনেকক্ষণ ধরে চলে গানের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের পর্ব। মাঝে-মধ্যে ব্যঙ্গ-রসিকতা, সম্মিলিত হাসিতে ফেটে পড়ে পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দলের জুমক্ষেত্র। মুখরিত হয়ে ওঠে জুমখেতের চারপাশের নিস্তব্ধ পাহাড় ও বনরাজি। সেই আনন্দ মুখরিত মুহূর্ত থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। কিন্তু কাজের ছেদ মুহূর্তের জন্য কোথাও ছেদ পড়েনি। অর্থাৎ তাতেও বিন্দুমাত্র কাজের ব্যাঘাত ঘটেনি। উভয় দলই আবার শারীরিক পরিশ্রমেও নাজেহাল হয়ে পড়েনি। সময়ের সম্পর্কেও তাই বলা যায়, যখন তপসি সিল (এক ধরনের টিয়াজাতীয় পাখি) দলে দলে বাসায় ফিরে বৈকালিক সন্ধ্যার জানান দিয়ে যায়—তখনই তারা সম্বিৎ ফিরে পান যে, সত্যিই বেলা ডুবেছে, তাঁদেরও যে বাড়িতে ফিরতে হবে। নইলে যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, বাড়ির কাজ যেমন জলতোলা, ধান ভানাসহ আরও অন্যান্য কাজ তাদের সারতে হবে।

রীচাবমুঙ বা গানের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর পর্ব—এটাও এক ধরনের ফুমুকমুঙ। এই ফুমুকমুঙ আছে বলেই অতি সহজেই তারা বিরাট সময় অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। সারা জুমখেত আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের সেই আনন্দ-কল্লোল সমস্ত পরিশ্রম লাঘব করে দিয়ে মানুষকে নতুন নতুন কাজে অনুপ্রেরণা দিতে পারে। এছাড়া বুদ্ধিপ্রধান কৌতুকপ্রদ এবং এক বিশেষ প্রমোদের উপাদান এই ফুমুকমুঙ কথিত হয় মদের আসরে, কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে। মদের আসরে এবং উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক লোক জমায়েত হলে কোনো পরিণত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলার প্রতি ফুমুকমুঙ বলার জন্য বিভিন্ন জনের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসে। তখনই ফুমুকমুঙ-এর পালা শুরু হয়। নানা নিন্দা প্রশংসার, ভালো-মন্দের দিকও ফুমুকমুঙগুলোতে লুকিয়ে থাকে। প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে যে তর্কবিতর্ক হয় তাতে এই ভালো-মন্দের দিকগুলো লোকচোখে ফুটে ওঠে।

ফুমুকমুঙ-এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মানুষের বুদ্ধির পরীক্ষা হয়, তেমনি তার মনন প্রক্রিয়ারও পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতুকময়তার মাধ্যমে বিশেষ প্রমোদ বা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ফুমুকমুঙ নামক যে বাক্যাবলি প্রয়োগ হয় তাও বক্তার বা কথকের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে যে, কথিত সেই বাক্য রসালো হবে কি না। সেখানেই মানুষের মনন এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। ককবরক ধাঁধাঁর মধ্যে এই দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

যে-কোনো সহজ ও অতিপরিচিত বিষয়কে রূপকের আড়ালে প্রকাশ করতে পারা ফুমুকমুঙ এর চাতুর্যের একটি বিশেষ দিক। এই চাতুর্য শব্দ প্রয়োগ, বাক্যগঠন এবং অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁয় স্থান পায় রূপকের

আড়ালে পূর্বতন ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা। একটি ঘটনার জেররূপে আর একটি ঘটনাও এতে দৃশ্য হিসেবে অবস্থান করতে দেখা যায়। এই সমস্ত দৃশ্যগুলোতে দুই বা ততোধিক মানুষ, পশুপাখি বা জন্তু-জানোয়ারের অপ্রত্যাশিত আগমন লক্ষ্য করা যায়।

ককবরক ধাঁধাঁর ক্ষেত্রে রূপক (Metaphor) এর ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। এককথায় বলতে পারি, ককবরক ধাঁধাঁ বা ফুমুকমুঙ মাত্রই রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে। উপমান এবং উপমেয় এ দুটি উপাদানের মাধ্যমে রূপক সৃষ্টির কাজ চালানো হয়। এদের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে কোনো কিছুর বর্ণনা প্রদান না করে পরোক্ষভাবে তার বিবরণ প্রদান করা হয়। ককবরক ধাঁধাঁয় ভিন্ন দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্য বা অনুকরণ বের করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্যমূলকতাকে অবলম্বন করেই এটা রচিত হয়।

ককবরক ফুমুকমুঙগুলো মূলতঃ Code language রূপেই ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মাধ্যমে আদিম ত্রিপুরী সমাজ তাদের অর্থনৈতিক' সামাজিক' সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক প্রকাশ করে। তাই তাতে প্রতিফলিত হয়েছে তিপ্রা জনগোষ্ঠীর লোকের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক রূপের। সে জন্যই উপমান ও উপমেয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ফুমুকমুঙগুলোতে বিদ্যমান থাকে। এ দুটিতে মিলে একটি মিশ্র প্রতীকে কিংবা বিশুদ্ধ একটি সংকেতে পরিণত হয়ে তিপ্রা সমাজের ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি পরিপূর্ণ দিক উন্মোচনে সক্ষম হয়েছে।

ককবরক ধাঁধাঁয় উপমা বা তুলনাই প্রধান তা আলোচিত হয়েছে। ফলে কোনো জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে, কোনো মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে, একাধিক মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে, একজন ব্যক্তির সঙ্গে, একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে, গাছপালা-তরুলতা এবং বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। তুলনাগুলোর মধ্যে বিষয় হিসেবে পাওয়া যায়—কৃষি এবং জুম, বন্য ও গৃহপালিত জীবজন্তু, খাদ্য, বাসস্থান, রান্না সংক্রান্ত, মানবশরীর, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি ও তার বিভিন্ন অংশের বর্ণনা, পরিধেয়বস্ত্র, খাদ্যান্বেষণ ও খাদ্যাভ্যাস, চিঠিপত্র, কলম, যানবাহন, বস্তুসামগ্রী, যন্ত্রপাতি-অলংকার, তাঁত-বয়ন ও তৎসংক্রান্ত, গীতবাদ্যের যন্ত্রাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয় ছাড়াও অত্যাবশ্যকীয় গৃহসামগ্রী, জীবনধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলোও ককবরক ফুমুকমুঙ এ স্থানলাভ করেছে। এগুলো এসেছে রূপক সংকেতময় ভাষাভঙ্গির মাধ্যমে।

রূপকের আশ্রয়ে বা অবলম্বনেই মানুষ, মানবেতর প্রাণী, জড়বস্তু এবং নিসর্গ জগৎ পরস্পর মিলেমিশে ফুমুকমুঙ-এর মূল রূপ গঠন করে। এর মধ্যে তিপ্রাদের আদিম আর্থিক জীবন যথা—জুম অর্থনৈতিক জীবনধারণ তাদের সাংস্কৃতিক দিককে নির্দেশ করে। এটা ছাড়াও অন্যান্য দিক যথা—পৌরাণিকতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি দিকও ফুমুকমুঙগুলোতে ফুটে উঠেছে।

ককবরক ধাঁধাঁগুলোকে রূপক বলছি এ কারণে যে, এখানে কোনো উদ্দিষ্ট প্রাণী বস্তু বা ব্যক্তি কোনো একটি আবরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই আবরণই হচ্ছে রূপক। এই মোড়কের মাধ্যম ছাড়াও কোনো কোনো ফুমুকমুঙকে সহজ সরলভাবে প্রকাশ হতেও দেখা গিয়েছে। সেগুলোও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। রূপক-সংকেতময় ফুমুকমুঙগুলোর উত্তর সহসা এবং সহজে দেওয়া অনেকসময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কারণ এক একটি গোষ্ঠী বা অঞ্চলে এক এক রকম অর্থে ফুমুকমুঙ ব্যবহৃত হয়। এর উপমান উপমেয়গুলো অর্থাৎ রূপক সমূহের মধ্যে অঞ্চলগত ঐতিহ্যের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। সেই রূপক ভেদ করে উত্তর উদ্ভাবন করা খুবই দুরূহ কাজ। কারণ এক গোষ্ঠী বা অঞ্চলের ঐতিহ্যের সঙ্গে অপর গোষ্ঠী বা অঞ্চলের পরিচিতি অনেকেরই থাকে না। সে জন্যই অনেক ক্ষেত্রে ফুমুকমুঙে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর বের করা অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

রূপক-সংকেতময় ভাষাভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলেই ককবরক ফুমুকমুঙ এ বুদ্ধি পরীক্ষার একটি সুযোগ পাওয়া যায়। যে-কোনো বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই তা রচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বাছ-বিচারের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তবে এর ক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে এর সামাজিক প্রয়োজনীয়তার ওপর। সে জন্য বুদ্ধি পরীক্ষার পরিধিও প্রসারিত বা প্রসারলাভ করে। ফুমুকমুঙ কেবল বুদ্ধি পরীক্ষা নয়, তা পূর্বের আলোচনা থেকেই জ্ঞাত হওয়া যায়। অঞ্চল বা গোষ্ঠীবিশেষে তার যে ঐতিহ্যগত দিক, সেটাই তার স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যময়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে ফুমুকমুঙ-এ কিছু কিছু অমার্জিত এবং অসংগত চিত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়। এটাকে তার রচনার অন্যতম বিশিষ্টতা হিসেবে ধরে নিতে হবে।

ককবরক ধাঁধাঁতে অধিকাংশই প্রাকৃতিক ও গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বস্তু-সামগ্রীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই বস্তুগুলো সাংসারিক জীবনযাত্রার পক্ষে সহায়ক একপ্রকার শক্তি বা গুণসম্পন্ন হিসেবে কল্পিত হয়েছে। কল্পনায় এদের ক্রমপ্রসারিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। এই জড়বস্তুর সঙ্গে গাছ, ফুল, ফল ইত্যাদি মানবেতর প্রাণীকে উপমিত হতে দেখা যায়। কখনও জড়বস্তুর ওপর মানবতা আরোপ করা হয়েছে। তাই ককবরক ধাঁধাঁয় মানবেতর প্রাণী, মানুষ, বস্তু ও নিসর্গ জগৎকে একের বিনিময়ে অন্যটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আবার ঘর-গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি এবং কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় যন্ত্রপাতিও ধাঁধাঁর বিষয় হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে। এইসব বস্তুসামগ্রীর উপর জীবনধর্ম আরোপ করে তার জৈবিক ক্রমবিকাশ, জীবন-মৃত্যু, বৃদ্ধি-প্রসারণ ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রূপকল্পনায় এগুলো যেন মানুষেরই জীবনের সবকটি ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছে। সে জন্যই ককবরক ফুমুকমুঙে একের পরিবর্তে বা একের উপমানরূপে অন্যটিকে পাওয়া যায়।

অর্থাৎ একটি object-এর সাহায্যে আর একটি object-কে পাওয়া যায়। যে- কোনো একটি বস্তু অন্যান্য বস্তুর বিনিময়েও বিকল্প হয়ে ওঠে। সে জন্য ফুমুকমুঙ হয়ে উঠেছে রূপক। জড়বস্তুর উপর প্রাণচেতন আরোপ করা বা মানবেতর প্রাণীর উপর মানবজীবনের ধর্ম আরোপ করা ককর্বরক ধাঁধাঁর অন্যতম বিশিষ্ট দিক্।

ককবরক ফুমুকমুঙের আর একটি বিশেষত্ব হল এর ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকা নেই ঠিকই ; কিন্তু অন্য শব্দের পাশে বসে এগুলো সেই শব্দের ভূমিকাকে আরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তোলে। আবার এটা ছন্দোময় পদ বা বাক্যরচনার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। তা পদ ও বাক্যের সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষ দুটিকেই বাড়িয়ে তোলে। ফলে ককবরক ফুমুকমুঙ ধ্বন্যাত্মক শব্দযোগে আরো বিকশিত হয়ে সকলের নিকট শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেজন্য ফুমুকমুঙ-এ ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার বাক্যের অনন্যতা বাড়ায়।

ছন্দোময় পদ ও বাক্যের ব্যবহার ককবরক ফুমুকমুঙ-এর অন্যতম এক দিক। অধিকাংশ ফুমুকমুঙ ছন্দের আকারে ব্যক্ত করা হয়। ছন্দোবধ পদ এবং বাক্যের ব্যবহারের ফলে কথকও রসভারে আপ্লুত হন এবং শ্রোতারাও সেই রস আস্বাদন পূর্বক অপার আনন্দ ভোগ করেন। শ্রুতিমধুর ছন্দময় এই বাক্য বলার সময় বক্তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এক মধুময় ধ্বনি নির্গত হয়। তবে সব ধাঁধাঁগুলোই যে ছন্দোবদ্ধ বাক্য তা নয়। অনেক ধাঁধাঁয় ছন্দ থাকে না। স্বাধারণভাবে রূপক উপমার সাহায্যে ব্যক্ত হয়।

এমন অনেক ধাঁধাঁ আছে যেগুলোতে ককবরক বাংলার শব্দ মিশ্রণ ঘটেছে। ককবরক এবং বাংলা শব্দের মিশ্রণে গঠিত এই ফুমুকমুঙগুলো ককবরকে বাংলা ভাষার প্রভাবের এক অনন্য নজির। বিশেষভাবে মিশ্রিত এলাকাগুলোতেই এ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি—বিকশিত এবং উন্নত একটি ভাষা ও সংস্কৃতি অবিকশিত ও অনুন্নত ভাষা-সংস্কৃতির উপর সব সময় আপন প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি বৃহত্তর ও বিকশিত বঙ্গভাষা এবং সংস্কৃতিও ক্ষুদ্রতর, অবিকশিত ও অলিখিত ককবরক ভাষা ও সংস্কৃতির উপর কমবেশি প্রভাব ফেলেছে। ককবরক-ফুমুকমুঙ-এ বাংলা শব্দের মিশ্রণজাত ঘটনায় তার প্রমাণ। কোনো কোনো ফুমুকমুঙ-এর বাক্যাবলিতে একটি অথবা দুটিপদ বাংলা অথবা কোনোটিতে শেষের, কোনোটিতে মাঝের যে-কোনো একটি পদ বাংলা ভাষায় তা পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গভাষী লোকদের আগমনের পর আধা বাংলা আধা ককবরকে বাক্যালাপ করতে গিয়ে যেমন বাংলা শব্দের প্রভাব ককবরকে পড়েছে, তেমনি ফুমুকমুঙ এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আবার এমন কতকগুলো ধাঁধাঁ ককবরক ভাষীদের মধ্যে চালু আছে যা সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায়। অথচ এগুলো মোটেই বাংলায় প্রচলিত ধাঁধাঁ নয়। তা সম্পূর্ণ তিপ্রা সমাজ-সংস্কৃতি ও আর্থিক-সামাজিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে লেখা অর্থাৎ মুখে মুখে প্রচলিত। আবার সেই ধাঁধাঁগুলোর ভাষা সম্পূর্ণ

বাংলা হলেও তার ধাঁচ কিন্তু সম্পূর্ণ ককবরক। ককবরকের ধাঁচ এবং বৈশিষ্ট্যই ত মূল ভিত্তি। আমার মনে হয়, সেই বাংলাভাষীদের অনুপ্রবেশের অনেকদিন পর ধাঁধাঁগুলোর সৃষ্টি। আমরা জানি, একটি নতুন ভাষা বা বিজাতীয় বাণিজ্যিক ভাষা প্রতি লোকের আকর্ষণ সবসময়েই কমবেশি বিদ্যমান থাকে। সেই ভাষা আয়ত্ত্ব করে বলাটাও মানুষের কাছে একটি গর্বের বিষয়বস্তু। সেইরূপ তিপ্রা জনজাতিরাও বাংলার ন্যায় একটি উন্নত, বিকশিত এবং বাণিজ্যিক ভাষার প্রতি মানসিক আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তা ছাড়াও রাজভাষা হওয়ার সুবাদে বাংলা ভাষার প্রতি নিবিড় আকর্ষণ বা এ-ভাষায় অনর্গল বাক্যালাপ করতে পারা তাদের কারও কারও নিকট এক পরম গর্বের বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ফলে সেই ঐতিহাসিক কারণেই আগরতলাবাসী তিপ্রারা নিজের মাতৃভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই কিছু কিছু উৎসাহী তিপ্রা ব্যক্তি বাংলা ভাষায় এমন কিছু ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে থাকতে পারেন। তাই এটা তিপ্রাদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। এটাকে ককবরক ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের মুখনিঃসৃত এবং তিপ্রাদের মধ্যে প্রচলিত ককবরক ধাঁধাঁর অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। কারণ এগুলো সম্পূর্ণ ককবরক স্টাইলে গ্রাম্য বাংলায় প্রচলিত। বাংলা ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ককবরকভাষীগণ এরূপ ধাঁধার জন্ম দিয়েছিলেন। অথচ কোনো মতেই এগুলো বাংলা ধাঁধাঁর পর্যায়ভুক্ত নয়।

এবার ধাঁধাঁ বা ফুমুকমুঙ-এর বিষয়সমূহ নিয়ে উদাহরণসহ আলোচনা করা যাক। তাতে ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁর বিষয়ে সাধারণ একটা ধারণা অর্জন করা সহজ হবে এবং ককবরক ধাঁধাঁয় কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ প্রাধান্য বিস্তার করে তারও একটা সাধারণ আভাস পাওয়া যাবে।

(ক) আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, বাতাস ইত্যাদি বিষয়ক ধাঁধা :

(১) চেরায় ফুরুসি বক'রঙ কংনীয়,
তরখে তামুংগাঁই কীমা।

বাংলায় ভাবানুবাদ : ছোট্ট থাকতে দুটো সিং, বড়ো হলে কেন হারিয়ে যায়।

এই ফুমুকমুঙ এর দ্বারা কেন পূর্ণিমা হয় তার ব্যাখ্যা প্রশ্নাকারে বোঝানো হয়েছে বা জিজ্ঞাসিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণিমা চাঁদকে বোঝানো হয়েছে। এখানে পূর্ণিমা চাঁদকে প্রাণী হিসেবে কল্পনা করে তাতে সিং আরোপ করা হয়েছে। যেন চাঁদেরও সময় বিশেষে 'সিং' গজায়।

(২) নখাঅ নক, নখাঅ হুক
নখাঅ ললালায়।

ভাবানুবাদ : শূন্যে ঘর, শূন্যে দুয়ার, শূন্যেই সেটা ঝোলে। এই ফুমুকমুঙ এর দ্বারা মেঘকে বোঝানো হয়েছে। মেঘের ককবরক পরিভাষা হল চুমুই। চুমুই বা মেঘও

যেন মানুষের মতো ঘর দুয়ার তৈরি করে বসবাস করে। তবে মেঘের সেই ঘর মাটিতে নয়, আকাশে। আর বসানো অবস্থায় নেই, ঝুলন্ত অবস্থায় বা লট্‌কানো। এখানে মেঘের উপর মানুষের সাংসারিক ধর্ম আরোপিত হয়েছে। মেঘ যেন হস্তপদযুক্ত মানুষ। মেঘের উপর আকাশের উপমা প্রয়োগ সত্যিই আকর্ষণীয়।

(৩) কৌরাইখে ঔংয়া, মকল বায় নুকয়া।

ভাবানুবাদ : না থাকলে হয় না, চোখেও দেখা যায় না। চোখে দেখা যায় না অর্থে বাতাসকে বোঝানো হয়েছে। অতিসাধারণভাবে ধাঁধাঁর বিষয় এখানে উত্থাপিত হয়েছে। বায়ুর রহস্যময়তার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে বায়ুর প্রয়োজন অপরিহার্য, অথচ তাকে চোখে দেখা যায় না।

(৪) ফান্তক বারিঅ কলম্পা কৌয়না।

ভাবানুবাদ : বেগুন খেতে 'কলম্পা কৌয়না'। কৌয়না অর্থে কনে এবং 'কলম্পা' বলতে অতি সুন্দরী বউ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আকাশের তারাকেই সুন্দরী বউ বা 'কলম্পা কৌয়না' কল্পনা করা হয়েছে। আবার আকাশের উপর বেগুন খেত আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ যেন একটি বেগুন খেত এবং তাতে সুন্দরী কনেরূপ তারা থাকে বা বাস করে।

(৫) তিনি থাংখৌলায় খৌনা ফায়ানী,
নুখুঙ কতরনি হামজৌক।

ভাবানুবাদ : আজ গেলে কাল আসবে, কেন না সে যে বড়ো ঘরের বৌ।

উত্তরটি হবে—সূর্য। এখানে সূর্যকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বস্তুর উপর মনুষ্যধর্মের আরোপ করা হয়েছে। এককথায় সূর্য যেন হস্তপদাদিসম্পন্ন মনুষ্য প্রাণী। মনুষ্যত্ব আরোপ করে সূর্যকে বড়ো ঘরের বউ হিসেবে কল্পনার মধ্যে এনেছে বা আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বড়ো ঘরের বউ এর সমস্ত ধর্মই সূর্যের উপর আরোপিত হয়েছে। ফুমুকমুঙ এর নৈসর্গিক বস্তুগুলো বউ এর মতো আচরণ করে। তারা বাপের বাড়িতেও যায়—তা কল্পনার সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং তার আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তারা, মেঘ, বায়ু ইত্যাদি রহস্যময় বস্তুগুলোর প্রতি মানুষের যে অনন্ত জিজ্ঞাসা তাই ধাঁধাঁর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

(৬) নায়ৌই নুকসাঅ, তাঙসাই মাহানয়া।

ভাবানুবাদ : চোখে তো দেখা যায়, হাতে ছোঁয়াতো যায় না।

এখানে আকাশকে বলা হয়েছে। প্রকৃতির অসীম আকাশ মানুষের কাছে চিররহস্যময়। তাই ধাঁধাঁকার এই রহস্যময়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চোখে দেখি অথচ হাতের নাগালে পাওয়া যায় না—এ

কেমনতরো বস্তু! তাই সরাসরি না বলে ইঙ্গিতময় ভাষণে ধাঁধাঁকার আকাশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য জনসমক্ষে উন্মোচন করতে চান।

(খ) জুম, কৃষি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত ধাঁধার উদাহরণ ও বিশ্লেষণ :

(১) হা বিসিং বিসিং পথা মাল।

ভাবানুবাদ : মাটির ভেতর পথা মাছ করে বিচরণ।

এর উত্তর হবে লাঙলের ফাইল। 'পথা' এক ধরনের মাছ। এটাকে বাংলা পরিভাষায় কী বলা হয় তা জানা নেই। এখানে 'পথা' বলতে লাঙলের ফাইল কে বোঝানো হয়েছে। লাঙলের ফাইলে চেতনশীল প্রাণের ধর্ম আরোপ করা হয়েছে। লাঙগল যেন একটি চেতনাশীল প্রাণী। মাটির ভিতর তার অবাধ বিচরণ। লাঙল ধান উৎপাদনের মূল যন্ত্র, হলকর্ষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার এবং কৃয়ির অন্যতম প্রধান সামগ্রী। মাছের বিচরণক্ষেত্র জল। জলে তার গতি অবাধ। সেইরূপ মাছ ও জলের যে সম্পর্ক এখানে মাটি ও লাঙলেরও সেই সম্পর্ক। তাই মাছের সমস্ত ধর্ম লাঙল ও এর ফাইল বা ফলার মধ্যে আরোপিত হয়েছে। লাঙল যেন একটি জীব বা প্রাণী। তার অবাধ বিচরণের ওপর নির্ভর করে ফসল উৎপাদন।

(২) বখ'রক থাইথাম, য়াকুং-কায়চির
লামা তীঙসাতাই হিমু।

(এটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত ককবরক ধাঁধাঁ। এখানে এর ককবরক **অনুবাদ** করা হয়েছে মাত্র)।

বাংলার রূপ : তিনমাথা, দশ পা, এক পথে চলে।

উত্তর হবে—হালচাষ।

এখানে খুবই সাদামাটাভাবে হালচাষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হালচাষের জন্য দুটি গোরু ও একজন লোকের প্রয়োজন। তাতে দুটি গোরুর দুই মাথা এবং একজন লোকের একমাথা মিলে মোট তিনমাথা। গোরু ও মানুষের পা মোট দশটি। এখানে ধাঁধাঁকার গোরু এবং মানুষকে একাকার করে ফেলেছে।

(৩) কুচুক মাখুমায় সৌবানি সুমায়,
নিনাঙলিয়াদে নৌংবা।

ভাবানুবাদ : হে কুচুক মাখুমায়, কার শপথে তোমার আজ এ অবস্থা। তুমি কী আর হাঁটাচলা করবে না।

এখানে মাখুমায় এর বাংলা পরিভাষা হল : ইঁদুর জাতীয় জন্তু। এই জন্তু বা প্রাণীটিকেই এখানে 'কুচুক' বা সুউচ্চ অধিধায়ে ভূষিত করা হয়েছে। এই ধাঁধাঁর উত্তর হবে—পাহাড়।

এখানে পাহাড়কে বনের-জানোয়ার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আদিম জনজাতি ত্রিপাদের বাসস্থান হচ্ছে পাহাড় পর্বত এবং তাদের জীবনধারণ হিসেবে সেই পাহাড়ের বুকেই জুম অর্থনৈতিক জীবন। তাই তাদের জিজ্ঞাসা—তুমি কি একই স্থানে চিরকাল দাঁড়িয়েই থাকবে? যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা তো জড়বস্তু, স্থবির। তাদের তো গতি নেই। পাহাড়ের সেই স্থবিরতার সঙ্গে জুমিয়া জীবনের স্থবিরতা তাকেই যেন এখানে তুলনা করা হয়েছে। ধাঁধাঁকার যেন সমগ্র জনজাতি তিপ্রাদের প্রতিনিধি হিসেবে জিজ্ঞাস করছে—আর কতদিন গতিহীনভাবে বাঁচা যাবে।

(৪) মৌসীয় রাঙচাক খা'ররীরীক,
তখা কসম বারীরীক।

ভাবানুবাদ : সোনার হরিণ যত পালায়, কালো কাক তত বসে পড়ে।

উত্তর : জুম পোড়ার সময়কালীন অবস্থা/ককবরকে —হুক সকমানি। উপজাতিদের জুমজীবন এবং জুম করার পদ্ধতি এতে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আদিবাসী তিপ্রাদের সামাজিক জীবনধারণের দিকটিই সূচিত হয়েছে। আগুনকে সোনার হরিণরূপে মানস কল্পনায় এনে পোড়া গাছগাছালির অঙ্গার বা কয়লাকে কালো কাকের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি আধ্যাত্মিক দিকও লুকানো রয়েছে। তা হল নতুনের জন্ম ও পুরাতনের মৃত্যু।

এক প্রজন্মের কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমেই নতুনের বিকাশ ও জন্ম। গাছ-পালার ধ্বংস সাধনের মাধ্যমেই নতুন ফসলের উৎপাদন হয়। নতুবা তার আগমনের পথ থাকে না। নতুনকে স্থান করে দেবার জন্যই পুরাতনের বিদায় অনিবার্য। মহামূল্যবান সোনাকে তাই চলে যেতে হয়, অবশিষ্ট থাকে শুধু কাঠকয়লা বা অঙ্গার। আবার সেখানেই জন্ম নেয় সবুজ শস্যরূপী নতুন প্রাণের, যে প্রাণ অপর প্রাণ বা জীবের রক্ষক।

(৫) তান খেন' য়ং কীলায়'।

ভাবানুবাদ : কাটলেই বা খোঁচা দিলেই কীট পড়ে।

উত্তর : মায় কাইমা বা জুমে দামরার সাহায্যে বীজ বপনকে বোঝায়। বীজধানকে এখানে কীট কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুর উপর সচেতন জীবের তুলনা আরোপিত হয়েছে। বীজধানগুলোও যেন কীটের মতো হাঁটাচলা করে।

(৬) উল' সিকলা, সীকাঙ বীরীয়চীক

অনুবাদ : পরে যুবতি/যুবক আগে বৃদ্ধা/বৃদ্ধ। উত্তর-জুম নিড়ানি। এখানে জুমকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে মানুষের ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ বিপরীত হিসেবে জুমের ক্রমবিকাশকে দেখানো হয়েছে। মানুষ যৌবন পেরিয়েই বৃদ্ধত্বের কোঠায় পা দেয়। কিন্তু জুমরূপ নারী প্রথমে বৃদ্ধা এবং তারপব যৌবনবতী রমণীতে পরিণত হয়। এখানেও ত্রিপুরীদের জুমচাষের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। শুধু ধান্যবীজ

রোপণ বা জঙ্গল কেটে জুম্ চাষ করলেই হবে না, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগাছাও পরিষ্কার করতে হয়। তারপর কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবে। এই দিকটিও ধাঁধাঁকার বাদ রাখেননি।

(গ) গৃহপালিতসহ বন্য পশু-পাখি এবং কীটপতঙ্গ সম্বন্ধীয় ধাঁধাঁর উদাহরণ ও বিশ্লেষণ :

(১) উানজীয় নক খুঙসা তুকুনুকুনু
উাইনজীকমা গেলে গেলে।

ভাবানুবাদ : ছোট খাটো বাঙালি পরিবারের গৃহে বাঙালি মহিলায় পরিপূর্ণ। এই ফুমুকমুঙের **উত্তর :** উইয়ের ঢিবি।

এখানে উইপোকাকে বাংলাভাষীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর উইপোকার ঢিবির সঙ্গে বাঙালি পরিবার ও ঘরের তুলনা করা হয়েছে। কীটপতঙ্গের উপর এক বিশেষ মানবগোষ্ঠীর ও তাদের পরিবারের এবং বাসগৃহের তুলনা ককবরক ধাঁধাঁর এক বিশেষ দিক। উইপোকাও মানুষের মতো বাসা বেঁধে থাকতে জানে পরিবার পরিজনসহ, তাই কল্পনার মানসচক্ষে ভেসে উঠে। এটা শুধু কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য। বহু সন্তানের জননী বঙ্গাললনার উপমা প্রয়োগ করে এখানে বাঙালি জননীর বহু সন্তান উৎপাদনের সেই প্রাচীন চিত্রকেই যেন চিত্রায়িত করেছেন।

(২) বীরীয়মা মাসা সিরি' তুকুয়া।

অনুবাদ : এক রমণী কস্মিন কালেও স্নান করে না।

উত্তর হবে—গৃহপালিত বিড়াল।

মানবেতর প্রাণী বিড়ালের ওপর মনুষ্যত্বের গুণ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু গুণগতভাবে অন্যান্য মানব রমণীর সঙ্গে এর পার্থক্য হল যে, তিনি কস্মিনকালেও স্নান করেন না। এর মধ্য দিয়েই বিড়ালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ককবরক ধাঁধায় গৃহপালিত পশুও মানুষের মর্যাদালাভ করে কল্পনার রঙিন আলোকে—উক্ত ধাঁধা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তৎদ্বারা আবার বিড়ালও যে অনেকদিন থেকেই মানুষের সংসারের অন্যতম সঙ্গী তাও বোঝানো হয়েছে।

(৩) বীসকাং খিতুঙ, উকলগ খিতুঙ,
কীচার থানিঅ এনদুল।

ভাবানুবাদ : সামনের দিকেও লেজ, পেছনেও লেজ, মাঝশরীরে এনদুল।

এনদুল এর আলাদা বাংলা পরিভাষা আছে কি না তা জানা নেই। তবে এটা এক ধরনের পোকা। বাঁশের করুলের পোকা বললেও চলে। বাঁশের করুলই এদের বাসস্থান। এটা খেতে খুবই সুস্বাদু। এই ফুমুকমুঙ-এর উত্তর হবে—হাতি (Elephant) হাতিকে এখানে এনদুল নামক পোকা বা কীটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ

সচেতন প্রাণীর সঙ্গে অপর সচেতন প্রাণীর সামঞ্জস্যগত তুলনা করা হয়েছে। এর দ্বারা হাতির রূপের এক নিখুঁত বর্ণনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ধাঁধাঁর প্রকার বা আকার বর্ণনার মধ্য দিয়েই হাতির প্রতি যে নির্দেশ করা হচ্ছে তা বোঝা যায়।

(ঘ) গাছগাছালি, ফল, ফুল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ধাঁধার উদাহরণ ও ব্যাখ্যা।

(১) বুফাঙ কৌথীয়' বুবার বার'।

অনুবাদ : মৃত গাছে ফুল ধরে। **উত্তর :** মুইখুমু/মাসরুম।

এখানে মাসরুম বা মুইখুমু ফুল হিসেবে কল্পিত হয়েছে। সাধারণত গাছ মরে গেলে তাতে ফুল ধরার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। কারণ ধাঁধাঁকার যে মাসরুমকে ফুল কল্পনা করে বসে আছে। জড়বস্তুর ওপর চেতন বস্তুর একটি বিশেষ তুলনা আরোপিত হয়েছে। কল্পনার আলোকে মাসরুমগুলোও যে ফুল হয়ে ফোটে তা এক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

(২) বৌলাই সিমি হম হম,
বেদেক দুবাই বুবার বার'
বৌথাই থাইসা কৌরাই।

ভাবানুবাদ : শুধু পাতাই ভরতি, সারা ডালে ফুল, কিন্তু বিচি বা গোতা হয় না।

উত্তর হবে—জবা ফুলের গাছ। এতে সাধারণত জবা ফুলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। জবা গাছ কেবল ফুলই ধরে। ফল বা বিচি হয় না। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বোঝানোর জন্যই ধাঁধাঁর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের আশ্রয় ফুমুকমুঙ এর প্রতিটি লাইনকে বলিষ্ঠ ও শ্রুতিমধুর করে তুলেছে।

(৩) খিতারাই রিব' বাইয়া, জত' মৌতায়ন চাঅ।

অনুবাদ : উড়াইয়া দিলে ভাঙে না, সকল দেবতা খায়।

উত্তর হবে—সুপারি।

এই ধাঁধাটি ককবরক স্টাইলে বাংলায় রচিত হয়েছে। এটির ককবরক অনুবাদ করে দেখানো হয়েছে মাত্র। এর রচয়িতা যে-কোনো বাংলা ভাষা জানা তিপ্রা ব্যক্তি এতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা বাংলায় কথা বলে অনেকেই তৎকালীন যুগে আত্মশ্লাঘা ভোগ করেন। এ ধাঁধা তারই অন্যতম উদাহরণ। এখানে মানুষের উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যেন দেবতা। অপরদিকে সুপারির বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। সুপারি একটি ফল, এটা যে উড়িয়ে দিলেও ভাঙে না, তা ইঙ্গিত-ইশারার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

(৪) রাজানি গায় ফাইকাসা বাখেন থীয়ু।

অনুবাদ : রাজার গাভি গোরু একবার বাচ্চা দেওয়ার পর মারা যায়।

উত্তর হবে : কলাগাছ

তুলনীয় বাংলা ধাঁধা হবে—রাজার বাড়ির ঘোড়া, এক বিয়ানে বুড়া। এই ককবরক ধাঁধাটিতে সজীব বস্তুর উপর সচেতন প্রাণীর তুলনা আরোপিত হয়েছে। ককবরক ধাঁধায় কলাগাছকে রাজার গাভি গোরু বলা হয়েছে। তারা যেন রাজার ঘরেই পালিত হয়। অতীতে কলাগাছ যে একটি দুর্লভ গাছ ছিল এটা বোঝা যায়। রাজা বা বড়োলোকদের সৌখিন খাবার হিসেবে এটা পূর্বে গণ্য হত তাও উপলব্ধি করা যায়। আবার একবার সন্তান জন্মের পরই এটা মারা যায় এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে কলাগাছের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(ঙ) ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য সামগ্রীবিষয়ক ককবরক ধাঁধার উদাহরণ ও বিশ্লেষণ—

(১) মুসুক মাসা দাখাই তাঙবারীয়।

অনুবাদ : একটি গোরু ; চারটি দড়ি (গ্রাম বাংলার ককবরক শব্দের অনুকরণে দিগ্রা)।

এই ধাঁধার **উত্তর** হবে—মশারি।

মশারিকে গোরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গোরুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, তেমনি দড়ির সাহায্যেই মশারি টাঙানো হয়। অর্থাৎ ব্যবহারের সময় মশারি টাঙানোর জন্য সুতো বা ছোটো দড়ি দরকার। এরকম চারটি দড়ির সাহায্যে মশারি বন্ধন করা হয়। সেজন্য বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যবশতঃ এই তুলনা এসেছে।

(২) খাকুলু-কুফুর উাক চাউই-মানয়া।

অনুবাদ : সাদা চালকুমড়ো শূকরের পক্ষে খাওয়া সম্ভব হয় না।

উত্তর : লোটা/ঘটি।

রং বা বর্ণগত মিলের জন্য অর্থাৎ বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যের জন্যই চালকুমড়োকে ঘটির বিকল্প হিসেবে তুলনা করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হল চালকুমড়ো শূকরে খায়, কিন্তু শূকরে ঘটি খেতে পারে না। কেননা ঘটি শক্ত ধাতুতে তৈরি এক বস্তু বিশেষ। এই ইঙ্গিতের মধ্যেই এর উত্তর লুক্কায়িত থাকে। সেখানেই ধাঁধার রহস্য।

(৩) গুরুম বীচাঅ গুরুম কীলায়' কলকতি কবরমা।

ভাবানুবাদ : কখনও উঠে দাঁড়ায়, কখনও পড়ে যায়, লম্বা পাগলিনি। এর উত্তর হবে—ঢেঁকি।

জড়বস্তুর উপর পাগলিনি মহিলার গুণ আরোপ করা হয়েছে। ঢেঁকিও যেন পাগলিনি রমণীর চরিত্রের অনুরূপ, একবার পড়ে এবং আরেকবার ওঠে। তবে এখানে ধ্বন্যাত্মক পদ 'গুরুম' বাক্যের মধ্যে একটি বিশেষ ছন্দের অবতারণা করে ধাঁধাঁটিকে মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর করে তুলেছে। আবার ঢেঁকিকে পুরুষ হিসেবে কল্পনা না করে মহিলা

বা নারী হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সম্ভবত মেয়েলি কাজের জন্যই এরূপ কল্পিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করার সংগত কারণ আছে।

(৪) মানীয়লে খামু, দুগান খাময়া।

অনুবাদ : দ্রব্য পোড়ে, কিন্তু দোকান পোড়ে না।

উত্তর : হুক্কার কল্কির জ্বলন্ত তামাক (তামাকের অঙ্গার)। এখানে তামাককে দ্রব্য হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু কল্কিকে দুকান বা দোকান বলা হয়েছে। ককবরক ধাঁধাঁয় কল্কিও ঘরের মতো ব্যবহৃত হয় এবং ঘরের মর্যাদা পায় ধাঁধাঁকারের কল্পনার আলোকে।

(চ) খাদ্য, রান্না সংক্রান্ত, বয়নযন্ত্র, অলংকার ইত্যাদির বিষয়ে ককবরক ফুমুকমুঙ এর উদাহরণ এবং বিশ্লেষণ :

(১) বুমা কাপরীরীক বীসা তররীরীক
মীতায়রগ চারীক চারীক।

ভাবানুবাদ : মা যতই কাঁদে, সন্তান ততই বড়ো হয়, দেবতারা ততই খেয়ে ফেলেন।

উত্তর : চরকায় সুতো বোনা।

রূপক সংকেতময় ছন্দোবদ্ধ এই ধাঁধাঁয় চরকাকে মানুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তা আবার পুরুষ লোক নয়, স্ত্রীলোক। সম্পূর্ণ জড়বস্তুকে একটি সচেতন ও বুদ্ধিমান প্রাণীর স্ত্রীলোক হিসেবে কল্পনা করে জড়বস্তুর উপর প্রাণের আরোপ করা হয়েছে। আর চরকা থেকে বেরিয়ে আসা সুতোর গুচ্ছ এবং তাঁতি কর্তৃক সুতো সরিয়ে নেওয়াকে যথাক্রমে সন্তান এবং দেবতাগণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(২) গঙ খিখরগ' মীসা সীলাক।

ভাবানুবাদ : ভল্লুকের নিতম্বে বাঘে জিহ্বা দিয়ে চাটে।

উত্তর : ভাতের হাঁড়ির নীচে আগুন দিয়ে রান্না করলে আগুনের লাল শিখা হাঁড়িতে লাগে। এটাকেই এখানে বোঝানো হয়েছে। মোট কথা রান্না করাকে বোঝানো হয়েছে।

বাক্যের মধ্যে ককবরক স্টাইলে একটি মৃদু ছন্দ কাজ করছে। ভাতের হাঁড়ি মাটির তৈরিও হয় আবার ধাতুর তৈরিও হয়। একে ভাল্লুক রূপে দেখা হয়েছে। তাতে বস্তু বা ধাতুর উপর মানবেতর প্রাণীর ধর্ম আরোপিত হয়েছে। আবার আগুনকে বাঘ নামক এক হিংস্র জীবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হাঁড়ির নীচের দিকটাও আগুন লাগার ফলে কালো দেখায় এবং ভল্লুকের নিতম্বও কালো লোমে আবৃত। বাঘের জিহ্বাও টুকটুকে লাল এবং আগুনও লাল। এই দুটি ক্ষেত্রেই সমান বর্ণগত রূপের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিচারে উপমা প্রয়োগ সত্যিই বাস্তব অভিজ্ঞতাবোধের প্রমাণ দেয়।

(৩) থিতিং বাইখীলাই, থিতিঙ বাইসীকা
গুলাচি ফাচি ফাচা।

এটি একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের সমবায়ে গঠিত ধ্বন্যাত্মক ও ছন্দোময় বাক্য। এখানে টাকার মালাকে বোঝানো হয়েছে।

(ছ) মানবশরীর, গীতবাদ্যের যন্ত্রাদি, চিঠিপত্র, জামাকাপড় ইত্যাদি বিষয়ক ফুমুকমুঙ ও এগুলোর বিশ্লেষণ :

(১) য়াকুংকৌরাই, য়াক কৌরাই, হা পাক'গাই চাঅ।
বাংলার রূপ : হাত নাই, পা নাই, দেশ ঘুরিয়া খায়।
উত্তর হবে—চিঠি।

এই ফুমুকমুঙটি ককবরক স্টাইলে বাংলায় লেখা। বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ অতি উৎসাহী কোনো জনজাতির লোক এটা কল্পনায় এনে সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। তবে এটা একান্তই ককবরক তথা তিপ্রাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

এখানে চিঠির উপর মানুষের ধর্ম আরোপিত হয়েছে। জড়বস্তুর উপর জীব বা সচেতন প্রাণীর ধর্ম আরোপের পিছনে কতকগুলো কল্পনা কাজ করছে। মানুষ যেমন হাঁটতে পারে, ঘুরতে পারে, তেমনি হাত-পা ছাড়াও ভ্রমণের মধ্য দিয়ে চিঠিও তার কাজ সমাধা করে। একটি সাধারণ মিল এখানে লক্ষ করা যায়। ককবরক ধাঁধাঁর চিঠিও মানুষের মতোই ঘুরে ঘুরে খায়। ঠিক যেন মানুষের বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ।

(২) তাখুকনীয়রগ লামা সেকলায়।
অনুবাদ : দুই ভাই রাস্তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।
উত্তর হবে—পদক্ষেপণ।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এখানে দুই ভাইয়ের তুলনা করা হয়েছে। তাতে সূচিত হয়েছে পারিবারিক সম্পর্ক। ধাঁধাঁকারের মতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মিলেমিশে একটি পরিবার এবং তারা আবার ভ্রাতৃসম্পর্কে সম্পর্কিত। পরিবারে আনন্দ-খুশি, হাসি-ঠাট্টা যেমন আছে, তেমনি মৃদু ঝগড়াঝাটি, কলহ-বিবাদও লেগেই থাকে। পথ চলার সময় পদক্ষেপণকে প্রতিযোগিতা হিসাবে বর্ণনা করে একটি পরিবারের ধর্ম তাতে আরোপ করা হয়েছে।

(৩) বাচাই কলকতি চশমা মকল,
কেউা বিসিংগ খরাঙ।
অনুবাদ : লম্বা বউদির চশমা চোখ, ভিতর দরজায় কণ্ঠস্বর।
উত্তর হবে—হারমোনিয়াম।

হারমোনিয়ামও মধুর সুরে বাজে এবং মহিলাদের কণ্ঠস্বরও মোলায়েম ও সুমধুর। অর্থাৎ সুকণ্ঠী হারমোনিয়াম এবং মহিলা উভয়েই। সেদিক থেকেই হারমোনিয়ামের সুরকে মানুষ বা নারী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তা থেকেই হারমোনিয়ামকে নারী কল্পনা করা হয়, একটি যন্ত্র বা নিতান্তই জড়বস্তু তার উপর মানবিক গুণ আরোপ করে তাকে মানুষ হিসেবে কল্পনার মানসচক্ষে দেখা সত্যিই আশ্চর্যের।

(৪) য়াক তঙগু, য়াকুং কৌরাই,
বরক রমাই চাঅ।

বাংলা রূপ : হাত আছে, পা নাই, মানুষ ধইর‍্যা খায়।

উত্তর হবে—জামা/Shirt

এই ফুমুকমুঙটি কোনো তিপ্রা জনজাতির ধাঁধাঁকার কর্তৃক রচিত বাংলাভাষার ধাঁধাঁ। তবে এটি ককবরক ধাঁধাঁরই অংশ। এখানে বাংলায় রচিত এই ফুমুকমুঙটির ককবরক অনুবাদ করে দেখানো হয়েছে মাত্র।

এরকম ধাঁধাঁ ককবরকে খুব কমই মেলে। এখানে জামা বা Shirt এর উপর জীবের ধর্ম আরোপিত হয়েছে। তুলনা মানুষের সঙ্গে নয়, করা হয়েছে মানুষ খেকো রাক্ষসের সঙ্গে। রাক্ষস ছাড়া কেউ মানুষ ধরে খায় না। হিংস্র জন্তু শুধু মানুষ নয়, দুর্বল পশুদেরও ধরে খায়। এক্ষেত্রে রাক্ষসকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ মানুষই তো জামা বা Shirt ব্যবহার করে, অন্যরা নয়। এই ধাঁধাঁয় একটি ছন্দ বা রিদম আছে যা বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই উৎসাহিত করে। ধাঁধাঁকারের বলার পরিধি অতিকায় রূপকথার সেই রাক্ষস পর্যন্ত প্রসারিত।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক বিষয়েই ককবরক ধাঁধাঁ রচিত হয়েছে। সবগুলোর উদাহরণ ও ব্যাখ্যা এখানে দিচ্ছি না। 'সংগ্রহ ও সংকলন' অংশে প্রদত্ত ধাঁধাঁগুলো দেখেই সে সম্পর্কে সাধারণ একটি উপলব্ধি বা জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে।

উপরের মাত্র কয়েকটি উদাহরণ থেকেই আমরা তিপ্রাজাতির সংস্কৃতির একটি আংশিক পরিচয়ের আভাস পাই। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে—তিপ্রা জাতির সংস্কৃতিকে একটি অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করা। ককবরক ফুমুকমুঙ সেক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতির পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিপ্রা জাতির জীবন হচ্ছে যৌথ পারিবারিক জীবন। জুম অর্থনীতিই ছিল তার জীবনযাপনের মূল ভিত্তিভূমি। জীবনের নানা মূল্যবোধ, সততা, সরলতা, জুমখেত, পশু-পাখি, বাঁশ-বেত-এইসব নিয়েই তিপ্রাদের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন। এই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব পরিবেশ থেকেই ককবরক ধাঁধাঁর উৎপত্তি ও

বিকাশ। এগুলোই এর মূল উৎস। এমনকি বিষয়, পারিপার্শ্বিক, ভাষাভঙ্গি সহ শব্দচয়ন পর্যন্ত এই প্রতিবেশ থেকে আহৃত।

ককবরক প্রবাদ বাক্যের মতো ককবরক ধাঁধাঁ বা ফুমুকমুঙও সর্বকালে এবং সর্বসময়ে রচিত হতে থাকে। নতুন নতুন পরিবেশ বা নূতন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব বোধের দ্বারা চালিত হয়ে ধাঁধাঁকারগণ নতুন নতুন ধাঁধাঁ সৃষ্টি করেন। ককবরক ধাঁধাঁগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা তাদের উদ্ভবের সঠিক সময় বলতে না পারলেও তার কালপর্বের মোটামুটি একটি ধারণা করতে পারি। সুতরাং ধাঁধাঁকরগণ এখনও পর্যন্ত ধাঁধাঁসৃষ্টি করেই চলেছেন। ককবরক ধাঁধাঁ সংগ্রহ করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সদর উত্তরের বড় ঘাটার জয়কুমার দেববর্মার নিকট ধাঁধাঁ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। তিনি প্রায় ৫০টির মতো ধাঁধাঁ আমায় বলেন। হঠাৎ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা কাকু, বলুনতো—তিপ্রা হানি ব উপমুখ্যমন্ত্রীনি বুমুঙ-কৌরাই? আমি তো বিস্ময়ে হতবাক্। নাম নেই এরকম লোক শুধু ত্রিপুরায় নয়, পৃথিবীতেই থাকবে কি না সন্দেহ। তিনি আরও যোগ করলেন—নাম না থাকলেও মন্ত্রীর টাইটেল অর্থাৎ উপাধির শেষ নেই। আমাকে নীরব নিষ্পন্দ দেখে তিনিই এর উত্তর বলে দিয়েছিলেন—বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার। আসলে ওনার নামটাই উপাধিতে বা টাইটেলে ভরা। যেমন—বৈদ্য, নাথ, মজুমদার। এই তিনটিই উপাধি। যাই হোক, ধাঁধাঁ যে সর্বকালে এবং সর্বযুগেই এবং এখনও উদ্ভব হয়েই চলেছে, প্রমাণ হিসেবে এই একটি বিষয়েই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এরকম আরও অনেক ধাঁধাঁই যে জন্ম নিচ্ছে প্রতিপলে, প্রতিক্ষণে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমার এ লেখা ও বিশ্লেষণ থেকে ত্রিপুরী সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে কারও সামান্যতম জিজ্ঞাসা মিটলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থকরূপ লাভ করবে।

সংগ্রহ ও সংকলন

(ক) নিসর্গ প্রকৃতি বিষয়ক ককবরক ফুমুকমুঙ :-

(১) আচায়মানি বকরঙ গীনাঙ
তররীরীক তীমা কীচাংতি মাইরাঙ
সীবানি সীরাইমুঙ নাঙ।

অনুবাদ : জন্মের সময় দুটো সিং ছিল, যতই বড়ো হয় ততই কীচাংতিকে থালের মতো দেখায়। কার অভিশাপে এ দশা হল।

উত্তর : তাল/চাঁদ (বিশেষ করে পূর্ণিমার চাঁদ)।

বি:দ্র: : এখানে তাল বা চাঁদকে কীচাংতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কীচাং অর্থ—ঠান্ডা, তাই কীচাং এর পর স্ত্রীলিঙ্গ বাচক 'তি' প্রত্যয় যোগ করে কীচাংতি বলা হয়েছে।

(২) চেরায়ফুরুসি বকরঙ কংনীয়,
তরখে তামুংগীই কীমা।

অনুবাদ : ছোটোবেলায় দুটো সিং ছিল, বড়ো হলে কেন হারিয়ে যায়।

উত্তর : তাল/চাঁদ (পূর্ণিমা চাঁদকে বোঝায়)।

(৩) ফান্তক বারিঅ কলম্পা কীয়না।

অনুবাদ : বেগুন খেতে কলম্পা নামক সুন্দরী কনে।

উত্তর : আথুকিরি/তারা।

(৪) নখা কতর' মালিবার।

ভাবানুবাদ : বিশাল আকাশে ফুল ফোটে।

উত্তর : আথুকিরি/তারা।

(৫) রাজানি খুম্বার খলীই মানহ'রয়া।

ভাবানুবাদ : রাজার ফুল তোলা যায় না। গ্রাম্য বাংলায়—পাড়া যায় না।

উত্তর : আথুকিরি/তারা।

(৬) তিনি থাংখীলায় খীনা ফায়ানী,
নুখুঙ কতরনি হামজীক।

অনুবাদ : আজ গেলে আগামীকল্য আসবে, সে যে বড়ো ঘরের বউ।

উত্তর : সাল/সূর্য।

(৭) কীচাক করম' কীখীরাঙ বিনয়,
অন্তস্থয়' চমসকার।

ভাবানুবাদ : লাল, হলুদ, সবুজ সবই একাকার হয়ে চমৎকার রূপ ধারণ করে।

উত্তর : নখা/আকাশ

(৮) নাইসাই নুকসাঅ, তাঙগাঁই মানহ'রয়া।
অনুবাদ : দেখা যায়, কিন্তু হাতে ছোঁয়া যায় না।
উত্তর : নখা/আকাশ।

(৯) অর' নুগু উর' নুকয়া
থরায়লাঙনি মাসা।
ভাবানুবাদ : এই আছে, এই নেই, তারা বনের (খেতের) বাঘ।
বি:দ্র: থরায় এর গ্রাম্য বাংলার পরিভাষা তারা। এটা সবজি জাতীয় গাছ। পাহাড়ি এলাকায় এটা এখনও প্রচুর পাওয়া যায়।
উত্তর : আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসানো/চমকানো।

(১০) কাঁরাঁইখে আংয়া, মকলবায় নুকয়া।
অনুবাদ : না থাকলে হয় না, চোখে দেখা যায় না।
উত্তর : নবার/বাতাস।

(১১) সাগ'লে নাঙগ, অঙগাঁইলে মানয়া।
অনুবাদ : শরীরে লাগে, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না।
উত্তর : নবার/বাতাস।

(১২) কেং কাঁরাঁই উা' বাল।
অনুবাদ : হাড় নেই, অথচ বাঁশ বহন করে।
উত্তর : তীয় অথবা তীয়কতর/জল অথবা বন্যা।

(১৩) কুচুক মাখুমায় সাবানি সুমায়
নিনাঙলিয়াদে নাংবা।
ভাবানুবাদ : হে কুচুক (সুউচ্চ) মাখুমায়, কার শপথে তোমার আজ এ অবস্থা। তুমি কি আবার হাঁটাচলা করবে না?
বি:দ্র: মাখুমায় : ইঁদুর জাতীয় একপ্রকার প্রাণী। বাঁশের ঝাড়ের শিকড়-বাকড়েই তার অবস্থান।
উত্তর : পাহাড়/হাচাক।

(১৪) দেশ' মিলিয়া আদিলি সিকি, কই যায়ব' বইন নারী
বি:দ্র: এটি একটি ককবরক বাংলা মিশ্রিত ধাঁধাঁ। এখানে দেশ' : দেশ, মিলিয়া : মিলে না, আদিলি : আধুলি ইত্যাদি।
সম্পূর্ণ ককবরকে হবে—হাঅ মানথকয়া রাঙবখক সিকি, বর' থাংনাসা মারে?
উত্তর : কথর/শিল বা শিলাবৃষ্টি।

(১৫) সুইন ঘর, সুইন দুউার, সুইন লরাচরা।
ভাবানুবাদ : আকাশেই ঘর, আকাশেই দুয়ার, আকাশেই নড়াচড়া,
বি:দ্র: সুইন : শূন্য, লরাচরা : নড়াচড়া।
উত্তর : চুমুই/মেঘ।

(খ) জুম ও কৃষিজীবন বিষয়ক ফুমুকমুঙ :-

(১৬) হাকুং সাকাঅ পথা বারসা।
অনুবাদ : স্থলভাগে বা স্থলে পথা মাছ লাফাই।
উত্তর : দামরা হুক আঙমা/টাক্কালে জুম নিড়ানিকে বোঝায়।
বি:দ্র: পথা : এক ধরনের মাছ। বারসা : লাফ দেওয়া/লাফানি।

(১৭) হাকুং কীরান পথা বারসা।
অনুবাদ : শুকনো স্থল বা মাটিতে পথা মাছ লাফ দেয়।
উত্তর : দামরা হুক অঙমা/টাক্কালে জুম নিড়ানি দেওয়া।

(১৮) মীসীয় রাঙচাক খাররীরীক
তখা কসম বারীরীক।
ভাবানুবাদ : সোনার হরিণ যত পলায়, কালো কাক তত ধেয়ে এসে বসে।
উত্তর : হুক সকমানি/আগুনে জুম পোড়া দেওয়া।

(১৯) উল' সিকলা, সীকাঙ বীরীইচীক।
অনুবাদ : পরে যুবতি, পূর্বে বৃদ্ধা।
উত্তর : হুক তাঙমা/জুম নিড়ানি।

(২০) সারীই রীখা কাইলা জিরা,
থাইখা কামারাঙা।
ভাবানুবাদ : কালোজিরার বীজ ফেলা হয়েছে, অথচ ফল ধরেছে কামরাঙা।
উত্তর : সিপিঙ/তিল।

(২১) তানখেন' য়ং কীলাই।
ভাবনুবাদ : কেটে দিলেই কীট বা পোকা পড়ে।
উত্তর : মায় কাইমা/বীজবপন।

(২২) তেম ফাইবু উাসাইয়া
ফুররিবু তাওসাইয়া
উত্তর : মাইদুল তেই-মায়কং/ভাতের লাড্ডু এবং ধানগাছ।

(২৩) থেপসা বাইনাই উাফিয়া/উাসায়া।
ভাবানুবাদ : থেপ করে ভাঙে, কিন্তু সেটা বেত নয়/বাঁশের ডেম নয়।

বি:দ্র: : থেপসা : এটি একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বেত বা বাঁশের ডেম ভাঙলে যে শব্দ হয় সেটি।

উত্তর : মাইকং (নারা)/ধানগাছ বা খড়।

(২৪) য়াগ' নাখে মচমসা
হাঅ রিখে লাথা।

ভাবানুবাদ : হাতে নিলে মুঠো, মাটিতে দিলে লাঠি।

উত্তর : দাল' বীচলীয় সারমা/ডাটার বীজ বপন করা।

(২৫) তৌলৌংলালায় তৌলৌংলালায় কুচিয়া রায়দাঙ
কৌপাল য়াগৌনৌয় বুলায়।

ভাবানুবাদ : চারিদিকে লট্‌কানো কুইচ্যা মাছ, দু-'হাতে কপালে প্রহার।

উত্তর : উাথপ সমানি/পাখি বা মোরগ তাড়ানোর জন্য বেতের ও বাঁশের দ্বারা বিশেষভাবে প্রস্তুত এক ধরনের বস্তুসামগ্রীর সাহায্যে জুমের পাখি তাড়ানোকে বোঝায়।

বি:দ্র: তৌলৌংলালায় : ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কুচিয়া রায়দাঙ : ছোটো ও অল্প বয়সের কুইচ্যা মাছ।

(২৬) চৌলাসা কায়সা তুকিয়া দেংবায়,
কৌপাল য়াগৌনৌয় বুফাই।

ভাবানুবাদ : টিকিওয়ালা একজন লোক, দু—হাতে কপাল চাপড়ায়।

উত্তর : উাথপ/বাংলা—২৫ নং এর অনুরূপ।

(২৭) বরক মাসা বেকেরেং কংসা

অনুবাদ : এক ব্যক্তির একটি অস্থি/হাড়।

উত্তর : চাকাপ কুড়ি/খড়ের কুড়ি।

(২৮) চৌলাসা মাসানি বেকেরেং কংসা

অনুবাদ এবং উত্তর : ২৭নং এর অনুরূপ।

(২৯) হা বিসিং বিসিং পথা মাল।

অনুবাদ : মাটির ভেতর ভেতরে পথামাছ চলে।

উত্তর : লাঙল।

বি:দ্র: পথা : এক ধরনের মাছ।

(৩০) বখ'রক থাইথাম, য়াকুং দশটা, লামা তৌঙসাতৌই হিমু।

অনুবাদ : তিনমাথা, দশ ঠেং, একপথে চলে।

উত্তর : আল বাইমা/হালচাষ।

(গ) গৃহপালিত সহ বন্য পশুপাখি, কীট পতঙ্গ বিষয়ক ঃ

(৩১) আচুক তঙ খে বুরা হাই,
বাহারাই থাংখে মৌসা হাই।

অনুবাদ : বয়া থাকলে বুড়ার মতো। লাফ দিলে বাঘের মতো। (গ্রাম্য বাংলায় অনুবাদ)

উত্তর : য়ংগ্রা/ব্যাঙ (বিশেষ করে কোলা ব্যাঙ)।

(৩২) বামনসা গুজা তীয়, বাখলাই।

অনুবাদ : কুঁজা বামনের জলে নামা অথবা কুঁজা বামন জলে নামে। বামন অর্থে এখানে ব্রাহ্মণকে বোঝানো হয়েছে।

উত্তর : য়ংগ্রা/বসয়, বাংলায়-ব্যাঙ/বড়শি।

(৩৩) আচুক তঙখে মায়ুঙ হাই
বিরাই তঙখে তকসা হাই।

অনুবাদ : বসে থাকলে হাতির মতো। উড়লে পাখির বাচ্চার (ছানা) মতো।

উত্তর : বাংদ্রঙ/এক ধরনের কীট বা পোকা। তবে আকারে মোটামুটি বড়ো। অবশ্য বাংদ্রঙ-এর বাংলা পরিভাষা জানা নেই।

(৩৪) আ'-নি বখরক কৌরাই, বুফাঙনি বৌলাই কৌরাই,
তকনি বৌতাই কৌরাই।

এটি বাংলা ভাষায় কোনও তিপ্রা জনজাতির লোক কর্তৃক সৃষ্ট। এখানে এর ককবরক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে মাত্র। মূল বাংলায় এর রূপ হবে—

মাছের মাথা নেই, গাছের গোতা নেই,
ডিম পখিয়া ডিম নেই।

উত্তর তিনটি যথাক্রমে : খাংগ্রায়/কাঁকড়া, সিচুফাঙ/শিশুগাছ, তকবাক বা তবাক/বাদুড় অথবা চামচিকে।

(৩৫) হা বিসিং বিসিং রাঙচাকনি বাতা।

অনুবাদ : মাটির ভেতর সর্বত্র সোনার বাটা। বাটা অর্থে পান সুপারি রাখার পাত্রকে বুঝিয়েছে।

উত্তর : খাংগ্রায়/কাঁকড়া।

(৩৬) মালমালে কতরমা, বাহানলে ফিননীয় চু।

অনুবাদ : চললে বড়ো দেখায়, কিন্তু মাংস মাত্র দুইটুকরা

উত্তর : খাংগ্রায়/কাঁকড়া।

(৩৭) রাজানি করায় বম'ল' মকল

অনুবাদ : রাজার ঘোড়া, পিঠে চোখ।

উত্তর : খাংগ্রায়/কাঁকড়া।

(৩৮) রাজানি দামা সুমুয় তাম'
অনুবাদ : রাজার ডামাগরু বাঁশী বাজায়
উত্তর : খাংগ্রায়/কাঁকড়া।

(৩৯) রাজানি তকমা বীসা বানাই।
অনুবাদ : রাজার মুরগি বাচ্চা প্রসব করে।
উত্তর : তকবাক বা তবাক/বাদুড় বা চামচিকে।

(৪০) আতা সাকীচাক বাহান চাকীরাক,
আতা সাকরম তীয়' তঙক্রাক
ভাবানুবাদ : রাঙা দাদা মাংস লোভী, হলুদ দাদা জলবাসী।
উত্তর : কাথে তাই কুচিয়া/কাথে এবং কুচ্যা মাছ।

(৪১) আতুর বাইব সুক থাউইয়া
খাইনবাবাইবু বুইনথায়া
উত্তর : তকতাই ডিম।

(৪২) রাজানি লুতা সীবাইব কুফুর
অনুবাদ : রাজার ঘটি ভাঙলেও সাদা দেখায়।
উত্তর : তকতাই/ডিম।

(৪৩) সাকাঅ রুফায়, বিসিংগ রাঙচাক।
অনুবাদ : উপরে রূপা, ভিতরে সোনা।
উত্তর : তকতাই/ডিম।

(৪৪) চালাসা মাসা পাকুরি কীচাক।
অনুবাদ : এক পুরুষ ব্যক্তির পাগড়ি লাল।
উত্তর : তকলা/মোরগ বা পুরুষ মোরগ, গ্রাম বাংলায় মুরগা।

(৪৫) সাকা বখ'রি, বিসিং বাকলা
ভাবানুবাদ : উপরে বা বাইরে দেখতে ভালো, ভেতরটা অকেজো।
উত্তর : তকবীসকীয়/মোরগের পাকস্থলী।

(৪৬) সাকা সাকা রাঙচাক রুফায়
বিসিং লালাথাথা।
ভাবানুবাদ : উপর উপর সোনা-রূপা, ভেতরে নোংরা-জীর্ণ।
উত্তর : তক বফায়/মোরগের গলার নীচের থলি।

(৪৭) সমুদ্রনি তীয় দালনীয়।
অনুবাদ : সমুদ্রের জল দু-রকম।
উত্তর : তকতাই/ডিম।

(৪৮) সাকাঅ বাহান, বিসিংগ বুকুর
অনুবাদ : উপরে মাংস, ভিতরে চামড়া।
উত্তর : তক বাঁসকায়/মোরগের পাকস্থলী।

(৪৯) বেরা সংগ্রাব আ হাকরন –হাকর
ববা সীবানি বথপ।
অনুবাদ : বেড়া ফেললেও সেই একই গর্ত, আসলে সেটা কার বাসা।
বি:দ্র: : পাখির বাসা অর্থে ককবরকে তকবথপ বা বথপ ব্যবহৃত হয়।
উত্তর : মনায় বথপ/মনায় নামক এক ধরনের পাখির বাসা। মনায় পাখিকে শেখালে কথা বলতে পারে।

(৫০) বুফাঙ সাকাঅ মেলতীঙ তাম',
জত'ন' খীনাবায়ু।
অনুবাদ : গাছের উপরে ঢোলক বাজায়, সবাই শুনতে পায়।
উত্তর : তকঠুনতা/কাঠঠোকরা পাখি।

(৫১) বাচাই তঙখে বুরা হাই,
হাচাল থাংখে সিকলা হাই।
অনুবাদ : দাঁড়িয়ে থাকলে বুড়ার মতো, দূরে গেলে যুবকের মতো।
উত্তর : শকুনপাখি/সিকুরুক।

(৫২) তীয় বিসিংগ চিরিক-মরক
অনুবাদ : জলের ভেতর হৈ-হুল্লোড়/চেঁচামেচি।
উত্তর : ডক/ডাহুক পাখি।

(৫৩) উদিলা খাপাঙন খরাঙ সীরাঙরিই
ববা সীবানি খরাঙ।
অনুবাদ : উদাসী মনের সান্ত্বনার মধুর ধ্বনি, সেই ধ্বনিটি কার।
উত্তর : কুঙকিলা/কোকিল পাখি।

(৫৪) আম পুঙনাই মীসায়া
অনুবাদ : হালুম বলে ডাকে, অথচ বাঘ নয়।
বি:দ্র: আম : এটা বাঘের ডাকের ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
উত্তর : তপথায়/এক ধরনের পাখি, তবে বাংলা পরিভাষায় তপথাই এর নাম জানা নেই।

(৫৫) তীয় বিসিং বিসিং রাজকুমারী
অনুবাদ : জলের ভেতর সর্বত্রই রাজকুমারী বা রাজকন্যা।
উত্তর : আ'/মাছ।

(৫৬) বীরীয়মা মাসা তুকুব' সাক সিয়া

অনুবাদ : এক মহিলা/স্ত্রীলোক শত স্নানেও গা ভেজে না।

উত্তর : তাখুম এবা মুইতুব্লায়/হাঁস অথবা কচুপাতা।

(৫৭) গলা মরং খেপথকয়া

অনুবাদ : এমন একটি কলস যে কলস কাঁখে নেওয়া যায় না।

উত্তর : তকতৌই/ডিম।

(৫৮) তীয় বিসিং বিসিং দাঙকুলেমা
চাখে থকলাংমাসি নায়দি।

ভাবানুবাদ : জলের ভেতর চলে, খেতে দারুণ স্বাদ।

উত্তর : কাইসিং/কাছিম।

(৫৯) তীয় বিসিং বিসিং কুবুং কারাঙ,
সাকাঅ মাথুক্রায়।

ভাবানুবাদ : জলের ভিতর এবড়ো-খেবড়ো, ওপরে মাথুক্রায়।

বি:দ্র: মাথুক্রায় : ওপরের অর্থাৎ কচ্ছপের খোলসের ওপরের বর্ণ বা চিত্রকে মাথুক্রায় বলা হয়েছে। এটা অনেকটা ধ্বন্যাত্মক শব্দের মতো।

(৬০) সইন, ঘর, সইন দুউার, কোন কামলার ঘর।

এই ফুমুকমুঙটি তিপ্রা জনজাতি কর্তৃক ককবরক ধাঁচে বাংলায় রচিত। গ্রাম বাংলার মৌখিক ভাষায় রচিত হয়েছে বলেই এটা খুবই মুখরোচক হয়েছে।

ককবরকে হবে—নখা সাকাঅ নক হুক,
মবা ব তাঙনাইসানিব' ঔংখা।

উত্তর : চেঁচ, বথপ/বাবুই পাখির বাসা।

(৬১) তীয় বিসিং বিসিং বাতা করম'

অনুবাদ : জলের ভিতর রাঙা বাটা।

উত্তর : মুই হামজাক/সুনদি কচ্ছপ।

(৬২) অ বেটা কই যায়, ঘর দুউার লয়া।

এটিও তিপ্রা জনজাতিদের সৃষ্ট বাংলা ধাঁধাঁ। এর ককবরক রূপ হবে—
যথা—অ চৌলা বর' থাং, নক-হুক তৌলাং।

উত্তর : কেরাঙ/কাঠঠা বা কাঠুয়া।

(৬৩) বরক মাসা বেকেরেং কৌরৌই।

অনুবাদ : এক বেটা-এমন বেটা যার অস্থি/হাড় নেই।

উত্তর : কেনজুউা/কেঁচো।

(৬৪) বীরীয়মা মাসা বেকেরেঙকীরাই।
অনুবাদ : এক বেটির/স্ত্রীলোকের হাড় বা অস্থি নেই।
উত্তর : সিলুক, রুডা/জুক, চিনা জুক।

(৬৫) য়াগ্রা য়াকসি তুমবা খাচি
অনুবাদ : ডাইনে বাঁয়ে লট্‌কিয়ে রাখা।
উত্তর : রুডা/চিনা জুক।

(৬৬) চাপাইব স্রাউহা, চাপাইয়াফ' স্রাউহা স্রাউহা
উত্তর : সীকামবু/সেকামুক বা শামুক।

(৬৭) চীলাসা মাসা বীস্লায়' সেংকারি।
অনুবাদ : এক বেটার জিহ্বায় গোফ।
উত্তর : ততবাক/বড়ো আকারের গোল শামুক।

(৬৮) দিগ্রি দিগ্রি হাঁটে,
হাঁটতে হাঁটতে কানদে,
ধরত-চাইলে চট্ করিয়া পড়ে।
এটি তিপ্রা জনজাতিদের নিজস্ব সৃষ্ট গ্রাম্য বাংলায় রচিত ফুমুকমুঙ।
এর ককবরক রূপ হবে—দিক্ দিক্‌খে হিমু,
হিমতীতাই কাব'
রমনা নায়খে দপসা কীলায়'।
উত্তর : তত'বাক/বড়ো আকারের গোল শামুক।

(৬৯) হাত নাই, পাও নাই, মানুষ ধইর‍্যা খায়।
এটি তিপ্রা জনজাতিদের সৃষ্ট গ্রাম্য বাংলা ভাষার ধাঁধাঁ।
এর ককবরক রূপ হবে—য়াক কীরাই, য়াকুং কীরাই, বরক রমাই চাঅ।
উত্তর : সিলুক/জুক।

(৭০) হা বিসিং বিসিং সুচি নারিকি।
অনুবাদ : মাটির ভিতরে বড়ো সুঁচ।
উত্তর : কেনজুডা/কেঁচো।

(৭১) বীরীয়মা মাসা পুইসা লেখাঅ।
অনুবাদ : এক বেটি পয়সা গোণে।
উত্তর : পুন খিমানি/ছাগলের মলত্যাগ বা বিষ্ঠাত্যাগ করাকে বোঝায়। ছাগল বিষ্ঠা ত্যাগ করার সময় পয়সা গোণার মতো শব্দ হয়। তাই এভাবে ধাঁধাঁ তৈরি হয়েছে।

(৭২) নখা গুরুময়াই কথর কীলায়ু।
অনুবাদ : বিনা গর্জনে শিল পড়ে বা শিলাপাত।
উত্তর : ৭১ নং এর অনুরূপ।

(৭৩) হিমতে হিমতে পুয়সা লেখাঅ

অনুবাদ : হাঁটতে হাঁটতে পয়সা গোণে।

উত্তর : ৭১ নং এর অনুরূপ।

(৭৪) চীলাসা মাসানি খিকরগ' হ'র।

অনুবাদ : এক বেটার মলদ্বারে বা নিতম্বে আগুন।

উত্তর : চেংখারু/জোনাকি।

(৭৫) দা কীরীই নক তাঙ।

অনুবাদ : দা বিনা গৃহ তৈরি।

উত্তর : বেংনক/মাকড়সার জাল।

(৭৬) রাজানি মায়ুঙমা, বিসিংগ খতল খতল।

অনুবাদ : রাজার হাতি (স্ত্রী হাতি), ভিতরে অনেকগুলো room।

উত্তর : পিয়াবথক/মৌচাক।

(৭৭) রাজার ঘরের কালো মুরগি, ডিম আঠারো কুড়ি।

এটিও তিপ্রা জনজাতিদের রচিত গ্রাম্য বাংলায় ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁ।
এর ককবরক রূপ হবে—রাজানি নকনি তকমা কসম,
বীতাই আথার কুরি।

বি:দ্র: আথার কুরি : আঠারো কুড়ি অর্থাৎ ৩৬০ টি।

উত্তর : বেংবীতাই/মাকড়সার ডিম।

(৭৮) তাপাঙ খলঙনি মখলপ
দুউনাই আনদারমা।

ভাবানুবাদ : বাঁশের বাকলের মতো বস্তুতে তৈরি চশমা, দেখিলাম সব অন্ধকারময়।

উত্তর : উরিখুঙ/উইয়ের ঢিবি।

(৭৯) সন তীলাংগ মথা মথা।
খরক সিনি কামলা কুথা

ভাবানুবাদ : ছন নেয় মুঠো মুঠো
সাত মজুরির কোঠা।

উত্তর : হাবুমা/দেওয়ালের গায়ে বাসা বাঁধে এরকম এক ধরনের পোকা।

(৮০) হিমীই তঙখে দীখীই হায়, তাঙগীই রিখে হাতরায়।

ভাবানুবাদ : হাঁটতে থাকলে দড়ির মতো, স্পর্শ করা মাত্র গোলাকার।

উত্তর : য়াককীবাং বা য়াককীবাক/কেরা।

(৮১) **কুথা কুথা আঠার কুথা**
বেত হামাইসে আথার মথা
ওরে ভাই কানজিলাল
একটি বেতও বাদ নাই।

এটিও তিপ্রা জনজাতিদের সৃষ্ট গ্রাম্য বাংলা ভাষায় প্রচলিত ফুমুকমুঙ।

বি:দ্র: কুথা : কোথা = কোঠা, আথার' = আঠার, / হামাইসে = খরচ হয়েছে, মথা = মুঠা।

এর ককবরক রূপ : খতল খতল সাই সাই খতল,
উারুক নাঙখা সায় বদল,
নাসিগাই নায়দি কানজিলাল,
তাঙসা উারুক কারজাক কারাই।

উত্তর : বলা বথপ/বোলতার বাসা।

(৮২) **উানজায় নক খুঙসা তুকুনুকুনু**
উাইনজাকমা গেলে গেলে।

অনুবাদ : এক বাঙালি পরিবারের বাসগৃহ বাঙালি মহিলা দ্বারা পরিপূর্ণ।

উত্তর : উরিখুঙ/উইপোকার ঢিবি।

(৮৩) **বাঁশ বাগানে বাঁশি বাজায় সে কৃষ্ণ নয়,**
মাংস খায়, রক্ত খায় সে মানুষ নয়।

এটিও তিপ্রা জনজাতির লোকদের সৃষ্ট। এটা বাংলায় রচিত হলেও তিপ্রাদের নিজস্ব সম্পত্তি।

ককবরক রূপ : উালাঙগ সুমুয় তামনাই বলে কৃষ্ণয়া,
বাহান চাঅ, থাই নাঙগ বলে বরকয়া।

উত্তর : থামপুয়/মশা।

(৮৪) **রাজানি পুলিশ স্লায় মুইকারাঙ।**

ভাবানুবাদ : রাজার পুলিশ জিহ্বায় করে খাদ্য আনতে দক্ষ।

উত্তর : চিবুক/সাপ।

(৮৫) **রাজানি দীখাই রমাই তাং মানয়া।**

অনুবাদ : রাজার দড়ি ধরে স্পর্শ করা যায় না।

উত্তর : ৮৪ নং এর অনুরূপ।

(৮৬) **লুপ্রু সুপ্রু কাউালী, মধু সাম্পারী।**

ভাবানুবাদ : অলস জীবনযাপন, কিন্তু সাম্পারী বা চাঁপা ফুলের মতো দেখতে।

উত্তর : মুসলে/অজগর।

(৮৭) তীয়নি আরাঙসা খানদায় গীনাঙসা,
তকসা চায়ানি মীতায়।

ভাবানুবাদ : জলের আরাঙ, তার আবার ঝুঁটিও আছে, মোরগের ছানা খায় না এমন দেবতা এটা।

উত্তর : ৮৬ নং এর অনুরূপ।

(৮৮) দাম কিনার কিনার রমণী গাছ, ফেস ফেসিয়া চিনি চাম্পা আপনি কইরেঙ মইরেঙ, পানি লয়া যায়।

এটি বাংলা ককবরক মিশ্রিত ভাষায় তৈরি। আধা বাংলা আধা ককবর'কে তিপ্রা জনজাতিরা এইরকম অনেক ফুমুকমুঙ সৃষ্টি করেছিল। এটি তার অন্যতম উদাহরণ।

উত্তর : চিবুক য়ংগ্লা রমমা/সাপের ব্যাং ধরা।

(৮৯) সাতুং গ্রিঙ গ্রিঙ লাই চপসা
খরি মচমসা।

ভাবানুবাদ : ঝাঁঝালো রৌদ্রে এক বোঝা পাতা, একমুঠো কাঁড়।

বি:দ্র: খরি : কড়ি।

উত্তর : উাক/শূকর।

(৯০) এই বুরাবেতা কয় যাও গুদাল, খনতি লয়া।

তিপ্রা জনজাতি লোকদের দ্বারা সৃষ্ট এই ফুমুকমুঙটিও গ্রাম্য বাংলায় রচিত।

বি:দ্র: বুরা : বুড়া, বেতা : বেটা, কয় : কই, গুদাল : কোদাল, খনতি : খুনতি, লয়া : লইয়া বা নিয়ে।

ককবরক রূপ হবে—অ বুরাসা বিয়াং থাং গুদাল খনতি তীয়াই।

উত্তর : ৮৯ নং এর অনুরূপ।

(৯১) সন বীলীঙগ উাকসা মিয়ালি।

অনুবাদ : ছন বনে দুধের শূকর বাচ্চা।

উত্তর : থাঁক/উকুন।

(৯২) সন বিসিং বিসিং উাকসা দুধুকলম।

ভাবানুবাদ : ছনের ভিতরে দুধালো শূকর ছানা।

উত্তর : ৯১ নং এর অনুরূপ।

(৯৩) সন বিসিং বিসিং উাকমা ছিয়ালি।

অনুবাদ ও উত্তর : ৯১ নং এর অনুরূপ।

(৯৪) মানীয় মুঙসানি সীকাংব খিতুঙ উলব' খিতুঙ।

অনুবাদ : একটি জিনিসের সামনেও লেজ, পেছনেও লেজ।

উত্তর : মায়ুঙ/হাতি

(৯৫) বাসকাং খিতুঙ, ওকলগ খিতুঙ কীনীয় কীচার' এনদুল।

অনুবাদ : সামনে লেজ, পেছনে লেজ, মাঝে এনদুল পোকা।

বি:দ্র: এনদুল : বাঁশের করুলের পোকা। খেতে সুস্বাদু।

উত্তর : ৯৪-নং এর অনুরূপ।

(৯৬) বীরীয়মা মাসা অক তাইনা কীরাই।

অনুবাদ : এক নারীর গর্ভধারণের প্রয়োজন নেই।

উত্তর : মাইসীয়/কাউন।

(৯৭) বীরীয়মা মাসা য়াকরায় কীচাক।

অনুবাদ : এক নারীর গোড়ালি লাল।

উত্তর : গুনথু/শংকরী ফুল।

(৯৮) হাতে দিলে রঙ চঙ,
মুখে দিলে তিতা।

এটি তিপ্রা জনজাতির ব্যক্তি দ্বারা রচিত গ্রাম্য বাংলা ভাষায় ফুমুকমুঙ।

ককবরক রূপ : য়াগ' রিখে কীচাক করম
খুগ' দাখে কীখা।

উত্তর : ৯৭ নং এর অনুরূপ।

(৯৯) নকবুরুম বুরুম পিয়ায়ুঙ বথপ

ভাবানুবাদ : প্রতি ঘরেই মৌচাক বা মৌ এর বাসা।

উত্তর : মাসি থুমমা/ক্ষতস্থান বা অন্য কোথাও মাছিগুলো একসঙ্গে বসলে যা দাঁড়ায় তাই বোঝানো হয়েছে।

(১০০) বীরীয়মা মাসা সিরি তুকুয়া।

অনুবাদ : এক বেটি কোনো কালেই স্নান করে না।

উত্তর : আমিঙ/বিড়াল।

(১০১) দাম চুখুরু দাম ফেলেসা মাট্যা লাংগিসা।

ভাবানুবাদ : কখনও লুকিয়ে পড়ে, কখনও পিছলিয়ে যায়, মাটির পাত্রের মতো।

উত্তর : মানদাল টেকমা/কাঠবিড়ালির ডাক।

(১০২) কায়সাখে লড়চড়, খরক বীরীয় পাগলা-সাগলা, খরকনীয় রাজা।

ভাবানুবাদ : একজন নড়েচড়ে, চারজন পাগলামি করে, দুজন রাজা।

উত্তর : (ক) মুসুক খিতুঙ/গোরুর লেজ, (খ) মুসুক য়াকুং/গোরুর পা, (গ) বক'রঙ/সিং।

(ঘ) গাছ, ফুল-ফল, শাখাপ্রশাখা ইত্যাদি বিষয়ক—

(১০৩) বুমান' সগু, বাসান, চাঅ।
অনুবাদ : মাকে পোড়ায়, সন্তানকে খায়।
উত্তর : উা বায় মুয়া/বাঁশ ও বাঁশের করুল।

(১০৪) মামানি নক, নক কুড়িদক নকদক।
অনুবাদ : মামার ঘর, ছয় কুড়ি ছয় ঘর।
উত্তর : উা বথর/বাঁশের গাইট বা ঘাইট।

(১০৫) রাজানি দালান একশ মালা, বিসিংগ বরক কীরাই।
অনুবাদ : রাজার দালান একশ তলা, ভিতরে লোক নেই।
উত্তর : উা/বাঁশ।

(১০৬) বুফাঙ বচ'লং দাসা ককই।
অনুবাদ : গাছের আগায় (শীর্ষে) দুনি দাও।
উত্তর : থেনতৌরীয় বৌথাই/তেঁতুল।

(১০৭) খেরাঙ কুচুগ' দাসা ককই।
ভাবানুবাদ : ঘরের ছাদের উপরের বাঁশের উপর দুনি দাও।
উত্তর : থেনতৌরীয়/তেঁতুল।

(১০৮) বুফাঙ বচলং রাঙচাকনি কলি।
অনুবাদ : গাছের আগায় সোনার নাকফুল।
উত্তর : বরয় বুবার/কুল গাছের ফুল।

(১০৯) বুফাঙ বখ'র' পুঙমি কতৌরা।
অনুবাদ : গাছের গর্তে ছাগলের মলের পাত্র।
উত্তর : কুউাইফল, ককয়া বৌচলৌই/পেঁপের বিচি/বীজ।

(১১০) বুফাঙ তৌয়, বৌথাই কর'ম' বাহানখে কুফুর।
অনুবাদ : গাছ জলে ভরা, গোটা বা ফল হলুদ বর্ণ, কিন্তু মাংস সাদা বর্ণের।
উত্তর : থাইলিক/কলা।

(১১১) চাউঁই মানু, কাউঁই মানয়া
অনুবাদ : খাওয়া যায়, উঠা যায় না।
উত্তর : থালিফাঙ/কলাগাছ।

(১১২) মামানি জাপা খুঙদক খুঙস্নি
খুঙসাখে কিয়কররম।
অনুবাদ : মামার বাঁশের বাক্স ছয়-সাতটি আছে, এর মধ্যে একটি প্রায় খোলা অবস্থায়।
উত্তর : কলার থোর/থালিক মুইখুন।

(১১৩) নখাসা নায়সা মুরিবায় সুপসা।

ভাবানুবাদ : আকাশের দিকে চায়, মনে হয় যেন আকাশ ভেদ করবে।

উত্তর : থাইলিক বর'বক/কলার অপ্রস্ফুটিত নরম পাতার ডগা।

(১১৪) রাজানি গায় বামা ফাকিসা, বীসাখে ফাকসা।

অনুবাদ : রাজার গাভি গোরু একবারই সন্তান প্রসব করে, আবার সন্তান দেয় এক বোঝা।

উত্তর : থালিক বীতাং/কলার ছড়ি।

(১১৫) রাজানি জাপা খুঙদক খুঙসিনি
খুঙসাখে কিয়কররম।

অনুবাদ : ১১২ নং এর অনুরূপ। সেখানে বাক্যের প্রারম্ভে আছে 'মামার'। এখানে মামার স্থানে হবে 'রাজার'। অন্যগুলো ঠিক থাকবে।

উত্তর : ১১২ নং এর অনুরূপ।

(১১৬) রাজানি গায় ফাইকাসা বাখেন' থীয়ু।

অনুবাদ : রাজার গাভি গোরু একবার সন্তান প্রসব করলেই মারা যায়।

উত্তর : থালিক/কলাগাছ।

(১১৭) পুব দিগি এল আতি (হাতি), বড়ো বড়ো কান, উচা দিগে বাচ্চা দিলে দেখ ভগবান।

বাংলা ভাষায় কম অভিজ্ঞ একজন তিপ্রা জনজাতির লোক কর্তৃক এই ধাঁধাটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তাই একদম গ্রাম্য বাংলার ছাপ এতে দেখতে পাওয়া যায়। ককবরক রূপে অর্থাৎ ককবরকে ভাবানুবাদ = পুব ফাসিংনি মায়ুঙ ফায়ু খুনজু বায়াঙ বায়াঙ, সাকাঅ নায়সাই বীসা বা'ফুরু নাসিগীই নাইলা মীতায়রগ।

উত্তর : থালিক ব্লাই/কলা পাতা।

(১১৮) বীলাইনি সাকাঅ বীথাই, বীথাইনি সাকাঅ বীলাই।

অনুবাদ : পাতার উপর গোতা, গোতার উপর পাতা।

উত্তর : অমতীয়/আনারস।

(১১৯) বখরক জান্টা, খিকরক লাঠা।

অনুবাদ : মাথায় জটা, মলদ্বার বা নিতম্বে লাঠি।

উত্তর : অমতীয়/আনারস, নকসি/ঝাড়ু এই দুটি উত্তরই শুদ্ধ।

(১২০) খিকরক লাথা, বখরক জান্টা, নাগ'রিয়ানি পজা।

ভাবানুবাদ : মলদ্বার বা নিতম্বের দিকে লাঠি এবং মাথায় জটা, নাগরিয়ার বোঝা।

উত্তর : অমতীয়/আনারস।

বি:দ্র: নাগরিয়া বোঝাতে নাগরিক শব্দের প্রভাব আছে বলে মনে হচ্ছে।

(১২১) খিকরক লাথা, বখরক জান্টা।
অনুবাদ এবং **উত্তর :** ১২০ নং এর অনুরূপ।

(১২২) বীরীয়মা মাসা লীলীং-পীলীং, থকুমাঅ গুরুমসা,
ভাবানুবাদ : এক বেটি চঞ্চলিনী, ঘরের মেঝেতে লোটে।
উত্তর : নকসি/ঝাড়ু।

(১২৩) থংগারখে লীলীং-পীলীং, কুনাঅখে বুরুং
ভাবানুবাদ : ঘরের মেঝেতে চঞ্চলা, ঘরের কোনায় আশ্রয়।
উত্তর : ১২২ নং এর অনুরূপ।
বি:দ্র: লীলীং-পীলীং = ধ্বন্যাত্মক শব্দ, তেমনি বুরুং শব্দটিও ধ্বন্যাত্মক।

(১২৪) বীরীয়মা মাসা বাসন্তি বাই।
ভাবানুবাদ : এক নারী বাসন্তি ভাই।
উত্তর : খুমপুয় বুবার/খুমপুয় ফুল।

(১২৫) বীরীয়মা মাসা খুল চাকীরাক।
ভাবানুবাদ : এক নারী কার্পাস খেকো।
উত্তর : চখা/চরকা।

(১২৬) চেরায় ফুরু বীখীনাই কুফুর,
তররীরীক সমসারীরীক
অনুবাদ : ছোটো বেলায় চুলগুলো সাদা, যত বড়ো হয় ততই কালোরূপ ধারণ করে।
উত্তর : মগীদাম/ভুট্টা

(১২৭) বীরীয়মা মাসা নায়থকতি
রি' চুমু পলা পলা।
অনুবাদ : এক বেটি সুন্দরী, কাপড় পরে একের উপর এক।
উত্তর : (ক) মুইখুন/কলার থোর (খ) থাইপল/চালিতা।

(১২৮) রাজানি জাপা চাম্পা কাম্পা।
বিসিংগ কামারাঙা।
অনুবাদ : রাজার বেতের বাক্স জাপা চাম্পা কাম্পা বাইনে তৈরি, আবার ভিতরে কামারাঙার ন্যায়।
উত্তর : থাইপল/চালিতা।

(১২৯) বীরীয়মা মাসা তাঙখেন থীয়ু।
অনুবাদ : এক বেটি স্পর্শমাত্রই মরে যায়।
উত্তর : সামসুনদ্রু/লজ্জাবতী লতা।

(১৩০) দবা রি সুয়া রি কৌফুই, মৌতায় তীয় নৌওয়া কৌচাং।

ভাবানুবাদ : ধোপা কাপড় কাচে না অথচ কাপড় ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, এমন ঠান্ডা জল আছে যেটা ভগবানের ভোগেও লাগে।

উত্তর : নারৌকৌরা/নারিকেল।

(১৩১) রাজকুমারী দালান'–তঙগৌই, নগ' বাহাই তীয় হাপজাক।

অনুবাদ : রাজকুমারী দালানে বাস করেও, ঘরে কীভাবে জল ঢোকে।

উত্তর : নারৌকৌরা/নারিকেল।

(১৩২) সুয়া রি' কুফুর, খকয়া তীয় মতম।

ভাবানুবাদ : না ধুয়েও পরিষ্কার বা ধবধবে সাদা, এ-রকম কাপড়, না তুললেও সুগন্ধি অর্থাৎ ঘাটের জল নয় কিন্তু সুগন্ধি এরকম জল।

উত্তর : নারৌকৌরা/নারিকেল।

(১৩৩) রাজানি নকলে দালান নক,
তীয় বিয়াংতৌই হাপ।

অনুবাদ : রাজার ঘর দালান ঘর, কীভাবে জল ঢোকে।

উত্তর : নারৌকৌরা/নারিকেল।

(১৩৪) দক দারিয়া দাফুফু, তার ভিতরে খুলিয়া দেখলে
আগুলি চাম্পাফুল।

এটি ত্রিপ্রা জনজাতির লোক কর্তৃক রচিত ককবরক-বাংলা মিশ্র ভাষায় ফুমুকমুঙ। এর ককবরক রূপ হবে—নায়থকমা নায়থকসান, ফিয়গৌই নাইবা

বিসিংগ সাম্পারী কাহাই আগুলি রাঙ বৌতাং।

উত্তর : থাইচুমু তাংখুকফুরু বিসিংনি নুকজাকমা/চিন্দ্রা কাটলে ভিতরের যে অংশটি দেখা যায় সেটাকে বোঝায়।

(১৩৫) বুমা বারৌরৌক, বৌসা তররৌরৌক
মৌতায়রগ চারৌক চারৌক।

অনুবাদ : মা যতই সন্তানের জন্ম দেয়, দেবতারা ততই খেয়ে ফেলে।

উত্তর : থাইচুমু/চিন্দ্রা।

(১৩৬) সাকাঅ রাঙচাক, বিসিংগ তখি।

অনুবাদ : উপরে সোনা, ভিতরে মোরগ বা পাখির মল।

উত্তর : তখা থাইচুমু/মাকাল ফল।

(১৩৭) সাকাঅ রাঙচাক, বিসিংগ সিনজ' খি।

অনুবাদ : উপরে সোনার প্রলেপ, ভিতরে ইঁদুরের মল।

উত্তর : ১৩৬ নং এর অনুরূপ।

(১৩৮) বীরীয়চীক আঁংরীরীক, বীরীয় হামরীরীক।

অনুবাদ : যত বয়স বেড়ে বৃদ্ধা হয়, ততই সুন্দরী সাজে বা সুন্দর হয়।

উত্তর : চিন্দ্রা/থাইচুমু।

(১৩৯) বুমা বারীরীক, মীতায় চারীরীক।

অনুবাদ : মা যত জন্ম দেয়, দেবতারা তত খেয়ে ফেলে।

উত্তর : ১৩৮ নং এর অনুরূপ।

(১৪০) হা বিসিং বিসিং রুফায় নি সুচি।

অনুবাদ : মাটির ভিতর সর্বত্র রূপার ছুঁচ।

উত্তর : দায়া বা ছন/ছন।

(১৪১) খরগ' জান্টি।

অনুবাদ : মাথায় জাঁটা।

উত্তর : সীকাল কারায়/এক ধরনের পোকা বা কীট।

(১৪২) মায়ুঙ য়াপাই তীয় কীচায়া।

অনুবাদ : হাতির পদচিহ্নে জল আটকায় না।

উত্তর : মুইতুবীলাই/কচুপাতা।

(১৪৩) বীলাই সিমি হম হম,
বেদেক দুবীই বুবার বার'
বীথাই থাইসা কীরীই।

অনুবাদ : শুধু পাতায় বোঝাই। সারা ডালে ফুল, কিন্তু ফল বা গোটা হয় না।

উত্তর : জবাফুলের গাছ।

(১৪৪) বুবারলে বার', বুবার' বীথাই থাইয়া।

অনুবাদ : ফুল ফোটে কিন্তু ফল ধরে না।

উত্তর : জবাফুলের গাছ।

(১৪৫) খরক চাঅ, বুকুর ফালাই পুয়সা মানু, বেকেরেং সগীই হ'র মীসীংগ।

অনুবাদ : মাথা খায়, ছাল বিক্রি করে পয়সা কামাই, অস্থি বা হাড় পুড়িয়ে আগুন জ্বালাই।

উত্তর : পাটগাছ।

(১৪৬) কেবেংব দাগা, কসঙব দাগা।

অনুবাদ : দৈর্ঘ্য প্রস্থ দু-দিকেই সেলানো।

উত্তর : করবী ফুলের বা গাছের গোতা/করবী বীথাই।

(১৪৭) লক'লক'নি লাকালাকানি কংসরাগিণী বুটা।
ভাবানুবাদ : চারদিকে নড়ে চড়ে কংসরাগিণী দাঁত।
উত্তর : বাইকাঙবাথাই/বাইকাঙ নামক এক ধরনের লতের গোতা।

(১৪৮) তীয় বুকুঙ বুকুঙ বসয় কারিকুঙ।
অনুবাদ : জলের ধারে বড়শি ফেলে।
উত্তর : মাইসীয়/কাউন।

(১৪৯) চীলাসা কায়সা গীদনা ককই।
অনুবাদ : এক বেটার বাঁকা গলা।
উত্তর : মাসিংগা/কুইসার বা ইক্ষু জাতীয় জুমের ফসল।

(ঙ) বয়ন ও বাঁশ-বেতের কাজ বিষয়ক ফুমুকমুঙ ঃ

(১৫০) তুকিয়া রমখা, বুবুকসা ফায়খা।
অনুবাদ : টিকি ধরেছি, অন্ত্রও বেরিয়ে এসেছে।
উত্তর : খুতুবুক/বাঁশের বেতের তৈরি কাপড় রাখার জন্য লাঙ্গাজাতীয় এক দ্রব্য বিশেষ।

(১৫১) বীরীয়মা মাসা খাজু খাকীরাক।
ভাবানুবাদ : এক মহিলা খোঁপা বাঁধতে ওস্তাদ।
উত্তর : খর'মায় বথপ/ঘরের ময়লার (জঞ্জাল) স্তূপ।

(১৫২) বারাসা সীকাঙ হিমু, কলকসা উল তঙগ।
অনুবাদ : খাটো বেটা আগে আগে যায়, লম্বা বেটা তার পিছে ধায়।
উত্তর : ছুঁচ ও সুতো/সুচি বায় খীতীঙ।

(১৫৩) বীসাক সিমব্রি, খিতুঙ কলকমা।
অনুবাদ : শরীর খাটো, লেজ লম্বা।
উত্তর : ১৫২ নং এর অনুরূপ।

(১৫৪) সুতুসাতা দুক সকয়া
এটির প্রথম পদ ধ্বন্যাত্মক।
ভাবানুবাদ : অগোছালো কোথাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না।
উত্তর : অগোছালো সুতোর স্তূপ/খীতীঙ জাবিরি।

(১৫৫) বুমা কাপরীরীক, বীসা তররীরীক, মীতায়রগ চারীক চারীক।
অনুবাদ : মা যতই কাঁদছে, সন্তানাদি ততই বড়ো হচ্ছে, দেবতাগণ ততই খেয়ে ফেলছে।
উত্তর : চখা লুপমা/চরকা কাটা।

(১৫৬) বীরীয়মা মাসা হর' কাপকীরাক।
অনুবাদ : এক বেটি ছিঁচ-কাঁদুনে।
উত্তর : চখা/চরকা।

(১৫৭) বীরীয়মা মাসা খুল চাকীরাক
অনুবাদ : এক বেটি কার্পাস লোভী।
উত্তর : চখা/চরকা।

(১৫৮) চেরায় ফাঙসিনি পুদিরি লাপসা
অনুবাদ : ছোটোবেলা থেকে নেংটিপরা।
উত্তর : চখের/তুলো থেকে বিচি বের করার কাঠের তৈরি যন্ত্র বিশেষ।

(১৫৯) হাপুঙ বাংমিসিঙ বগা ফুরসাসা।
অনুবাদ : সারা টিলায় সাদা বকের সমাহার।
উত্তর : খুল/কার্পাস।

(১৬০) বুমা কাপরীরীক, বীসা তররীরীক
অনুবাদ : মা যত কাঁদেন, সন্তান তত বড়ো হয়।
উত্তর : ১৫৫ নং এর অনুরূপ।

(১৬১) বুমা কঙরীরীক, বীসা তররীরীক।
অনুবাদ : মা যত নুয়ে পড়ে, সন্তান তত বড়ো হয়।
উত্তর : খুতলায় বায় খুথাই/কার্পাস তুলোর গোতা।

(১৬২) মায়ুঙ বিখি লায়'
সিনজ' বিখি লায়য়া
ভাবানুবাদ : হাতির মল পেরোয়, ইঁদুরের মল পেরোয় না।
উত্তর : খুল ফেরমা/কাঠের তৈরি এক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তুলো থেকে বিচি বের করন।

(১৬৩) চীলাসা কায়সা, পুদ্রি লাপসা,
খরাঙ পুঙমাসি পাইখা।
অনুবাদ : এক বেটা নেঙটি পরা, গলার সুর অতি চড়া।
উত্তর : চখের/তুলো থেকে বিচি বের করার এক যন্ত্র বিশেষ।

(১৬৪) থাং খুউাক, ফায় খুউাক, অ বায় খুউাক।
নীঙ বর' থাংনা ফায়।
ভাবানুবাদ : যেতে হা মুখ, আসতে হা মুখ, হে হামুখী দিদি, তুমি কোথায় যেতে এসেছ।
উত্তর : লাঙ্গা/খাড়া।

(১৬৫) ততরা তঙ্গা, খিকরক কীরীই,
বহক তঙ্গা, বুবুকসা কীরীই।
অনুবাদ : গলা আছে নিতম্ব নেই, পেট আছে অন্ত্র নেই।
উত্তর : আ রমমা পল'/পল' নামক বেতের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ।

(১৬৬) পাঁচ হস্ত, ষোল যন্ত্র, পেটে তার মাথা,
কান ধরিয়া মুচড়া দিলে পিছনে বলে কথা।

অনুবাদ : তিপ্রা জনজাতির কোনো ব্যক্তি এই ফুমুকমুঙটি বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন। এর ককবরক রূপ হবে—য়াক কংবা, যোল যন্ত্র, বহগ' বিনি খরক, খুনজু রমাই মেরাই রিখে, ওল' কক সাচাসাচা।

উত্তর : চখা/চরকা।

(চ) মানবধর্ম, মানবদেহ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়—

(১৬৭) আয়াং হাপুঙ্গা মুসকি ফাইসা

অনুবাদ : সেই টিলায় গোবর।

উত্তর : খাজু/খোপা।

(১৬৮) নাইসাই নুকসায়া, তাঙসাই মাতাঙ্গা।

অনুবাদ : তাকালে দেখা যায় না, আবার হাতে যায় ছোঁয়া।

উত্তর : ১৬৭ নং এর অনুরূপ।

(১৬৯) ব রাজানি পুখিরিঅ ফন কিচাফান কৌরাই।

অনুবাদ : কোন রাজার পুকুরের জল পরিষ্কার।

উত্তর : মকল/চোখ।

(১৭০) রাজানি পুখিরিঅ ফন কৌলাই মানয়া।

অনুবাদ : রাজার পুকুরে ময়লা পড়তে পারে না।

উত্তর : ১৬৯ নং এর অনুরূপ।

(১৭১) বৌতা বুফায়ুঙ লামা সেকলাই।

অনুবাদ : দুই ভাই এর রাস্তা নিয়ে কাড়াকাড়ি।

উত্তর : হিমমানি/পথ হাঁটা।

(১৭২) দাদাবুড়া কই যায়, খান-খোরাকী নিয়া।

এটিও তিপ্রা জনজাতির কোনো ব্যক্তির দ্বারা বাংলা ভাষায় লেখা ফুমুকমুঙ। ককবরক রূপ—দাদাবুড়া বর' থাং, চা'থায়-নৌঙথায় তৌয়াই।

উত্তর : বৈরাগী/বুইরাগী।

(১৭৩) ইই বেটা কই যায়, ঘর দুয়ার লয়া।

এটাও তিপ্রা জনজাতির কোনো ব্যক্তির দ্বারা রচিত বাংলা ভাষায় ফুমুকমুঙ। ককবরক রূপ—অ বরক বিয়াং থাং, নক হুক তৌলাং।

উত্তর : বৈরাগীদের কাপড়ের পুতলি/বুইরাগি রগনি জুনা।

(১৭৪) অ বরক তাম' খৌলায়।
কৌতাল রিই কৌচাম স্লাই।

অনুবাদ : এই বেটা কী করে। নতুন দিয়ে পুরাণ ছাড়ে।

উত্তর : ফাতার' থাংমা/মলত্যাগ করা।

(১৭৫) থাংগুরু গুরু, ফায়লে লেথাং।
অনুবাদ : যাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো, আসার সময় দেরি।
উত্তর : ফাতার' থাংমা অথবা খিমা/মলত্যাগকরণ।
(১৭৬) তাখুক নীয়রগ লামা সেকলায়
অনুবাদ : দুই ভাই এর মধ্যে রাস্তা নিয়ে কাড়াকাড়ি।
উত্তর : হিমমানি/পথ হাঁটা।
(১৭৭) মুইপ্লে উাসুং থুংসা খুবা কুঙ গসি হেকসা।
অনুবাদ : তরকারির চুঙ্গা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নাকে এসে লাগল।
উত্তর : খুপুয়/পেটের দুর্গন্ধ গ্যাস বা গ্রাম্য বাংলায় ফাদ।
(১৭৮) নুলে নুকয়া, মীলে মীনামু।
অনুবাদ : চোখে দেখি না বা দেখা যায় না, কিন্তু দুর্গন্ধ ছড়ায়।
উত্তর : ১৭৭ নং এর অনুরূপ।
(১৭৯) বীরীয়মা মাসা উল অগ্নাঙ।
অনুবাদ : এক নারী পেছনে গর্ভবতী।
উত্তর : য়াফাতীক/পায়ের পিছনের মাংসপিণ্ড।
(১৮০) রাজানি খেনতা ফীরানব' রানয়া
অনুবাদ : রাজার কাঁথা শুকালেও শুকায় না।
উত্তর : জিহ্বা/বীয়ায়।
(১৮১) খাক্লাপতীই চাঅ, বমলতীই খিঅ।
অনুবাদ : বুক দিয়ে খায়, পিঠ দিয়ে মল ত্যাগ করে।
উত্তর : রানদা অর্থাৎ কাঠ পালিশ করার যন্ত্র।
(১৮২) কুলা কুমুন খায়থকয়া।
অনুবাদ : পাকা ফোড়া পুঁজ ফালানো অসুবিধা।
উত্তর : কীপালকীলীয়/কপালের নরম অংশ।
(১৮৩) নায়সাই নুকসায়া, তাঙগীই মাহান'।
অনুবাদ : তাকালে দেখা যায় না, কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়।
উত্তর : বীখীনাই/চুল।
(১৮৪) তীয় রুকুঙ রুকুঙ ফুরা থুকুলুপ।
অনুবাদ : জলের পাড়ে পাড়ে পুরা দিয়ে চাপ দেওয়া।
উত্তর : আবসা কীলীয় ফপমা/বাচ্চাদের কবরখানা।
(১৮৫) ব' চীলাসালে বখ'রক থাইথাম।
অনুবাদ : কোনো বেটার তিন মাথা।
উত্তর : বুরা আচুগীই তঙমা/বৃদ্ধ লোক বসে থাকার অবস্থাকে বোঝায়।
(১৮৬) মুকুমুখে নুগু, ফিয়কখে নুকয়া।
অনুবাদ : চোখ মুদলে দেখা যায়, খুললে যায় না।
উত্তর : এমাং/স্বপ্ন।

(১৮৭) হাপুঙ থাইসাঅ বীলাম লামনীয়।

অনুবাদ : এক টিলায় দুই গর্ত।

উত্তর : বুকুঙ লাম/নাকের ছিদ্র।

(১৮৮) ত্রিপুরা হা'নি ব উপমুখ্যমন্ত্রীনি বুমুঙ কীরাই?

অনুবাদ : ত্রিপুরা রাজ্যের কোন্ উপমুখ্যমন্ত্রীর নাম নেই?

উত্তর : বৈদ্যনাথ মজুমদারের। বৈদ্য, নাথ, মজুমদার—পৃথক পৃথক এই তিনটি পদই উপাধি। এই তিন উপাধি মিলেই একটি নাম হয়েছে।

(১৮৯) ফুঙ আয়দ্রপ য়াকুং কংবীরীয়, দিবর' য়াকুং কংনীয়, সারিগ' য়াকুং কংথাম।

অনুবাদ : খুব সকালে চার পা, মধ্যদিনে দুই পা, বিকালে তিন পা।

উত্তর : মানুষের তিন অবস্থাকে বোঝায়। যথা—শিশুকাল, যৌবনকাল এবং বৃদ্ধকাল।

(১৯০) রাজানি তক বিরখীলাই মানখা, বিরসাউই মানয়া।

অনুবাদ : রাজার মোরগ ডানা মেলে নামতে পেরেছে, কিন্তু উড়তে পারেনি।

উত্তর : খুকতীয় খিপমা/থুথু ফেলা।

(১৯১) ইই বেটারে ধইর‍্যা আন পাঁচটি টাকা দিমু।

তিপ্রা জনজাতির কোনোও ব্যক্তি বাংলা ভাষায় এই ফুমুকমুঙ রচনা করেছিলেন।

ককবরক রূপ—অ চীলান' রমাই তুবুদি, রাঙ খকবা রিনী।

উত্তর : সামপ্লি/শরীরের ছায়া।

(১৯২) লাথা কংসা, নারীকীরা থাইনীয়, পাট মনসা।

অনুবাদ : একটি লাঠি, দুটি নারিকেল, এক মন পাট।

উত্তর : লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ এবং পুরুষাঙ্গের চুল/লীয়, লীয়তকতাই, লীয়খুমু।

(১৯৩) কীসা কতর য়ং কীলাইয়া।

অনুবাদ : বড়ো ক্ষতে পোকা বা কীট পড়ে না।

উত্তর : সিপাক/যোনি বা স্ত্রী যৌনাঙ্গ।

(১৯৪) বীরীয়মা মাসা আয়খেন লেপেঅ।

অনুবাদ : এক নারী সকালে উঠেই বা ভোর হলেই লেপেন।

উত্তর : মীখাঙ সুমানি/মুখ ধোওয়া।

(১৯৫) নক বুরুম বুরুম চেঁচুমা বথপ।

অনুবাদ : ঘরে ঘরেই বাবুই পাখির বাসা।

উত্তর : বীরীয়চীক রগনি বগল/বৃদ্ধাদের কাপড়ের থলে।

(১৯৬) য়াক তঙগু, য়াকুং কীরাই, বরক রমাই চাঅ।

অনুবাদ : হাত আছে পা নেই, মানুষ ধরে খায়।

উত্তর : জামা/Shirt, কামচীলীয়।

(ছ) ঘর গৃহস্থালি সংক্রান্ত :

(১৯৭) বীরীয়মা মাসা সন চাকীরাক
অনুবাদ : এক বেটি খুব বেশি ছন খান।
উত্তর : নুখুং/ঘরের ছাদ।

(১৯৮) মায়ুঙ মাসা সন চাকীরাক।
অনুবাদ : এক হাতি ছন লোভী।
উত্তর : ১৯৭ নং এর অনুরূপ।

(১৯৯) হাচাম কুচুক কাথকয়া।
অনুবাদ : উঁচু টিলা উঠতে অসুবিধা।
উত্তর : উারাপ/তরজা।

(২০০) হাকর রুকয়া থঙ কক।
অনুবাদ : গর্ত বেরোয় না, কিন্তু খুঁটি বেরোয়।
উত্তর : ঘরের খুঁটি/নকনি থঙ।

(২০১) হর' বিগ্রা, সাল' খুব়ুমপুয়।
অনুবাদ : রাত্রে কাঙাল, দিনে রাজা।
উত্তর : মাঝাঙ/কাপড় যথা, লেপ, তোষক, বালিশ ইত্যাদি রাখার জন্য তৈরি বাঁশের মাচা।

(২০২) জমা কীবাংনি বিসমা কীবাই।
ভাবানুবাদ : বেশি সংখ্যার কোমর ভাঙা। জমা অর্থে বেশি।
উত্তর : ফেরায়/ঘরের ছানির নীচে ব্যবহৃত বাঁশ।

(২০৩) মামানি নকলে চেংগেরেংগেরেং, থামপুয়মা পেরেঙ পেরেঙ।
অনুবাদ : সাধারণভাবে তৈরি মামার ঘরে মশা—মাছির উপদ্রব বেশি।
উত্তর : গাইরিং/টংঘর।
বি:দ্র: = পেরেঙপেরেঙ = মশা মাছির উপদ্রব সংক্রান্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ। তেমনি চেংগ্রেং গ্রেং = সাধারণভাবে তৈরি অর্থে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

(২০৪) রাজানি মায়ুঙ খিখরক লামনীয়।
অনুবাদ : রাজার হাতির দুটি মলদ্বার।
উত্তর : ঘর/নক।

(২০৫) সাল' খুব়ুমপুয় হর' বিগ্রা।
অনুবাদ : দিনে বাদশা, রাত্রে কাঙাল।
উত্তর : মাজাঙ/বাঁশ বেতের তৈরি মাচা।

(২০৬) তাখুকনীয়রগ ফান সলায়।
অনুবাদ : দুই ভাই এর শক্তি পরীক্ষা।
উত্তর : সুংক্রাই, সুংগ্রাই/ঠিকা, নির্ভরশীল খুঁটি।

(২০৭) তাখুকনীয়রগ মতম সুলায়।
অনুবাদ : দুই ভাই এর চুমু খাওয়া।
উত্তর : ফাকলাই/ঘরের তির।

(২০৮) নবুরুম বুরুম চেচেমা বথপ।
অনুবাদ : প্রতি বাড়িতেই চেচেমা নামক এক ধরনের পোকার বাসা।
উত্তর : খরমায় বথপ/ঘরের ময়লা বা আবর্জনার স্তূপ।

(২০৯) একশজনা বিসমা কীবায়।
অনুবাদ : একশ জনই কোমর ভাঙা।
উত্তর : ফেরায়/ঘরের ছানির নীচে ব্যবহৃত বাঁশ।

(২১০) মিসিপ মাসা সন চাকীরাক।
অনুবাদ : ছন লোভী এক মহিষ।
উত্তর : ঘর/নক।

(২১১) মামানি নগ' থালে থাংখা, আচুকদিব' হিনয়া, বীচাদিব হিনয়া।
অনুবাদ : মামার ঘরে গিয়েছি ঠিকই, বসতেও বলে নাই, দাঁড়াতেও বলে নাই।
উত্তর : গোউয়নক/গোয়ালঘর।

(জ) খাদ্য-পানীয়, রান্না-বান্না সংক্রান্ত ঃ

(২১২) আচায় দর'ব' সাগ' রি গ্নাঙ, তররীরীক রি' খুকরীরীক।
অনুবাদ : জন্মের সময় কাপড় পরেই এসেছিল, বিস্তু যতই বড়ো হচ্ছে ততই কাপড়গুলো খুলে ফেলছে।
উত্তর : মুয়া/বাঁশের করুল।

(২১৩) খাকুলু কুফুর উাক চা'য়া।
অনুবাদ : সাদা চালকুমড়ো শূকরে খায় না।
উত্তর : ঘটি/লোটা।

(২১৪) বীখীনাই রমু, তীংসা সঅ।
অনুবাদ : চুল ধরি, একটি টানি।
উত্তর : মুয়া ফাইমানি/বাঁশের করুল সংগ্রহের নমুনা বোঝাচ্ছে।

(২১৫) আচুক পেথা আচুকনাই, বর করম' বার নাই।
অনুবাদ : আসন পেতে বসে, হলুদ রঙের ফুটে।
উত্তর : চাকুমরা/মিষ্টি কুমড়ো।

(২১৬) বুখুকতাই চাঅ, খুনজুতাই খিঅ।
অনুবাদ : মুখ দিয়ে খায়, কান দিয়ে মল ফেলে।
উত্তর : সিচিং/বেতের তৈরি মাছ ধরার একরকম ফাঁদ।

(২১৭) বুফাঙ ফাঙথাম, বাথাই থাইসা, বাচলায় কাবাংমা।
অনুবাদ : তিনটি গাছ, ফল একটা বিচিতে ভরপুর।
উত্তর : থাপা/রান্নার চুলা।

(২১৮) বারায়মা মাসা খিকরক কসক।
অনুবাদ : এক নারীর মলদ্বার পচা।
উত্তর : চেখক/বেতের তৈরি দ্রব্য। এর সাহায্যে ছাই থেকে ক্ষারের জল বের করা হয়।

(২১৯) বারায়মা মাসা ফুঙ আয়খেন তুকুঅ।
অনুবাদ : এক নারী রাত পোহালেই স্নান করে।
উত্তর : গলা/কলস।

(২২০) বারায়মা মাসা ওল' অমথায়।
অনুবাদ : এক নারীর পেছনে নাভি।
উত্তর : সরক/মাটির ঢাকনি।

(২২১) কুরকুতাক কুরকুতাক আকাতা রেনা রেনা।
ভাবানুবাদ : কুরকুর শব্দ করে, তোতা পাখির খুব প্রিয়।
উত্তর : শিলনোড়া দিয়ে মরিচ বাটা/পাতা পোতা বায় মস' হুলমানি।
বি:দ্র: এটিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। পুরো বাক্যটিতেই ধ্বন্যাত্মক শব্দের সমাবেশ ঘটেছে।

(২২২) বাথাই থাই মিলিক, বালাই লাইমিলিক, চাখালায় খুয়িক মুয়িক।
অনুবাদ : গোতাও মিহি পাতাও মিহি, খেলে খুয়িক মুয়িক।
উত্তর : মস/মরিচ।
বি:দ্র: খুয়িক মুয়িক—এ দুটি শব্দই ধ্বন্যাত্মক। এখানে মরিচ খেয়ে ঝাল লাগলে মুখের যা বিকৃত অবস্থা ঘটে, তাই বোঝানো হয়েছে।

(২২৩) চাব' তপঙসা, চায়াইব তপসঙসা।
অনুবাদ : খেলেও এক ঝুড়ি, না খেলেও এক ঝুড়ি।
উত্তর : সেকামুক/শামুক।

(২২৪) চার তলানি উাখি কারান।
অনুবাদ : মাচার নীচের শূকরের শুষ্ক বিষ্ঠা।
উত্তর : থাংগীয়/এক ধরনের ছোটো সাইজের চ্যাপ্টা গোলাকার আলু। এটা দেখতে অনেকটা শূকরের শুষ্ক বিষ্ঠার ন্যায়।

(২২৫) চীলাসা মাসা বুমথু কীরাই।
অনুবাদ : এক বেটার ঢাকনি বা ছিপি নেই।
উত্তর : ফুতুঙ্গা/বাঁশের চোঙা।

(২২৬) চীলাসা মাসা নীঙরীরীক সীতীয়রীরীক।
অনুবাদ : এক বেটা যত পান করে ততই প্রস্রাব করতে থাকে।
উত্তর : চাখীয়খগ' তীয়লুমানি/ক্ষার জল প্রস্তুতের দ্রব্যে ছাই-এর উপর জল ঢালাকে বোঝাচ্ছে।

(২২৭) ডলা দামা গয়রা রইছে, দিগ্রা আদা খায়।
অনুবাদ : তিপ্রা জনজাতির কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আধা গ্রাম্য বাংলায় এই ফুমুকমুঙটি রচিত।
ককবরক রূপ হবে—দামা কুফুর রকই তঙ্গা, দিগ্রা আদা চাঅ।
উত্তর : খাকুলু/চালকুমড়ো।

(২২৮) রাজানি থা' উাক চা'য়া।
অনুবাদ : রাজার আলু শূকরে খায় না।
উত্তর : খাকুলু/চালকুমড়ো।

(২২৯) গঙ খিকরক মীসা স্লাক।
অনুবাদ : ভল্লুকের মলদ্বারে বাঘে জিহ্বা দিয়ে চাটা।
উত্তর : মায়তীগ হ'র নাঙমা/ভাতের হাঁড়িতে আগুন লাগা।

(২৩০) মানি সাকাঅ কীসামা টীলা।
অনুবাদ : মায়ের উপরে উঠেছে যে পুরুষ।
উত্তর : মায়তীক সাকাঅ হ'র/হাঁড়ির উপর আগুন।

(২৩১) রাজার ঘরের গায়, মের মেরাইত চায়।
হাজার টাকার মরিচ দিলেও, আরও খায়ত চায়।
অনুবাদ : তিপ্রা জনজাতির লোক কর্তৃক সৃষ্ট বাংলা ভাষায় রচিত এই ফুমুকমুঙটিতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।
ককবরক রূপ : রাজানি নকনি কেরাম গায়, রাঙ হাজার কায়সানি
মস' রিব' তেইব চা'না সান'।
উত্তর : পাতাপোতা/শিলনোড়া।

(২৩২) হা বিসিং বিসিং বীরীয় কর'ম।
অনুবাদ : মাটির ভিতরে হলুদ রঙা মেয়ে।
উত্তর : সীতীই/হলুদ।

(২৩৩) কুসুপমা চানমারি, থাংখা সিয়ানি।
উত্তর : মাকতীই নীঙমা/হুক্কা টানা।

(২৩৪) কলিকাতা খামাই ফায়ু,
তীয়তাই খবর মানু।
অনুবাদ : কলিকাতা পুড়ছে।
জল দিয়ে খবর আসছে।
উত্তর : ২৩৩ নং এর অনুরূপ।

(২৩৫) থামচি কুতুং য়াচরাপসা।
অনুবাদ : আঙুলজোড়া রাগী বেটা।
উত্তর : হাইচিঙ/আদা।

(২৩৬) সতনখে বারাঅ, মতনয়াখে লগু
অনুবাদ : টানলে খাটো হয়, না টানলে হয় না।
উত্তর : বিড়ি।

(২৩৭) অ হাপুঙগ কলদঙ ফাঙসা, তকসা রাঙচাক মাসা।
অনুবাদ : এই টিলায় একটি কদমগাছ, তাতে একটি সোনার মোরগ ছানা।
উত্তর : মুতিনি হ'র/হুক্কার কল্কির আগুন।

(২৩৮) নখা গুরুমু, উাতীয় কৌলাইয়া।
অনুবাদ : আকাশ গর্জায়, বৃষ্টির দেখা নেই।
উত্তর : দুমা নৌঙমা খরাঙ/হুক্কা টানার সময় সৃষ্ট জলের শব্দ।

(২৩৯) লৌলৌকপতি লালাকপাতা দনপতিরাজা।
ভাবানুবাদ : চঞ্চলমনা ধনবতী রাজা।
উত্তর : মুতিয়া সাদা বৌলাই/সাদা পাতা।
বি:দ্র: লৌলৌক পতি লালাকপাতা = এই দুটি পদই ধ্বন্যাত্মক।

(২৪০) মায়ুঙ কুফুর তীয় বারৌই মানয়া।
অনুবাদ : সাদা হাতি জল পেরোতে পারে না।
উত্তর : (ক) লুতা/ঘটি, লোটা (খ) খাকুলু/চালকুমড়ো।

(২৪১) পুঙ ম্রাপুং ততরা লেফুং, তীঙগীরীয় মীঙগীরীয় গ্নাঙ।
ভাবানুবাদ : আঠালো আওয়াজ, দম নিতে হয়, ভেতরে বাঁকা বস্তু আছে।
উত্তর : সেকামুক কুসুপমুঙ/শামুক চুষে খাওয়া।
বি:দ্র: শেষের দুটি পদ ধ্বন্যাত্মক।

(২৪২) সারৌই রিখা কাইলা জিরা, থাইখা কামারাঙা।
অনুবাদ : বীজ ছড়িয়ে দিলাম কালো জিরার, গোতা বা ফল ধরেছে কামরাঙা।
উত্তর : সিপিঙ/তিল।

(২৪৩) থিং থিং বা নাঙ বা কৌরাই।
উত্তর : ফানতক/বেগুন,
ধ্বন্যাত্মক শব্দের ছড়াছড়ি পরিদৃষ্ট হয় এই ফুমুকমুঙটিতে।

(২৪৪) তপঙ খলঙ্গ লীয় সুকৌলাই।
অনুবাদ : ঝুড়ির Side-এ লিঙ্গ(পুরুষাঙ্গ) ঝুলে।
উত্তর : ফানতক/বেগুন।

(২৪৫) তীয়' আচায়' তীয়'ন' থীয়ু
অনুবাদ : জলে জন্ম, জলেই মৃত্যু।
উত্তর : সম/লবণ।

(২৪৬) বুখুকতাই চাঅ, বুখুকতাই খিঅ।
অনুবাদ : মুখ দিয়ে খায়, মুখ দিয়ে হাগে (মলত্যাগ করে)।
উত্তর : কেনজুউা/কেঁচো।

(২৪৭) কুসুপখে বারাঅ, কুসুপয়াখে লগু।
অনুবাদ : মুখে টানলে খাটো হয়, না টানলে নয়।
উত্তর : বিড়ি।

(২৪৮) বুফাঙ কৌথীয়' বুবার বার'।
অনুবাদ : মরা গাছে ফুল ধরে।
উত্তর : বুফাঙ মুইখুমু/গাছের মাসরুম।

(২৪৯) হা বিসিং বিসিং পায়লা তৌক।
অনুবাদ : মাটির ভিতর বড়ো আকারের হাঁড়ি।
উত্তর : থা মায়তৌক বা বাতিমা/বড়ো সাইজের গোল মাইট্যা আলু। থা মায়তৌক এবং বাঘার ডুগা আলু।

(২৫০) উরায়া দিলে ভাঙে না, হগল দেবতা খায়।
তিপ্রা ব্যক্তি কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত ধাঁধা।
ককবরক রূপ—খিতারাই রিখে বাইয়া, বেবাক মৌতায়রগ চাঅ।
বি:দ্র: উরায়া = উড়াইয়া, হগল = সকল।
উত্তর : কুউায়/সুপারি।

(২৫১) গুতার উপরে গাছ।
অনুবাদ : তিপ্রা ব্যক্তি কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত ফুমুকমুঙ।
ককবরক রূপ—বৌথাই সাকাঅ বুফাঙ।
উত্তর : অমতীয়/আনারস।

(২৫২) তাখুকনীয়রগ দগা খাকেরেপ বুলায়।

অনুবাদ : ঘরের দরজা বন্ধ করে, দুই ভাই লড়াই করে।

উত্তর : খামচীয় পেরমা/খৈ ভাজা।

(২৫৩) দুই থেঙ তুইল্যা, মাঝখানে হারায়া।

অনুবাদ : এটা তিপ্রা জনজাতির লোক কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত ধাঁধাঁ। এর ককবরক রূপ—য়াকুং কংনৌয় তিসাউই, কৌচার থানি হীয়তেরৌই।

উত্তর : কুড়ায় তানমানি/কাটারির সাহায্যে সুপারি কাটার বর্ণনা।

বি:দ্র: থেঙ = ঠেং বা পা, তুইল্যা = তুলিয়া, হারাইয়া = হারাইয়া বা লুকিয়া। এই সবটিই গ্রাম্য আঞ্চলিক বাংলার রূপ।

(২৫৪) কুতকুরুকু কুতকুরুকু সিকুরুক গুদায় করে।

অনুবাদ : এটি বাংলা-ককবরক মিশ্র ভাষায় তিপ্রা ব্যক্তি কর্তৃক রচিত ধাঁধাঁ। এর ককবরক রূপ দেবার দরকার নেই। কারণ প্রথম দুটিই ধ্বন্যাত্মক পদ। এখানে কুতকুরুকু কুতকুরুকু এই ধ্বন্যাত্মক পদটি শিলনোড়ার সাহায্যে মরিচ বাটার বর্ণনা দিচ্ছে। শিল নোড়াকে বলা হয়েছে সিকুরুক গুদায় বা বৃদ্ধ বড়ো শকুন।

উত্তর : মস' হুলমানি/মরিচ বাটা বা গুঁড়ো করা।

(২৫৫) তিংগেরি তিংগেরি গাছ, তিংগরি গাছে গুতা ধরে,
কি সুন্দর বয়া রইছে তিংগ্রি গাছের তলে।

অনুবাদ : ককবরক বাংলা-মিশ্র এই ফুমুকমুঙটিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে।

উত্তর : মস' কুমুন/পাকা মরিচ।

(২৫৬) কুকুর মুকুর কুকুর তাক, হাতিয়া লেংগায় লেংগায়।

অনুবাদ : পুরো ধাঁধাঁটিই ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিপুল সমাহার। মরিচ বাটার সময় শিলনোড়ার যে শব্দ হয় তাই এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে।

উত্তর : শিলনোড়া/পাতাপোতা।

(২৫৭) মানীয়লে খামু, দুগান খামুয়া।

অনুবাদ : দ্রব্য পোড়ে, দোকান পোড়ে না।

উত্তর : মুতিনি দুমা খামমানি/কল্কির তামাক আগুনে পুড়ে থাকাকে বোঝায়।

(২৫৮) তীয় বিসিংগ পিয়া বথপ।

অনুবাদ : জলের গভীরে মৌচাক/মৌ-এর বাসা।

উত্তর : দেশীয়ভাবে তৈরি লাঙ্গি মদের ভাতের কণাগুলোকে বোঝায়।

ককবরকে— চুউাক মেলুমা।

(২৫৯) তীয়মান' বসা, তেউাইসা য়াখীরায় বসা, উারেং তলা বলা বীসা।
ভাবানুবাদ : নদীর উপর সাকু, সাকুর উপর সাকু, তার তলে বোলতার কীট বা বাচ্চা।
উত্তর : চুউাকবীতীক/মদের লাঙ্গি।

(২৬০) চুয়ান কুফুর উাক চা'য়া।
অনুবাদ : সাদা রঙের মদের ঔষধ শূকরে খায় না।
উত্তর : খাকুলু/চালকুমড়ো।

(২৬১) বুফাঙমা ফাঙথাম, বীথাই থাইসা, বীচলীয় থাকমুঙ কীরীই।
অনুবাদ : তিনটি গাছ, একটি ফল, বিচির সীমা নাই।
উত্তর : মায় সংনা মায়তীক বকসামা/রান্নার জন্য হাঁড়িতে ভাত বসানো।

(২৬২) হাতির ভিতরে হাতির দাঁত, তারে না পাইলে গাদার জাত।
অনুবাদ : এটাও তিপ্রা জনজাতির কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রচিত ককবরক ফুমুকমুঙ বা ধাঁধাঁ।
ককবরক রূপ—মায়ুঙ বিসিংগ মায়ুঙবুউা, বন মানয়াখে গাদা সা।
উত্তর : মুয়া হাকীতীই/মাটির নীচের নরম বাঁশের কুড়ুল।

(২৬৩) মীসীয় রাঙচাক তীয়' বাখীলাই।
অনুবাদ : সোনার হরিণ জলে লাফ দেয়।
উত্তর : গলা/কলস।

(২৬৪) নখা সাকানি দুমসা কীলায়, লুকুমুঙ মীরীই মীরীই।
অনুবাদ : আকাশ থেকে দপ্ করে পড়ে, লোক থেকে দূরে সরে।
উত্তর : খিমানি/মলত্যাগ।
বি:দ্র: মীরীই মীরীই = অনেক দূরে সরে যাওয়ার অর্থে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(২৬৫) তীক বিসিং তীক বীসা।
অনুবাদ : হাঁড়ির ভিতর হাঁড়ি।
উত্তর : বাতি পাতনি/মদ তৈরির মাটির পাত্র।

(২৬৬) তুকিয়া রমু, বিসিমা বায়ু।
অনুবাদ : টিকি ধরিল, কোমর ভাঙিল।
উত্তর : মুয়া ফাইমা/বাঁশের করুল ভেঙে নেওয়া।

(২৬৭) উাসলক বুচুক, হানি পাকুরি, মকল চীংখিরিখিরি।
অনুবাদ : নরম বাঁশের আগা, মাটির পাগড়ি, মিটি মিটি চোখ।
উত্তর : (ক) উানি দাপা/বাঁশের হুক্কা, (খ) মুতি/কল্কি, (গ) হকি/কাঠকয়লার আগুন।

(ঝ) অলংকারাদি বিষয়ক ঃ

(২৬৮) হাপুঙ খিকরক সিলুক।
অনুবাদ : টিলার শেষ অংশে জোক।
উত্তর : বাইলিক অথবা বালিক/অর্ধচন্দ্রাকার লুলু জাতীয় নাকের অলঙ্কার।

(২৬৯) থিতিঙ বায়খ্লাই থিতিঙ বাইসীকা, গুলাচি ফাচি ফাচা।
ভাবানুবাদ : গুলাচি ফুলের ন্যায় নক্শা আঁকা লটকানো বস্তুসামগ্রী।
উত্তর : রাঙবীতাঙ/রূপার টাকার মালা।
বি:দ্রঃ সমগ্র ফুমুকমুঙটিই ধ্বন্যাত্মক শব্দে পরিপূর্ণ।

(২৭০) হাপুঙ খিকরগ' খং য়রু।
অনুবাদ : টিলার শেষ অংশে প্রতীক চিহ্ন প্রদান করে।
উত্তর : ২৬৮ নং এর অনুরূপ।

(২৭১) হাতাইসাঅ খুম বার।
অনুবাদ : ছোটো টিলায় ফুল ফোটে।
উত্তর : কলি/নাকফুল।

(২৭২) নবীরা বারি তেনতীরীয় বথপ।
অনুবাদ : ঘরের চারপাশে তেনতীরীয় নামক এক ধরনের পাখির বাসা।
উত্তর : উাখুম-তয়ারগ/কানের দুল ও তয়া নামক অলংকারাদি।

(২৭৩) নবীরা বারি তুমবা খাচি।
অনুবাদ ও উত্তর : ২৭২ নং এর অনুরূপ।

(২৭৪) থং কগয়া, হাকর কক।
অনুবাদ : খুঁটি খোলে না, গর্ত খোলে।
উত্তর : য়াসিতাম/আংটি।

(২৭৫) য়াক কীরাই, য়াকুং কীরাই, হা বেরাই চানাই।
অনুবাদ : হাত নাই, পা নাই। দেশ ঘুরে খায়।
উত্তর : তাইতুন/চিঠি।

(ঞ) গৃহসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বিষয়ক ঃ

(২৭৬) আচায় ফুরুখে থাতরা বাতরা, থীয় ফুরুখে খিকরক চিরাই থীয়ু।
ভাবানুবাদ : জন্মের সময় অমসৃণতা, মৃত্যুর সময় মলদ্বার বা পায়ু দেখিয়ে মরে।
উত্তর : গুনদা/মশারি।

(২৭৭) মুসুক মাসানি নাকা তীঙবীরীয়।
অনুবাদ : একটি গোরুর নাকে চারটি দড়ি।
উত্তর : গুনদা বুদুক/মশারির দড়ি।

(২৭৮) নক বিসিং নক বীসা।
অনুবাদ : ঘরের ভিতর ঘর।
উত্তর : মশারি/গুনদা।

(২৭৯) বাচীই ফুয়াতি বীরীই কর'ম', কেউা বিসিংগ খরাঙ।
অনুবাদ : আমার সুন্দর বৌদির সুর/আওয়াজ দরজার ভিতরে।
উত্তর : রেডিও।

(২৮০) বগা বিরসাখা, দেপা তীয় রানখা।
ভাবানুবাদ : বক উড়ে গেল, ছোটো জলাধারটিও শুকিয়ে গেল।
উত্তর : চাতি/কেরোসিনের বাতি বা কুপি।

(২৮১) বীরীয়মা মাসা বহগ' হ'র,
অনুবাদ : এক বেটির পেটে আগুন।
উত্তর : হারিকেন (জ্বলন্ত)।

(২৮২) চীলাসা মাসানি বখ'রগ হ'র।
অনুবাদ : এক বেটার মাথায় আগুন।
উত্তর : বাতি/চাতি। তবে এক্ষেত্রে কুপি, মোমবাতি, মশাল ইত্যাদি হবে।

(২৮৩) মায়তাং তাংসা নক কুপুলুঙ।
অনুবাদ : এক ছড়ি ধানে ঘর ভরাট।
উত্তর : চাতি/বাতি।

(২৮৪) নক বুরুম বুরুম মায়তাং তাংসা।
অনুবাদ : প্রতি ঘরেই এক ছড়ি ধান।
উত্তর : চাতি/বাতি।

(২৮৫) বুমা সাক কসম, বীসা সাক কুফুর।
অনুবাদ : মায়ের শরীর রং কালো, বাচ্চার শরীর সাদা।
উত্তর : স্লেট-পেন্সিল (ব্ল্যাক বোর্ড ও চক)।

(২৮৬) বুমা অর' বীসা উর'।
অনুবাদ : মা এখানে, সন্তান সেখানে।
উত্তর : বাদুখুঙবায় চাখলা/তীর ও ধনুক।

(২৮৭) বুমা গলগল, বীসা বাথেরেঙ।
ভাবানুবাদ : মা আসন পেতে বসে, বাচ্চা লাফিয়ে চলে।
উত্তর : ঘাইল এবং চেকাইত/রীসাম তায় রম'।

(২৮৮) বীরীয়মা মাসা মায় চাকীরাক।
অনুবাদ : এক বেটি ভাত লোভী।
উত্তর : রীসাম/ঘাইল।

(২৮৯) বীরীয়মা মাসা ফুঙ আয়খেন' বুজাগ'।
অনুবাদ : ভোর হলেই এক বেটির পিঠে জোটে প্রহার।
উত্তর : বফীরায়/কাপড় ধুয়ার পিড়ি বা তক্তা।

(২৯০) চীলাসা মাসা পুঙখি আধামণ।
অনুবাদ : এক বেটার আধামন ছাগলের মল আছে।
উত্তর : চেং বীচলীয়/জালের গুটি।

(২৯১) রমখে মচমসা।
অনুবাদ : ধরলে এক মুঠো।
উত্তর : জাল/Net।

(২৯২) সারীই রিখা দুপাসা। থুমীই রগীই মচমসা।
অনুবাদ : ছড়িয়ে দিলাম অল্প স্থানে, সব কুড়িয়ে এক মুঠো।
উত্তর : চেং এবা জাল সারমা/জাল বিছানো।

(২৯৩) সারীই রিখা কানিসা। থুমীই রগীই মচমসা।
অনুবাদ : ছিটিয়ে দিলাম এক কানিতে। সব কুড়িয়ে এক মুঠো।
উত্তর : ২৯২ নং এর অনুরূপ।

(২৯৪) দান দাসকু লগ্রা-জগ্রা, দান দাসকু খ্রপ।
অনুবাদ : এটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ সমবায়ে গঠিত এক অতিসুন্দর ফুমুকমুঙ। তালা খোলা এবং চাবির সাহায্যে লাগানোর ইঙ্গিত এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।
উত্তর : তালায় চাবি লাগানো এবং খোলা।

(২৯৫) দপ কীলায়ু, দপ বীচাঅ, গুমতি কবর মা।
অনুবাদ : একবার পড়ে, একবার উঠে গুমতি পাগলিনি।
উত্তর : দেংগি /ঢেঁকি।

(২৯৬) চার কোনা পুখিরি, বয়া আছে চকদিরি
অনুবাদ : এটি তিপ্রা জাতির লোকদের দ্বারা কথিত বাংলা ভাষায় রচিত ফুমুকমুঙ।

এর ককবরক রূপ—কোনা বীরীয় পুখিরি, আচুগ তঙ্গা চকদিরি।
উত্তর : খামপীলায়/পিড়ি, য়ংগ্লা/ব্যাং।

(২৯৭) বকং কংসা, ব্লাই লাইসা
অনুবাদ : একটি ডাঁটা, একটি পাতা।
উত্তর : কিসিপ/পাখা।

(২৯৮) নক বিসিং বুঙ চক।
অনুবাদ : ঘরের ভিতর নৌকা চড়ন।
উত্তর : উায়িঙ/দোলনা।

(২৯৯) নক গুরিই থঙ কংসা।
অনুবাদ : সারা ঘরে একটি খুঁটি।
উত্তর : ছাতি/হুঙখুঙ।

(৩০০) নুখুং লাপসা থঙ কংসা।
অনুবাদ : এক চালা ছানি, খুঁটি একটি।
উত্তর : সাকাউ/ছাতি/Umbrella.

(৩০১) রিখে চা'য়া, রিয়াখে চা'অ।
অনুবাদ : দিলে খায়, না দিলে খায় না।
উত্তর : খুপা/বেতের তৈরি গোরুর মুখের বাঁধন।

(৩০২) সাল' বীখীরীয়, হর' বুবার।
অনুবাদ : দিনে কলি, রাত্রে বিকশিত ফুল।
উত্তর : লামথাই/পাটি।

(৩০৩) থাং সুলদেং, ফায় সুলদেং।
ভাবানুবাদ : আয়তে চট্পট্, যায়তে চট্পট্।
উত্তর : লাথা/লাঠি।

(৩০৪) সাল' বুবার, হর বীখীরীয়।
অনুবাদ : দিনে বিকশিত ফুল, রাত্রে কলি।
উত্তর : হুঙখুঙ/ছাতি।

(৩০৫) বীরীয়মা মাসা উাইসা চাখে তেই চানা নাঙয়া।
অনুবাদ : এক বেটি একবার খেলে আর খেতে হয় না।
উত্তর : কবঙ/বালিশ।

(৩০৬) কুঠা কুঠা নয়টা কুঠা, কোন কারিগর বানায়া দিছে একটি পালার ঘর।
অনুবাদ : ত্রিপ্রা জনজাতির লোক কর্তৃক বাংলা ভাষায় লিখিত ফুমুকমুঙ এর অন্যতম উদাহরণ।
উত্তর : সাকাউ/ছাতি।

(৩০৭) কালা পাঠা গলা দড়ি, প্রতি বাজারেই লড়ালড়ি।
এটিও ত্রিপ্রা জনজাতির কোনও ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট। এর ককবরক রূপ—
পুনজুউা কসম কত'গ' দীখাই,
হাতি বুরুম বুরুম ললায় ললায়।
উত্তর : কেরেচিন বতল/কেরোসিনের বোতল।

(৩০৮) চেরায় ফাঙসিনি মায় ফায়সা।
অনুবাদ : সারাজীবন একবার আহার।
উত্তর : কবঙ/বালিশ।

(৩০৯) মুসুক মাসা, দীখাই তাঙরীরীয়।
অনুবাদ : একটি গোরু, চারটি দড়ি।
উত্তর : গুনদা/মশারি।

(৩১০) এক থেঙ দিয়া দবাক নাচে।
এটিও একটি মিশ্র ভাষায় সৃষ্ট ত্রিপ্রা জনজাতির ফুমুকমুঙ।
এর ককবরক রূপ ঃ
থাকুং কংসাবায় দবাক মৌসৌউ।
উত্তর : কিসিপ/পাখা।
বি:দ্র: থেঙ—ঠেং অর্থাৎ পা। দবাক = আধ পাগল।

(৩১১) বাচৌই কলকতি চশমা (তুংতুমা) মকল, কেউা বিসিংগ খরাঙ।
অনুবাদ : লম্বা বৌদির চশমা চোখ, দরজার ভিতর কথা।
উত্তর : হারমুনি/হারমোনিয়াম।

(৩১২) বুমা খম খম, বীসা বাথেরেং বাথেরেং।
অনুবাদ : মা আসন পেতে বসে আছে, সন্তানটি লাফাচ্ছে।
উত্তর : মায় সুকমা/ধান ভানা (রীসাম, রম')।

(৩১৩) গুরুম কীলায়' গুরুম বীচাঅ, কলকতি কবরমা।
অনুবাদ : একবার পড়ে, একবার উঠে, লম্বা পাগলিনি।
উত্তর : দেংগি/ঢেঁকি।

(৩১৪) বাচৌই কলকতি চশমা মকল, কেউা বিসিংগ ম্রপ।
অনুবাদ : লম্বা বৌদি চশমা চোখ, দরজায় লুকায়।
উত্তর : হারমুনি/হারমোনিয়াম।

(৩১৫) রকই তঙখে বাক্স বেরাজাক, বীচাই তঙখে সিলায় সুরসাজাক।

অনুবাদ : শুয়ে থাকলে বাক্সের মতো দেখায়, দাঁড়িয়ে থাকলে বন্দুক তাক করার মতো দেখায়।

উত্তর : দেংগি/ঢেঁকি।

(৩১৬) চীলাসা কায়সা বমল গুজাসা।
খরাঙ হামথানি পাইখা।

অনুবাদ : এক বেটা কুঁজো পিঠ, গলায় শ্রেষ্ঠ সুর।

উত্তর : সাইনদা/সারেঙ্গা।

(৩১৭) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপসা।

অনুবাদ : বেতের তৈরি দ্রব্য যার একটিই কোণ।

উত্তর : পাতলা/তালা।

(৩১৮) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপনীয়।

অনুবাদ : বেতের দ্রব্য যার দুই কোণ।

উত্তর : চেম্পায়/ধানের বীজ বপনের সময় ব্যবহার্য বেতের তৈরি দ্রব্য বিশেষ।

(৩১৯) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপথাম।

অনুবাদ : বেতের দ্রব্য যার তিন কোণ আছে।

উত্তর : কুকদুলা/কুকদুলা নামক মাছ রাখার বেতের পাত্র।

(৩২০) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপবীরীয় ।

অনুবাদ : বেতের দ্রব্য যার চারটি কোণ আছে।

উত্তর : উরা, তুকিরি/বেতের ঝুড়ি।

(৩২১) মানীয় মুঙসা বুসুপ সুপবা।

অনুবাদ : বেতের তৈরি দ্রব্য যার পাঁচটি কোণ আছে।

উত্তর : খুতুরুক/বেতের তৈরি কাপড় রাখার দ্রব্য বা জিনিস।

(৩২২) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপদক।

অনুবাদ : বেতের তৈরি দ্রব্য যার ছয়টি কোণ আছে।

উত্তর : তাখুক/মোরগের খাঁচা।

(৩২৩) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপস্নি।

অনুবাদ : বেতের তৈরি দ্রব্য যার সাতটি কোণ আছে।

উত্তর : বেতের তৈরি এক ধরনের জিনিস।

(ট) অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ক ঃ

(৩২৪) উামুঙ মুঙসা বুসুপ সুপচার।

অনুবাদ : বেতের তৈরি দ্রব্য যার আটটি কোণ বর্তমান।
উত্তর : জাপা/এক ধরনের বেতের বাক্স।

(৩২৫) বিসিব' আয়খা, বব' সকফায়খা।
বহক পেতুতুম বেহিয়া ককন'
সাদিবা জে মানসাক।
অনুবাদ : বছর ফুরালো, সেও আসিল, পেট ফোলা বেহায়া কথাকে, যত পারে বলো।
উত্তর : গরিয়া দেবতা।

(৩২৬) বরকলে কৌথাই, হিমাই, খাচিগাই মানু,
হিমনানি সাকাঙ ব হায়চুগু, কুচুগু
অনুবাদ : লোকটা মিশে, হেঁটে, দৌড়াতে পারে, তবে হাঁটার আগে সে হাঁচে এবং কাশে।
উত্তর : মালখুঙ/গাড়ি বা চাকাওয়ালা যানবাহন।

(৩২৭) য়াকুং কৌরাই, য়াক কৌরাই,
হামুঙ সিনিয়া হিমনাই।
অনুবাদ : পা নাই, হাত নেই, নানা স্থানে ঘোরে।
উত্তর : তাঁয়তুন/চিঠি।

(৩২৮) য়াকুং য়াথামসা, ক্রিং পুঙনাইসা,
য়াসা থাংব য়ানায় তঙ্গু,
তামা উানামা।
অনুবাদ : তিন পা, ক্রিং বাজে,
এক পা গেলে দুই পা আছে,
চিন্তার কারণ কী?
উত্তর : রিকশা/Rikshaw।

(৩২৯) রাজানি পাকুড়ি, সরব' সরব' সরবাইয়া।
অনুবাদ : রাজার পাগড়ি মাথায় বেঁধেও শেষ করা যায় না।
উত্তর : লামা/রাস্তা/Road।

(৩৩০) লাথা বুবুক রমু, বুবুক ককই রমু,
ককই কৌথাঙ রম, কৌথাঙ কৌথাঙ রমু।
অনুবাদ : লাঠি অস্ত্র ধরে, অস্ত্র বাঁকা ধরে।
বাঁকা জীবন্ত ধরে, জীবন্ত জীবন্তরে ধরে
উত্তর : বসয় কারমা/বড়শিতে মাছধরা।

(৩৩১) কৌরাইখে ঔংয়া, মকলবায় নুকয়া।
অনুবাদ : না থাকলে হয় না, চোখে দেখি না বা দেখা যায় না।
উত্তর : নবার/বাতাস।

(৩৩২) বামনসা গুজা তীয়' বাখীলাই।
অনুবাদ : কুঁজো বামন জলে লাফিয়ে পড়ে।
উত্তর : বসয়/বড়শি।

(৩৩৩) বুফাঙ বখ'র পুঙখি কতরা।
অনুবাদ : গাছের গর্তে ছাগলের মলপাত্র।
উত্তর : পেঁপের বিচি/কুউাইফল বীচলীয়।

(৩৩৪) বীরীয়মা মাসা বকচা বানাই।
অনুবাদ : এক বেটি বোঝা প্রসব করে।
উত্তর : মগীদাম/মগদানা বা ভুট্টা।

(৩৩৫) বীরীয়মা মাসা তুকুব' সাক সিয়া।
অনুবাদ : এক নারী স্নান করলেও গা ভিজে না।
উত্তর : তাখুম/হাঁস, মুইতুব্রাই/কচুপাতা।

(৩৩৬) চাউই মানু, কাউই মানয়া।
অনুবাদ : খাওয়া, যায়, কিন্তু উঠা যায় না।
উত্তর : কলাগাছ/থালিফাঙ।

(৩৩৭) তীয়রুকুঙ রুকুঙ হমচাং চাকসা।
অনুবাদ : জলের ধারে লুকার মেলা।
উত্তর : জোনাকির আলো/চেংখারু চাংমানি।

(৩৩৮) বুফাঙ কীথীয়' বীথাই থায়ু।
অনুবাদ : মড়া গাছে ফল ধরে।
উত্তর : নাকিরি নামক এক দেবতার পূজার পদ্ধতির কিছু ইতিবাচক দিক।

(৩৩৯) খরকসা মীথীঙগু, পাল মীসাঅ।
অনুবাদ : একজন খেলাই, দশজন নাচে।
উত্তর : মাইরুম খাইমানি/চাল ঝাড়ন।

(৩৪০) রাজানি নগ' থাংগাইলে হাবাইখা, নঙখরাই মানলিয়া।
অনুবাদ : রাজার ঘরে ঢুকে পড়েছি, কিন্তু বেরোতে পারিনি।
উত্তর : সিচিংগ আ নাঙমা/সিচিং নামক বেতের তৈরি এক ধরনের ফাঁদের সাহায্যে মাছ ধরা।

(৩৪১) য়াখ্রপ বায়ু, লড়কি মেরু, মায়জান এহুহু হীনু।
অনুবাদ : হাঁটুতে চিমটি কাটে, ট্রিগারে টিপ দেয়, তাতে প্রাণ যাদু এহুহু স্বরে বা ধ্বনিতে গান গায়।
উত্তর : বন্দুক চালনা করা/গুলি চালানো/সিলায় ককমানি।

(৩৪২) পিয়া বথপ ললালায়, থামপুয়মা হম হম।
ভাবানুবাদ : মৌচাকটি ঝোলানো আছে, তাতে মশার উপদ্রব।
উত্তর : পাল্কি।

(৩৪৩) মরা লম্বারে ধরে, লম্বা বেকারে ধরে, বেকা জেতারে ধরে।
অনুবাদ : ককবরক রূপ—কৌথীয় কলকন' রমু, কলক গুজান' রমু', গুজা কৌথাঙন রমু।
উত্তর : বসয়/বড়শি।
বি:দ্র: এটি তিপ্রা জনজাতির কোনও ব্যক্তির দ্বারা গ্রাম্য বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল।

(৩৪৪) অরুগিয়া জগ'মগ' বামনসানি বৌসাজৌক।
ভাবানুবাদ : ঝক্ ঝক্ করে সাজানো বামুনের মেয়ে।
উত্তর : অসানি মৌতায়/দুর্গার মূর্তি।

(৩৪৫) নক বিসিং বিসিং ফকিরসা মৌসা।
অনুবাদ : ঘরের ভিতর ফকিরে নাচে।
উত্তর : খর'মাই/ঘরের ময়লা।

(৩৪৬) উইরা দিছে জিগ্রি মিগ্রি, পড়লেবা ধান্দা, তার লেজ হাতে বান্দা।
উত্তর : ককবরক রূপ—সারৌই রিখা জিগ্রি মিগ্রি, হাঅ কৌলাইখে ধানদা, বিনি খিতুঙয়াগ, রমজাক।
উত্তর : জাল/Net।
বি:দ্র: এটিও তিপ্রা ব্যক্তির দ্বারা গ্রাম্য বাংলায় রচিত।

(৩৪৭) থকর থকর আথার' থকর, বিসিংগ বাহান কৌরৌই।
ভাবানুবাদ : অনেকগুলো কোঠা আছে, কিন্তু ভিতরে ফাঁপা।
উত্তর : উা/বাঁশ।

(৩৪৮) বুমা অর' তঙ, বৌসা উর' থাং।
অনুবাদ : মা এখানে, সন্তান সেখানে।
উত্তর : তির, ধনুক/চাখলা, বাদুখুঙ।

(৩৪৯) বুমাব কসম, বৌসাব' কসম।
খিমাসে খিকুফুর খিঅ।
অনুবাদ : মাও কালো, পুতও কালো, কিন্তু মলত্যাগ করে সাদা।
উত্তর : স্লেট পেন্সিল।

(৩৫০) কলকন' কলকন' রমু, গুজান, গুজান' রমু, কৌথাঙন কৌথীয় রমু।
বাংলা অনুবাদ : লম্বাকে লম্বাই ধরে, কুঁজোকে কুঁজোই ধরে, জীয়ন্তকে মড়া ধরে।
উত্তর : বড়শিতে মাছ ধরার দৃশ্য/বসয় কারমানি।

(৩৫১) হাপুঙ বখরগ মায়ুঙ চিরিখক, হাদা চাখে হুহু, বহক বিসিংগ হ'য়।

ভাবানুবাদ : উচ্চ পাহাড়ে বা পাহাড়ের মাথায় হাতির চিৎকার, মুটিয়া পাতা খেলে ব্যথা লাগে, পেটের ভিতর আগুন।

উত্তর : (ক) সিলায় ককমা/বন্দুক ছোঁড়া, (খ) উস্তাখুমা/পায়ে আঘাত পাওয়া, (গ) হারিকেন।

(৩৫২) হাপুঙ গ্রিংমা পাককজাক, মকা বীচলীয় ফ্রানজাক, সন হাতায়' চেউাকনীয়।

অনুবাদ : সারা টিলা ঘুরিল, মকা মাছের বিচি শুকানো, ছনের টিলায় দুই ভাগ।

উত্তর : (ক) বীখ্নাই রামা/চুলকাটা, (খ) বুউা/দাঁত, (গ) মাঝখান দিয়ে দুভাগ করে চুল আঁচড়ানো/খীনাই সিতা খীলায়মা।

(৩৫৩) হা বিসিং বিসিং মাখুমায় উাতান, খা বিসিং বিসিং খাতাং,

অনুবাদ : মাখুমায় মাটির ভিতরের বাঁশের শেকড় কাটে, মনের চাহিদা মনে মনে।

উত্তর : হামজাক লায়মানি/ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়া।

(৩৫৪) খিকরক লাথা বখরক লোথা।

অনুবাদ : মলদ্বারে লাঠি এবং মাথায় লোটা। (লাথা এবং লোতা এসেছে বাংলার লাঠি ও লোটা থেকে)।

উত্তর : আনারস/ককবরকে এটাকে অমতীয়ও বলা হয়।

(৩৫৫) বীসাক গীনাঙগীই কীসা।

অনুবাদ : সারা শরীরে ঘা।

উত্তর : আনারস।

(৩৫৬) থনথনিয়া গরাগরি, জিহ্বা মজুমদারি।

ভাবানুবাদ : যে জিহ্বার সাহায্যে গড়াগড়ি খায় অর্থাৎ হেঁটে চলে। এটি ককবরক উচ্চারণের আদলে তৈরি গ্রাম্য বাংলা ভাষায় রচিত ককবরক ধাঁধাঁ।

উত্তর : গোল ও বড়ো জাতীয় শামুক।

(৩৫৭) চালাসা মাসা মীখাংবায় হিমনাই।

অনুবাদ : এক যে ছিল বেটা, মুখ মণ্ডলে হাঁটে।

উত্তর : ওই।

(৩৫৮) তীয় বিসিং বিসিং আবসা মুথু।

অনুবাদ : জলের গভীরে সন্তানকে ঘুম পাড়ানো।

উত্তর : সিচিং চাকমা/'সিচিং' নামক এক ধরনের ফাঁদের সাহায্যে মাছ ধরা।

(৩৫৯) কলক লামা সায়বারা লামা হিম।

অনুবাদ : লম্বা বা দীর্ঘ পথ দেখায় বেঁটে হেঁটে যায়।

উত্তর : (ক) রি-তাকমানি (রি-সামি বায় থুরি/কাপড় বুনন) (খ) সুচিবায় খীতীঙ বা সুচ ও সুতা।

(৩৬০) রাজানি মায়চু চাঅই চাবাইয়া।
অনুবাদ : রাজপ্রদত্ত ভাতের মোচা খেয়েও শেষ করা যায় না।
উত্তর : দা হুলমানি হলং/দা ধার দেওয়ার পাথর।

(৩৬১) হাচীগ' তঙগীই মুরি সুরখীলাই।
অনুবাদ : পাহাড়ে থেকে নীচে মুখ।
উত্তর : মুইখুন/কলার থোর।

(৩৬২) চিবুক কাঙসম সুকখে থীয়ু।
অনুবাদ : বিষধর সর্পের কামড়ে নিশ্চিতমরণ।
উত্তর : সিলায়/বন্দুক।

(৩৬৩) তকসাকা সিংগি, রীকথারখা দগি,
উানি জাংগিয়াঅ কীচালাংখাদ' দগি।
উত্তর : যুবতির ফাদে পড়ে যাওয়া বা আটকে যাওয়া।

(৩৬৪) বীরীয়মা মাসা নকসু কুনাঅ মুকতীয় সক'রীই তঙগু।
অনুবাদ : এক বেটি ঘরের কোণায় চোখের জল ফেলে।
উত্তর : চাখীয় খক >চেখক/ছাই থেকে ক্ষারের জল বের করার জন্য বাঁশের বেতের তৈরি একধরনের বস্তু।

(৩৬৫) মুনুষ্যু খরকসা লাখু থুকুলুবীই ফায়ু।
অনুবাদ : একজন লোক মাথায় লাখো নিয়ে জন্মায়।
উত্তর : য়াসুকু/নখ।

(৩৬৬) থিথিং বাবায় কুচিয়া দেংবায়, দিদালে ককবায় লামবায়।
অনুবাদ : সঙ্গে দেখি অনেক কিছু, কথায় খুবই পটু।
উত্তর : মীতায়নি উা সীনামজাক য়াগ' তীইজাক অচায়/অর্থাৎ পূজার জন্য বাঁশের সরঞ্জাম হাতে ওঝাই বাবা।

(৩৬৭) পুব গালাঅ ঝল'মল' দুগি বারমাস
অনুবাদ : পূর্বদিকে ঔজ্জ্বল্য, দুগা বারমাস
উত্তর : (ক) ফাতীই/পান (খ) সূর্য উঠা।

(৩৬৮) লাই কিনার কিনার তমসা এর কীরীঙ
অনুবাদ : আইলের কাছে কাছে বনমোরগ, সেটি খাদ্য
খোঁজার কাজে বড়োই ওস্তাদ।
উত্তর : সারকসা/সারস পাখি।

(৩৬৯) অ বীরীয়মা নিনি বহগ' হ'র।
অনুবাদ : ওগো, রমণীগো, তোমার পেটে আগুন।
উত্তর : হারিকেন।

(৩৭০) অ বীরীয়মা, নিনি বখ'রগ' হ'র।
অনুবাদ : ওগো, রমণীগো, তোমার মাথায় আগুন।
উত্তর : চাতি/প্রদীপ।

(৩৭১) নক বুরুম বুরুম আসন কাঙসা।
অনুবাদ : প্রতি ঘরে একটি আসন।
উত্তর : য়াকৌলাম/সিঁড়ি।

(৩৭২) চলিয়া গেলে রেলগাড়ি, বয়া থাকলে টাকা পয়সা।
উত্তর : য়াককীবাক/য়াককীবাং/কেড়া।

(৩৭৩) তাঙগৌই রিখেন' রাঙ।
অনুবাদ : স্পর্শ করামাত্র টাকা।
উত্তর : ওই (৩৭২)

(৩৭৪) সমুদ্রঅ উা' কংসা, তৌমা তকমুংব বা'য়া তঙ।
অনুবাদ : সমুদ্রে একটি বাঁশে সকল পাখিই বসে।
উত্তর : চুউাক বৌতৌগ' চুংগি কাইজাক/মদের লাঙ্গিতে ডোবানো চুঙ্গি।

(৩৭৫) মামানি কামিঅ বেরায়না থাংখে ফায়নানি রীঙয়া।
অনুবাদ : মামার বাড়িতে বেড়াতে গেলে আসতে জানে না।
উত্তর : সিচিংগ আ হাপমানি/ফাঁদে মাছ আটকে যাওয়া।

(৩৭৬) হাবখা চাঙজরা।
অনুবাদ : ঢুকেছি, একবারেই কোমর অবধি।
উত্তর : দাফুঙ দামানি/দা-এ হাতল লাগানো।

(৩৭৭) নৌফা কুকুরি তাঙমা তাঙমান' বানিয়া রসন কৌরৌই।
অনুবাদ : সবগুলো শব্দের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই অনুমান নির্ভর অনুবাদ করা থেকে বিরত হয়েছি।
উত্তর : মায় বুবার/ধানের ফুল।

(৩৭৮) বেদেক দেকসিনি বৌলাই লাইসা।
অনুবাদ : সাত শাখা, একটি পাতা।
উত্তর : সাতি/ছাতা।

(৩৭৯) চেরায় ফাঙসিনি খিকরক সুয়া।
অনুবাদ : ইহজন্মে পায়খানার সময় জল ব্যবহার করে না।
উত্তর : পশুপাখি।

(৩৮০) আয়খেন' খুলুম।
অনুবাদ : ভোর হলেই প্রণাম করে।
উত্তর : থাপা/চুলা।

(৩৮১) বীরীয়মা কায়সা দলান তিসাঅ।
অনুবাদ : এক রমণী দালান তোলে।
উত্তর : কেনজুউা হা' বুকমানি/কেঁচোর হালচাষ।

(৩৮২) নায়সাকা গীলীক, ফুরা থুকুলুপ।
অনুবাদ : যেই উপরে চেয়েছি, অমনিই মুখে ঢুকে যায় ও পুরার চাপা পড়ে।
উত্তর : চুউাক/মদ।

(৩৮৩) কীমাই থাংখে বুতুগীই মানু, তুবুইখে মানয়া।
অনুবাদ : হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করা যায়, কিন্তু আনা যায় না।
উত্তর : লামা/রাস্তা, পথ।

(৩৮৪) রাজানি বীসাজীক কুমারি জীক নখলা কইলিক কইলিক।
অনুবাদ : রাজার মেয়ে, কুমারী মেয়ে, উঠানে এদিক সেদিক ঘোরে।
উত্তর : চুর মীসামানি/লাটিমের নাচ।

(৩৮৫) রাজানি পুখিরি সারচিনি সীরীই ফীরানাই মানয়া।
অনুবাদ : রাজার পুকুরের জল শুকানো যায় না।
উত্তর : বীসলায়/জিহ্বা।

(৩৮৬) রাজানি কিসিপ তাং মানয়া।
অনুবাদ : রাজার পাখা ছোঁয়া যায় না।
উত্তর : পিয়াবথপ/মৌচাক।

(৩৮৭) তীয় বিসিং বিসিং কুলুকালাই, সাকাঅ মীসাচীলাই।
অনুবাদ : জলের ভিতর নড়াচড়া, উপরে বাঘের ছাল,
উত্তর : কাসিঙ/কাছিম।

(৩৮৮) নখলা কতর বেরায় বাইয়া, মালি বুবার খলবাইয়া।
অনুবাদ : বড়ো উঠান বেড়িয়ে শেষ করা যায় না, মালি ফুলও তুলে শেষ করা যায় না।
উত্তর : আথুকিরি/তারা।

(৩৮৯) তীয় বিসিং বিসিং বংগাস' লাইস।
অনুবাদ : জলের ভেতর অলক্ষ্মীর যাতায়াত।
উত্তর : আ/মাছ।

(৩৯০) আইখা কীবাখা।
অনুবাদ : ভোর হল, বমিও করল।
উত্তর : মায়রাংতীয়/চাউল ধোওয়ার জল।

(৩৯১) আইখা খুলুম খা।
অনুবাদ : ভোর হল যেই, নমস্কার করল সেই।
উত্তর : হ'র সুবমানি/চোলার আগুনে ফু দেওয়া।

(৩৯২) 'হাপুঙ খিকরগ' হাতরায় খাচি'
অনুবাদ : পাহাড়ের শেষ প্রান্তে বিড়া ঝোলানো।
উত্তর : বাইলিক কানমানি/নাকের দুল ব্যবহার করা।

(৩৯৩) বীরীয়মা মাসা চালে চাঅ' খিয়া।
অনুবাদ : এক রমণী খায় ঠিকই, কিন্তু মলত্যাগ করে না।
উত্তর : কবং/বালিশ।

(৩৯৪) বরক কসম দখিন' থাংয়া।
অনুবাদ : কালো লোক দক্ষিণে যায় না।
উত্তর : সামপিলি/মানুষের ছায়া।

(৩৯৫) চীলাসা মাসা লাখু হুংকীরাক
অনুবাদ : এক বেটা লাখু মাথায় দিতে দক্ষ।
উত্তর : কামুক/শামুক।

(৩৯৬) তেনেসা তীয়মানি পুথি লাগাবুডালন' মনক।
অনুবাদ : সমুদ্রের পুঁটিমাছ, বোয়াল মাছ গিলে।
উত্তর : কামচীলীয়/জামা।

(৩৯৭) নখা গুরুময়াই উাতীয় উাঅ।
অনুবাদ : মেঘ ডাকে না, বৃষ্টি পড়ে।
উত্তর : (ক) চাখীয় তলমানি/ক্ষারের জল বের করা। (খ) পশু বা মনুষ্যজাতীয় প্রাণীর মূত্রত্যাগ।

(৩৯৮) চেমচেমিয়া গাই, যেসীক দুধ-সেবু আসীকন' মানু।
অনুবাদ = রোগা গাই গরু, যত চাই ততই দুধ দেয়।
উত্তর : খেজুর।

(৩৯৯) বীরীয়মা মাসা মীখাঙ কুফুর।
অনুবাদ : এক রমণীর মুখ সাদা।
উত্তর : চুউান/লাঙ্গি জাতীয় মদ তৈরির ঔষধ।

(৪০০) নখা কীরাই উাতীয় উামানি পুখিরি খুংসা পুঙ্গু।
অনুবাদ : আকাশ বিনা বৃষ্টিপাতে এক পুকুর জল ভরে।
উত্তর : দুধ-সেবমানি/দুধ দুয়ানো।

(৪০১) চাজাক নাই দাল' বুবার বারয়া
বিরনাই তকসা বীতাই তাইয়া
অনুবাদ : খাওয়ার শাক ফুল ধরে না, উড়া পাখি ডিম দেয় না।
উত্তর : (ক) মুইখুনচক/ঢেঁকিশাক (খ) তকবাক/বাদুড়।

(৪০২) আচাইখেন' বাচিংগ চক চক।
অনুবাদ : জন্মের পরই পাছে বসে আছে।
উত্তর : মুয়া/বাঁশের কুড়ুল।

(৪০৩) বুফাঙ ফাঙসা, বীলাই লাইসা।
অনুবাদ : একটি গাছের একটি পাতা।
উত্তর : কিসিপ/পাখা।

(৪০৪) বীরীয়মা মাসা সাগ' বীসা কুপুলুঙ।
অনুবাদ : এক স্ত্রীলোকের সারা শরীরে সন্তান।
উত্তর : কুউাইফল/পেঁপে।

(৪০৫) কক সাখে তরেং তরেং,
কক সায়াখে সিরিং সিরিং।
অনুবাদ : কথা বললে লাফাতে থাকে, না বললে চুপচাপ।
উত্তর : ততীরা বীলীয়সা/আলজিভ।

(৪০৬) রাজানি নক দগীলাম কীরাই।
অনুবাদ : রাজার ঘরের দোয়ার নেই।
উত্তর : চেকাপপনজি/ধানের খড়ের কুড়ি।

(৪০৭) তীয়' কীলাইয়া আমলায় বীথাই,
বায়াব চারিবায় মালায়খীলায়
তানীই চানানি কুউাই
উত্তর : জানা নেই।

(৪০৮) আয়াংব হাপুঙ, আয়াংব হাপুঙ,
কীচার' মীসা পুঙ।
অনুবাদ : এদিকে পাহাড়, ওদিকে পাহাড় মাঝে ডাকে বাঘ।
উত্তর : খুপুয়মানি/ফাদ দেওয়া অর্থাৎ দুর্গন্ধ গ্যাস ছাড়া।

(৪০৯) বুবার বারথানি বীথাই থাইয়া।
অনুবাদ : যেখানে ফুল ফোটে সেখানে ফল ধরে না।
উত্তর : মগীদাম/মগদানা।

(৪১০) লুংগা লুংগি উা' সুরকীলাই।
ভাবানুবাদ : বিভিন্ন লুঙ্গা অর্থাৎ নীচের দিকে বাঁশের খোঁচা নিপাতিত হয়।
উত্তর : উাতীয় ফায়মানি/বৃষ্টি পড়া বা বৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়।

(৪১১) নায়খে নায়থথক, রমখে বমতক।
ভাবানুবাদ : দেখতে সুন্দর, কিন্তু ধরলে যে উপরের এক ধরনের বিষাক্ত গুঁড়ো থাকে যা ক্ষতি করে।
উত্তর : বার চুউাঙখুম/বারচুউাঙ নামক ফুল।

(৪১২) সাকাঅ রাঙচাক, বিসিংগ সিসা।
অনুবাদ : উপরে সোনা, ভিতরে সিসা।
উত্তর : তখাথাইচুমু/মাকাল ফল।

(৪১৩) নায়খে নায়থথক রমাইখে মানয়া।
অনুবাদ : দেখতে সুন্দর, কিন্তু ধরা যায় না।
উত্তর : আথুকিরি/আকাশের তারা।

(৪১৪) হর'খে বুবার, সালখে বীখীরীয়।
অনুবাদ : দিনে ফুল রাত্রে কুড়ি।
উত্তর : য়াখুঙ/ধাড়ী বা পাটি।

(৪১৫) চেরায় তাখুকনীয় ওক'লক বহক।
অনুবাদ : দুই ভাই বালকের পিছনে পেট।
উত্তর : য়াফাতীক/পায়ের পিছনের মাংস পিণ্ড বিশেষ।

(৪১৬) চেরায় সাককীচাক চেরায় সাক কসমনি খিখরক সীলাগ'।
অনুবাদ : ফর্সা বাচ্চাটি কালো রঙের বাচ্চার নিতম্ব চাটে।
উত্তর : মায়তীক বায় হ'র/ভাতের হাঁড়ি ও আগুন।

(৪১৭) ব্যাপারী খরকথাম কুউাই থাইসান' ব্যবসা থীঙ্গা।
অনুবাদ : তিন ব্যাপারী একটি সুপারি নিয়ে ব্যাবসা করে।
উত্তর : থাপথাই/চুলা।

(৪১৮) রাজা খরকসা সিংহাসন থাইথাম' আচুগু।
অনুবাদ : রাজা এক জনই, সে একাই তিনটি সিংহাসনে বসেন।
উত্তর : থাপথায়' মায়তৌক বকসামা/চুলায় ভাতের হাঁড়ি চড়ানোকে বোঝায়।

(৪১৯) তলিঙ মাসা বিখীলাই মানি বিরসাঅই মানলিয়া।
অনুবাদ : একটি চিল উড়ে এসে নীচে নেমেছে, কিন্তু আর উড়ে যেতে পারে নি।
উত্তর : নুখুং/ঘরের ছাদ।

(৪২০) পুমা মাসা সিং কীবাই।
অনুবাদ : একটি ছাগল সিং ভাঙা।
উত্তর : নুখুং/ঘরের ছাদ।

(৪২১) গলা মুরি খেপথকয়া।
উত্তর : গর্ত/হাকর।

(৪২২) রাঙচাকনি তকসা মাংনীয় কীরীংসাঅ আচুগীন হা-পাক'গীই চা-অ।
অনুবাদ : দুটি সোনার পাখি এক স্থানে বসেই দুনিয়া ঘুরে খায়।
উত্তর : মকল/চোখ।

(৪২৩) বুমা কীরীই বীসান, মুইসংগীই চাঅ।
অনুবাদ : মা বিহীন সন্তানকে ব্যঞ্জনে রেঁধে খায়।
উত্তর : মানায় বকং/মানায় কচু।

(৪২৪) বুফা কীরীই বীসা সাব' তঙ?
অনুবাদ : বাপ ছাড়া সন্তান কে আছে?
উত্তর : নাপিত/শীল।

(৪২৫) চেরায় তাখুকদকন' মুই সংগীই চাঅ।
অনুবাদ : ছয় ভাইকে রান্না করে খায়।
উত্তর : সবায়/লতসিম।

(৪২৬) বখ'রগ চখা রুজু।
অনুবাদ : মাথায় চরকার বোঝা বহন করে।
উত্তর : বক'রঙ গীনাঙ মসক/সিংওয়ালা বলগা-হরিণ।

(৪২৭) বহক নাঙয়াই সা' মাননাই।
অনুবাদ : বিনাগর্ভে সন্তান লাভ।
উত্তর : মাইসীয়/কাউন।

(৪২৮) বুবার বারয়াই বীথাই থাইনাই।
অনুবাদ : ফুল বিনা ফল ধরে।
উত্তর : মুই ফেরায়/পুঁইশাক।

(৪২৯) স্বর্গঅ হ'র চাংখে পাতাল' গুরুম।
অনুবাদ : স্বর্গে আগুন জ্বলে ও পাতালে গর্জায়।
উত্তর : ধুমা নীঙমা/হুক্কা টানার সময় জলের শব্দ।

(৪৩০) বীরীয়চাক মাসা বহক কীপীলা।
অনুবাদ : এক বুড়ির পেটে ছিদ্র।
উত্তর : তাখু'ক/মোরগের খাঁচা।

(৪৩১) হা'রে (হায়রে) দুনিয়ানি কীচাংসা, মায়ফাঙ
তলানি তুখুসা, নীংবায় আংবায় খা' বাকসা।
অনুবাদ : হায়রে দুনিয়ার ঠান্ডা, ধানের নীচের মাটির বাতি, তুমি আর আমি অভিন্ন হৃদয়।
উত্তর : (ক) খা' কীচাংমা/মনে সান্ত্বনা পাওয়া, (খ) তপথায় বথপ/তপথায় নামক এক ধরনের পাখির বাসা।

(৪৩২) খাকুলু কুফুর উাক চায়া,
কসবি (খানকি) জীকমাব' তীয় বারয়া।
ভাবানুবাদ : সাদা চালকুমড়ো শূকরে খায় না, চরিত্রহীন মহিলাও জল পেরোয় না।
উত্তর : (ক) হলং বীথাই/পাথরের টুকরো, (খ) গাইরিং/টং ঘর।

(৪৩৩) বুমালে হ'র তঙ্গা, বীসালে তীয়কুঅ।
অনুবাদ : মা আগুন পোহায়, সন্তান স্নান করে।
উত্তর : বাতিবগমানি/দেশি মদের জন্য বাতি বসানোকে বলে।

(৪৩৪) বুফাঙ ফাঙসাঅ বগা বাজাক।
অনুবাদ : একটি গাছে বকপাখি বসে আছে।
উত্তর : খুতীইফে'রমানি/তুলা থেকে বীজ বের করাকে বোঝায়।

(৪৩৫) সংদারিসা কাপব' মীথাগনা মানয়া,
সিমানক বাইমাব' সুংসানা মানয়া।
অনুবাদ : ভাই বোনহীন ব্যক্তি কাঁদলেও সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই, থাকার ঘর ভাঙলেও ঠিকা দেওয়ার কেউ নেই।
উত্তর : (ক) নখীলানি উাতীয়/উঠানের বৃষ্টি। (খ) তকতীই কীবাই/ভাঙা ডিম।

(৪৩৬) খরকথামীই পাকুড়ি কাঙসা।
অনুবাদ : তিনজনে একটি পাগুড়ি।
উত্তর : সরিয়া/বেড়ি।

(৪৩৭) কুউায় মায়রাঙসা, লেখায় মানয়া বেপারি সা।
অনুবাদ : এক থাল সুপারি, গুণতে পারে না ব্যাপারি।
উত্তর : আথুকিরি/তারা।

(৪৩৮) ব বিস্‌করম সৗনামৗই রিখা।
পালা কংসানি নক।

অনুবাদ : কোনো বিশ্বকর্মা তৈরি করেছে একটি খুঁটির ঘর।

উত্তর : ছাতি/হুঙখুঙ।

(৪৩৯) সাল' বাবৗরায়, হর' বৗখৗরৗয়।

অনুবাদ : দিনে বাসি, রাত্রে কলি।

উত্তর : দগা/দরজা।

(৪৪০) রাঙচাকনি খুমবার আতুল' সুপ।

অনুবাদ : সোনার ফুল কাঠিতে গাথা।

উত্তর : মায় বৗলায়' পামতৗই থাইমানি/ধানের পাতায় শিশির বিন্দু।

(৪৪১) মুই হান কৗরৗই আতুল' সুপ।

অনুবাদ : মাংস নেই অথচ কাঠিতে গাথা হয়।

উত্তর : তকতৗই বখঙ/ডিমের খোসা।

(৪৪২) খিতারৗই রিখে বাইয়া, সেপখে বায়ু।

অনুবাদ : উড়াইয়া দিলে ভাঙে না, টিপলে ভেঙে যায়।

উত্তর : মায়রুম/ভাতের কণা।

(৪৪৩) সন্ন্যাসী খরকসা মকল কল-চি,
নায়খে নায়থথক।

অনুবাদ : এক সন্ন্যাসী দশটি চোখ দেখতে চমৎকার।

উত্তর : বেবুমা/বেবু।

(৪৪৪) বৗলাই চিকন চিকন, বৗতাংগ বৗলাই কৗরৗই,
রাজা চাঅ, পাশা চাঅ, জতত' বরক চাঅ।

অনুবাদ : চিকন চিকন পাতা, নাই শড়ী পাতা, রাজা খায়, পাশা খায়, সকল মানুষ খায়।

উত্তর : কমলা/কমলা।

(৪৪৫) জিগলি মিগলি ফরফরি, হামজৗকসানি পালকি।

অনুবাদ : ঝিকঝিক মিকমিক, পুত্রবধূর পালকি।

উত্তর : মায়বুবার/ধানের ফুল।

(৪৪৬) চাতি বাঁ বাঁ, হা বুবাগ্রা।

অনুবাদ : ঝিকঝিকে বাতি দেখতে মহারাজা।

উত্তর : সাল/সূর্য।

(৪৪৭) গ্লাস থাইসানি রঙ দালনাই।
অনুবাদ : এক গ্লাসের দুই রঙ।
উত্তর : তকতাই/ডিম।

(৪৪৮) ব নখাঅ গলাননি তীয়।
অনুবাদ : কোন্ আকাশে নালের জল।
উত্তর : নারীকীরা বীতীয়/নারিকেলের জল।

(৪৪৯) হালাপ লাপসা সন হাতাই।
অনুবাদ : এক খাড়া টিলায় ছন বন।
উত্তর : সাইখুমু/স্ত্রীর যৌনলোম।

(৪৫০) নবুরুম বুরুম গেগুমা য়াক হু।
অনুবাদ : ঘরে ঘরে চিতাবাঘের থাবা।
উত্তর : নক লেপেমা/ঘর লেপা।

(৪৫১) য়াকুং কংদকবায় করায় বুখুক,
বিরাই থাংগু তক কাহায়।
অনুবাদ : ছয় চরণে ঘোড়ার মুখ, উড়ে যায় পাখির মতো।
উত্তর : কুক/পঙ্গপাল।

(৪৫২) রাজানি দালান একশ মালা, বিসিংগ বরক কীরাই।
অনুবাদ : রাজার দালান ১০০ তলা, ভিতরে মানুষ নেই।
উত্তর : উা-বথর/বাঁশের ঘাইট।

(৪৫৩) চাব' অকপুঙ, চায়াইব অকপুঙ,
আ তপঙ ন তপঙ।
অনুবাদ : খেলেও ভরে, না খেলেও ভরে
সেই টুকরিই টুকরি।
উত্তর : কবঙ/বালিশ।

(৪৫৪) রাজানি খুমবার খলাই-কুলকীরাই
অনুবাদ : রাজার ফুল পেড়ে শেষ করা যায় না।
উত্তর : আথুকিরি/তারা।

(৪৫৫) অ তেনেসা বুখুনজু লাপসা।
অনুবাদ : এই তেনেসার একটি কান।
উত্তর : উা-চলমানি/এক কোপে কেটে ফেলার।
স্থান (বাঁশ)

(৪৫৬) পুমালে হিময়া দিগরা হিমু।
ছাগল হাটে না, দড়ি হাটে।
উত্তর : চাকুমড়া/মিষ্টি কুমড়ো।

(৪৫৭) চেয়ার ফুরুঅ মেতেরেং তারাং, তরখীলায় হামকুকুক।
অনুবাদ : ছোটো বেলায় ডোরা কাটা, বড়ো হয়ে মোটামুটি সুন্দর দেখায়।
উত্তর : পুইথা।

(৪৫৮) রাজানি বীচামারি তুকুফুরু উাইসাব' তুকিয়া সিয়া।
অনুবাদ : রাজার জামাই স্নান করলে টিক্কা বা টিকি ভিজে না।
উত্তর : তাখুম তুকুমা/হাঁসের স্নান।

(৪৫৯) তাঙখে সুনদ্রুমা , তাঙয়াখে নায়থকমা।
অনুবাদ : ছুইলে ভয়ে কোঁচকায়, না ছুইলে সুন্দর দেখায়।
উত্তর : সামসুন্দুরু/লজ্জাবতী লতা।

(৪৬০) অ চেরায়ন' লাগাবুউাল মন'গ'।
অনুবাদ : এই ছেলেটিকে বড়ো বোয়াল মাছে গিলে।
উত্তর : কামচীলীয়/জামা।

(৪৬১) দান চুখুরু, দান ফেলকসা, মাইট্যা লাঙ্গিসা।
উত্তর : য়মফাক/ছুয়া পোকা।

(৪৬২) তানখেন' রবক।
অনুবাদ : কাটলেই গজায়।
উত্তর : লাইফাঙ/কলাগাছ।

(৪৬৩) থাং সুল ফায় সুল।
অনুবাদ : দ্রুত আসে, দ্রুত যায়।
উত্তর : কল য়াগ' তাইমা/বল্লম হাতে ছোটাছুটি।

(৪৬৪) করায় মাসা, য়াকুং কংখলথাম।
অনুবাদ : একটি ঘোড়া, যাটটি পা।

(৪৬৫) জতত' তকন, আ চাঅ, মাসুউারাঙ্গানি মুঙ থাংগ।
অনুবাদ : সকল পাখিই মাছ খায়, মাছরাঙার নাম যায়।
উত্তর : আ বাঙখারমা/মাছ তুলে নিয়ে যাওয়া।

(৪৬৬) তীয়' হাপখে আ মাছা।
অনুবাদ : জলে ডুবলেই একটি মাছ।
উত্তর : মাসুউারাঙ্গা/মাছরাঙা।

(৪৬৭) বাচাই-কলকতি চশমা মকল, কেউা বিসিংগ ককসা।
অনুবাদ : লম্বা বৌদি চশমা চোখ, দরজার ভিতর কথা বলে।
উত্তর : তক্‌কে / হারমোনিয়াম।

(৪৬৮) হাপুঙ খিকর'ক তাল খাকসা।
অনুবাদ : টিলার শেষ প্রান্তে অর্ধচন্দ্র।
উত্তর : বাইলিক/বালিক।

(৪৬৯) রমাইলে মানয়া, চাঅই অক পুঙ্গ।
অনুবাদ : ছোঁয়া যায় না, খেলে পেট ভরে।
উত্তর : তীয়/জল।

(৪৭০) নুলে নুগ' তাঙগাই মানয়া।
অনুবাদ : চোখে দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না।
উত্তর : হকুল/ধোঁয়া।

(৪৭১) বুগ্নি কৌরাই মুইখুন নঙখরু
রামসঙ বানকমানি।
ভাবানুবাদ : কলাগাছ বিনা ফুল নামে, তৈরি করেছে রামে।
উত্তর : বাসায় কৌরাই বাসা মানমা/স্বামী বিনা সন্তান লাভ।

(৪৭২) সাকা নিলবর্ণ, বিসিংগ ফুফুরি
তামা খুমমুংব সাদি।
অনুবাদ : বাইরে নীলবর্ণ, ভিতরে সাদা, সেই ফুলের নাম কী?
উত্তর : খুমডাখাক, খুম সিন্দায়/নীলকণ্ঠ ফুল।

(৪৭৩) বাখ্রীয়ফুরু মতময়া, কিয়গাই মতমু।
ভাবানুবাদ : ফুলের কুঁড়ির গন্ধ নেই, ফুটতেই গন্ধ ছড়ায়।
উত্তর : সাক আবুল নি উল' সিকলা নি বয়ার বুমানি/মাস ঋতুর পর যৌবন লাভ।

সূত্র

১। জয়কুমার দেববর্মা, পিতা—মৃঃ রবীন্দ্র দেববর্মা, বড়গাথা, সুরেন্দ্রনগর পঞ্চায়েত, মোহনপুর ব্লক।
২। রমেশ দেববর্মা, পিতা—শোভা দেববর্মা, চাচু পাড়া, মোহনপুর ব্লক, পশ্চিম ত্রিপুরা।
৩। লক্ষ্মণ দেববর্মা, চাচু পাড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা।
৪। সত্যবতী দেববর্মা, লেখকের স্ত্রী।
৫। কন্যাতি দেববর্মা, লেখকের বাড়ির কাজের মেয়ে।
৬। অনিতা দেববর্মা, লেখকের বাড়ির কাজের মেয়ে।
৭। বিশ্বলক্ষ্মী দেববর্মা, লেখকের বাড়ির কাজের মেয়ে।
৮। দুরন্ত দেববর্মা, ডঙ্গর বাড়ি, হেজামারা ব্লক, পশ্চিম ত্রিপুরা।
৯। শবরী দেববর্মা, লেখকের মেয়ে।
১০। শ্রাবণ কলই, প্রাক্তন এ. ডি. সি সদস্য, অমরপুর মহকুমা।
১১। নিশান রোয়াজা (শ্যামাচরণ ত্রিপুরার বাবা) শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যুবসমিতির নেতা। ময়নামা।
১২। ফণী জমাতিয়া, খামার বাড়ি, তেলিয়ামুড়া।
১৩। লক্ষ্মী মোহন ত্রিপুরা (লাইটং দফা), পিতা—আশারমণি ত্রিপুরা, হস্‌পিটাল পাড়া, মনুঘাট।
১৪। চাম্পারায় ত্রিপুরা (আসলঙ দফা) ছামনু ব্লক।
১৫। ভাগ্য কুমার ত্রিপুরা, ছামনু ব্লক।
১৬। লেনপ্রসাদ মলসই, প্রাক্তন বিধায়ক, কাঞ্চনপুর।
১৭। অশোক দেববর্মা, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।
১৮। ভূপেশ দেববর্মা, বৈরাগী পাড়া, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা।
১৯। জলকন্যা দেববর্মা—লেখকের বড়দি।

এছাড়াও আরও অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী ও ইচ্ছুক লোকের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের সকলের নাম স্মরণ করতে পারছি না। পার্টি করার সুবাদে যেখানে পার্টির কাজে গিয়েছি সেখানকার বন্ধুদের কাছ থেকেই অনেক ককবরক ধাঁধাঁ সংগ্রহ করেছি। তাদের সকলের নাম দিতে না পারায় আমি দুঃখিত। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল।